UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

BENGALI code:19

UNIT- VIII lh£%c p¡¢qaÉ SYLLABUS	
Sub unit - I	**1. L¡hÉ** 1.1 ¢Qœ¡ 1.2 feÔQ 1.3 ehS¡aL
Sub unit - II	**2. EfeÉ¡p** 2.1 - ঘরে বাইরে 2.2 - Qal‰
Sub unit - III	**৩. ছোটোগল্প** নিশীথে, দুরাশা, স্ত্রীর পত্র, হৈমন্তী, ল্যাবরেটরি
Sub unit - IV	**4.e¡VL** 4.1 AQm¡uae 4.2 j š²d¡l¡
Sub unit - V	**5. fhå** 5.1- মেঘদূত 5.2- ছেলেভুলানো ছড়া - 1 5.3- h¢^jQ¾c 5.4- সাহিত্যের তাৎপর্য 5.5- abÉ J paÉ 5.6- h¡Ùh 5.7- সাহিত্যে নবত্ব 5.8- Bd¢eL L¡hÉ 5.9- jeoÉ 5.10- ele¡lÉ 5.11- fõÉfL¢a -1
Sub unit - VI	**6. S¡f¡ek¡œÉ**
Sub unit - VII	**7. S£heØj¢a**

Sub Unit - 1 ¢Qœ¡

রবীন্দ্রনাথ জীবনের সর্বভূমির কবি । তিনি মনে - প্রানে ¢Q¿¡u - কর্মে দু:খে-সুখে জীবনে - মরনে সমান দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে নিয়ে ভেবেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেকটি ধারায় তিনি অনন্য বিশিষ্টতা ও সৌন্দর্যের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ পঁয়তাল্লিশটির বেশি কাব্যরচনা করেছেন। এই কাব্যরচনার ক্রমবিকাশের পথে একটি বিশেষ যুগ হল 'চিত্রা' র যুগ । k¡ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশের ঠিক চার বছর পর কাব্যে রবীন্দ্র প্রতিভার বিশেষ বিচ্ছুরন এল সেই বিশেষ প্রতিভার উন্মেষ ও যুগ । তিনটি শ্রেষ্ট কাব্যগ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করল - 'চিত্রা' (১৮৯৩) 'মানসী' (১৮৯০) ও 'সোনার তরী' (১৮৯৩) । কাব্যে সৌন্দর্য ব্যাকুলতা ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য বোধের প্রতি আকাঙ্খা, এবং রহস্যমর আবেদন 'চিত্রা' কাব্যে এসে একটা পূর্ণতা ও বিরাম লাভ করেছে। 'চিত্রা' কাব্যে রূপের সঙ্গে অরূপভাবুকতার মিশ্রন ঘটেছে। 'চিত্রা'তেই প্রথম বোঝা যায় কবির ব্যক্তিত্ব গতিশীল এবং একটা পরিনতির মুখে ধাবমান।

মানস সুন্দরীর অপার্থিব প্রেমের টানে কবি নিরুদ্দেশ যাত্রায় ('সোনার তরী') বাহির হলেও কবি সেই রহস্যময়ীর আবরন উন্মোচনে সক্ষম হননি। কিন্তু 'চিত্রা' কাব্যে তার স্বরূপ উন্মোচনে স্পষ্টত সক্ষম হয়েছেন। 'সোনার তরী' র সেই ¢hja (Abstract) নারীমূর্তি 'চিত্রা' য় এসে কবিকে 'জীবন দেবতা' রূপে ধরা দিয়েছে । এই জীবন দেবতা আমা¢cl ধর্মশাস্ত্রের ঈশ্বর নন । এ বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচক বলছেন ---

'' চিত্রার পর্যায়ে একটি সর্বোতোমুখী পূর্ণতাবোধ থেকেই ' জীবনদেবতা '

শ্রেণীর কাব্যের উৎপত্তি । জীবনদেবতা - দর্শন গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে কবির আত্ম - ülf B¢hL¡l ''z

[lh¢c f¢ai¡l f¢lQu :-
X: r¢cl¡j c¡p]

অর্থাৎ এই জীবনদেবতা কবি সৃষ্ট একান্তভাবেই তাঁর অধিদেবতা । কবি উপলব্ধি করেছেন তাঁর কবিতা এমন শিল্পগুনান্বিত হয়ে ওঠে যে যা তার পরিমিত শক্তিতে ও সচেতন প্রয়াসে এই অসাধ্যসাধন সম্ভব নয় । কোনো এক 'অন্তর্যামী ' তাঁকে দিয়ে এই অসাধ্যসাধন করিয়ে নেয় । কবি এই 'অন্তর্যামী কেই 'জীবনদেবতা' নামে অভিহিত করেছেন ।'সোনার তরী'র মানসসুন্দরী 'চিত্রা ' কাব্যে জাগতিক উপলব্ধিতে বিচিত্র রূপিনী রূপে ধরা দিয়েছেন । কবির অর্ন্তমুখী উপলব্ধিতে হয়ে উঠেছেন তিনিই 'জীবনদেবতা' ।

'চিত্রা' কাব্যের কবিতাগুলি ১৩০০ থেকে ফাল্গুন ১৩০২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত দুই সময় কালের মধ্যে রচিত । আ¢dL¡wn কবিতায় লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ পদ্মাপারে , পতিসর - শিলাইদহ , রামপুর ও জোড়া সাঁকোতে । একমাত্র 'সুখ' কবিতাটি এই সময়কালের পূর্বে ১৩ চৈত্র , ১২৯৯ বঙ্গব্দে রচিত । কবিতাটি প্রথমে ''সোনার তরী ' (১৮৯৩) কাব্যে প্রকাশিত হয় । পরে 'চিত্রা' কাব্যে সংগৃহীত হয়েছে । প্রথম প্রকাশ কালে কবিতার সংখ্যা হল পঁয়ত্রিশ (৩৫) । পরে সংস্করন করে কাব্যগ্রন্থাবলী রূপে যখন প্রকাশ হল তখন কবিতা সংখ্যা দাঁড়াল সাতচল্লিশ টি ।

তবে ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'চিত্রা' স্বতন্ত্র কাব্য রূপে প্রথম প্রকাশে ৩৫ টি কবিতাকে সম্বল করেই প্রকাশিত হয় পরে কাব্যগ্রন্থবলী সংস্করনে গৃহীত চারটি কবিতা 'স্নেহস্মৃতি' 'নববর্ষে', 'দুঃসময়' ও 'ব্যাঘাত যুক্ত হয় । কিন্তু 'ব্রাহ্মণ', 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুইবিঘা জমি' নামাঙ্কিত তিনটি কবিতা বর্জিত হয় ।রচনাবলী সংস্করনে কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় (৩৫+৪-3) = 36¢V z বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ সংস্করনে বর্জিত কবিতা তিনটি পুনরায় গৃহীত হয়ে কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯ ¢V z

চিত্রা কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিকে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে (৪র্থ খন্ডে) পাঁচটি গুচ্ছে সাজিয়েছেন ।

L¡¢qe£

(১) এই পর্যায়ের অর্ন্তভুক্ত কবিতাগুলি হল ‘ব্রহ্মণ ’, ‘পুরাতন ভৃত্য’ ও দুই বিঘা জমি ’---

¢Qœ¡

এই গুচ্ছের কবিতাগুলিতে কবিহৃদয়ের প্রশান্তি প্রেম ও সৌন্দর্য কল্পনা জীব ও জড় প্রকৃতির সঙ্গে একসাথে মিলেছে । ‘সুখ’‘জ্যোৎস্নারাত্রে ’‘প্রেমের অভিষেক ’ , ‘সন্ধ্যা’, ‘পূর্ণিমা’ ‘উর্বশী , ‘সান্ত্বনা’, ‘দিনশেষে’ ‘বিজয়ানী’ ‘প্রস্তরমূর্তি’ ‘নারীর দান’ ‘রাত্রে ও প্রভাতে’ ‘প্রৌঢ়’ ও ‘ধূলি’।

ü£L¢a

গুচ্ছে পড়ে ‘এবার ফিরাও মোরে’ ‘মৃত্যুর পরে’ , ‘সাধনা’ , ‘শীতে ও বসন্তে’ , ‘নগর সঙ্গীত’ ‘স্বর্গ হইতে বিদায়’ "Nqnœ', "j l£¢QL¡' "1400 p¡m' J "cl¡L¡r¡'z

A¿k¡j£

গুচ্ছে পড়ে ‘চিত্রা’, ‘অর্ন্তযামী’ ‘উৎসব’ ।

জীবনদেবতা

গুচ্ছে পড়ে ‘আবেদন’ ‘শেষ উপহার’ ‘জীবনদেবতা’ ‘নীরব তন্ত্রী ও ‘সিন্ধুপারে’।

...l¦afZ ab£ J j¿hÉ

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘চিত্রা’ কাব্যের প্রকাশ কাল ১১ মার্চ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ (২৯ শে ফাল্গুন -1302 h‰¡ë)

২) চিত্রা গ্রন্থটি কাউকে উৎসর্গ করা হয়নি ।

৩) ‘চিত্রা’ কাব্যের অন্তর্গত ‘সুখ’ কবিতাটি প্রথমে ‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয় । পরে ‘চিত্রা’ কাব্যে গৃহীত হয় । "pM' L¢haটি নিয়েই ‘চিত্রা’ কাব্যের কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫ ।

৪) ‘‘ কাব্যকলার ক্রমবিকাশের পথে চিত্রা হল সেই উচ্চভূমি যেখানে সমস্ত পথ , একটা স্থিরত্ব ও সংহতি লাভ করেছে , যেখানে উচ্চতা পূর্ণতা ও বিরাম , এবং যেখান থেকে দেখা যায় যে পথ বহুদূরে অনন্তে গিয়ে মিশেছে । চিত্রাতেই সর্বপ্রথম বোঝা গেল যে কবির ব্যাক্তিত্ব গতিশীল এবং একটা পরিনতির মুখে ধাবমান’’। (ক্ষুদিরাম দাস । রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়)

৫) ‘জগতে বিচিত্ররূপিনী আর অন্তরে একাকিনী কবির কাছে এ দুই-ই সত্য , আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরনী যেমন সত্য । এই দুই সত্য একত্র হয়েছে চিত্রা কাব্যে । [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

6) "‘চিত্রাতে কবির প্রতিভা ও ব্যাক্তিত্ব বৃক্ষ -- জীবনের মত দুইদিকে প্রসার লাভ করিতেছে একদিকে তাহা আপন ব্যাক্তিত্বের নব নব দ্বার উন্মোচন করিতেছে , অপরদিকে বিশ্বকে নানা দিক হইতে সমাজ , রাজনীতি , সৌন্দর্যতত্ত্ব -- নানাভাবে আয়ত্ত করিতে চাহিতেছে ’’।

(fjbe¡b ¢hn£ lh%cL¡hÉ fh¡q)

৭) ‘‘ধর্মশাস্ত্রে যাঁহাকে ঈশ্বর বলে তিনি বিশ্ব লোকের আমি তাঁহার কথা বলি নাই ; তিনি বিশেষ রূপে আমার , অনাদি অনন্তকাল একমাত্র আমার , আমার সমস্ত জগৎ সংসারে সম্পূর্ণরূপে যাঁহার দ্বারা আচ্ছন্ন , যিনি আমার অন্তরে এবং যঁহার অন্তরে আমি, যাহাকে ছাড়া আমি কাহাকেও ভালোবাসিতে পারি না , যিনি ছাড়া আর কেহ এবং কিছুই আমাকে আনন্দ দিতে পারে না । চিত্রা কাব্যে তাঁহারই কথা আছে ।

(প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের অংশবিশেষ)

৮) ‘‘সমস্ত ভালোবাসা সমস্ত সৌন্দর্য আমি যাঁহাকে খন্ড খন্ড ভাবে স্পর্শ করিতেছি যিনি বাহিরে নানা এবং অন্তরে এক , যিনি ব্যাপ্তভাবে সুখদুঃখ অশ্রুহাসি এবং গভীরভাবে আনন্দ, চিত্রা গ্রন্থে আমি তাঁহাকেই বিচিত্রভাবে বন্দনা ও বর্ণনা L¢lu¡¢R''z

(প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পাত্রের অংশবিশেষ)

৯) ‘‘যে অমূর্ত নিরাকার ভাবময় সৌন্দর্য সমস্ত আকারের মধ্যে , মূর্তির মধ্যে, বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে প্রতিফলিত -f¢a i¡a f.তিস্ফূর্ত হইতেছেন তাঁহারই বন্দনা এই চিত্রা কবিতা ’’---

(চারূচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় --l¢hln¢)

১০) গ্রন্থাগারে প্রকাশের পূর্বে ‘চিত্রা’ কাব্যের ১৫ টি কবিতার মধ্যে সাধনাতেই প্রকাশিত হয় ১৪ টি । একটিমাত্র কবিতা ‘স্নেহস্মৃতি ভারতী ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ।

teachinns Text with Technology

১. ‘চিত্রা’ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত ও বর্জিত সমস্ত কবিতার নাম, রচনাকাল, ও রচনাস্থান পত্রিকায় প্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশকাল প্রকাশস্থান দেওয়া হল-

œ²jL	Lha¡le¡j	lQe¡L¡m	lQe¡Ü¡e	f¢œL¡u fL¡n	f¢œL¡u fL¡n L¡m
1.	¢Qœ¡	18 ANq¡uZ1302	p¡S¡cfl (?)	---	---
2.	pM	13 °Qœ, 1299	রামপুর বোয়ালিয়া	p¡de¡	B¢ne-L¡¢aL 1300
3.	জ্যোৎস্না রাত্রে	l¡¢œ, 5-6 j¡0 1300	---	p¡de¡	°SÉù,1302
4.	প্রেমের অভিষেক	14 j¡0, 1300	জোড়াসাঁকো	p¡de¡	g¡0Ne, 1300
5.	påÉ¡	9 g¡0Ne, påÉ¡ 1300	f¢apl	p¡de¡	j¡01300
6.	Hh¡l ¢gl¡J মোরে	23 g¡0Ne 1300	রামপুর বোয়ালিয়া	p¡de¡	°Qœ, 1300
7.	স্নেহস্মৃতি	বর্ষশেষ ১৩০০	জোড়াসাঁকো	i¡la£	L¡¢aL,1302
8.	নববর্ষে	ehho 1301	জোড়াসাঁকো	p¡de¡	°hn¡M, 1301
9.	cxpju	5 °hn¡M 1301	জোড়াসাঁকো	----	----
10.	মৃত্যুরপরে	5 °hn¡M 1301	জোড়াসাঁকো	p¡de¡	°SÉù,1302
11.	hÉ¡0¡a	°SÉù 1302	জোড়াসাঁকো	----	----
12.	A¿k¡j£	i¡â 1301	¢nm¡Ccq	p¡de¡	B¢ne-L¡¢aL,1300
13.	p¡de¡	4 L¡¢aL 1301	শান্তিনিকেতন	p¡de¡	ANq¡uZ, 1301
14.	শীতে ও বসন্তে	18 Bo¡t 1302	সাজাদপুরের কুঠিবাড়ি	p¡de¡	n¡hZ, 1302
15.	eNlpwN£a	---	---	p¡de¡	i¡â-L¡¢aL, 1302
16.	f¢Zj¡	16 ANq¡uZ, 1302	¢nm¡Ccq (বোটেরমধ্যে)	---	---
17.	আবেদন	22ANq¡uZ 1302	জলপথে (শিলাইদহ-অভিমুখে)	---	---

18.	Ehnt	23ANq¡uZ 1302	জলপথে (শিলাইদহ-অভিমুখে)	---	---
19.	স্বর্গহইতে বিদায়	24ANq¡uZ 1302	tnm¡Ccq	---	---
20.	tদনশেষে	28ANq¡uZ 1302	tnm¡Ccq	---	---
21.	p¡¿e¡	29ANq¡uZ 1302	tnm¡Ccq	---	---
22.	শেষ উপহার	১ পৌষ ১৩০২	tnm¡Ccq	---	---
23.	thStuet	1 j¡0 1302	---	---	---
24.	Nq-nœ	15 j¡0 1302	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
25.	j l£tQL¡	16 j¡0 1302	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
26.	Evph	22 j¡0 1302	জোড়াসাঁকো	---	---
27.	fÙIjta	24 j¡0 1302	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
28.	e¡l£lc¡e	25 j¡0 1302	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
29.	জীবনদেবতা	29 j¡0 1302	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
30.	রাত্রে ও প্রভাতে	1 g¡0Ne 1302	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
31.	1400 p¡m	2 g¡0Ne 1302	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
32.	e£lh a¿t	4 g¡0Ne 1302	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
33.	cl¡L¡´r¡	4 g¡0Ne 1302	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
34.	প্রৌঢ়	7 g¡0Ne 1302	LmL¡a¡	---	---
35.	dtm	15 g¡0Ne 1302	LmL¡a¡	---	---
36.	tসন্ধুপারে	20 g¡0Ne 1302	জোড়াসাঁকো	---	---
37.	thL¡n	12 °S£ù, 1301	---	---	---
38.	thØju	13 °S£ù, 1301	---	---	---
39.	h¼ce¡	12 °S£ù, 1301	---	---	---

40.	মনেরকথা	12 °SÉù, 1301	---	---	---
41.	আত্মোৎসর্গ	12 °SÉù, 1301	---	---	---
42.	A‡a‡b	12 B‡ne, 1302	---	---	---
43.	cC ‡hO¡ S‡j	31 °SÉù, 1302	---	p¡de¡	Bo¡t, 1302
44.	f l¡ae i aÉ	12 g¡ÕNe, 1301	‡nm¡Ccq	p¡de¡	°Qœ, 1301
45.	h¡þe	7g¡ÕNe, 1301	‡nm¡Ccq	---	g¡ÕNe, 1301
46.	ehS‡he	13B‡ne, 1302	---	---	---
47.	j¡ehp¿	14B‡ne, 1302	---	---	---
48.	i N	26 i¡â , 1302	---	---	---

1.2 feÕQ (1932)

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে ‘পুনশ্চ’ (১৯৩২) ভিন্ন ধরনের কাব্যগ্রন্থ । ‘পুনশ্চ’ এই নামকরনের মধ্যে একটা আলাদা অর্থের ইঙ্গিত আছে তা হল পুনরায় নতুন করে আরম্ভ করা ‘পরিশেষ’ কাব্যগ্রন্থের পর ‘পুনশ্চ’র Ba‡fL¡n z ‘পরিশেষ’ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনের ইতি ঘোষনা করতে চেয়েছিলেন । ভেবেছিলেন কবিকর্ম থেকে অবসর নেবেন ।নৈরাশ্য ও হতাশা গ্রাস করেছিল এ সময় কবিকে, কিন্তু সেই নৈরাশ্যের কূলে দঁড়িয়েই কবি আবিষ্কার করেছিলেন নিজেকে, কবি যদিও খ্যাতি অখ্যাতির প্রশ্ন তুলেছেন , পুরাতন দিনের এবং নূতন দিনের কবিমানসের মধ্যে একটা সেতু সথাপন করে, নতুন পালা শুরু করেছেন । এই নতুন পালার কাব্যের নাম হল ‘পুনশ্চ’ । এই কাব্যের ‘নতুন কাল’ কবিতায় কৈফিয়ৎ দিয়ে লিখেছেন,

।। ‘‘তাই ফিরে আসতে হল’ আর একবার ।
দিনের শেষে নতুন পালা আবার করেছি শুরু
তোমারি মুখ চেয়ে,
ভালোবাসার দোহাই মেনে’’। ।।

একেবারে নতুন কালের ভাবনাকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করলেন ।

জন্ম রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ কল্পনাবিলাসের জাল ছিন্ন করে একদা ‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতায় মর্ত্যমানবের কাছে ফিরতে চেয়েছিলেন । কিন্তু তা ছিল ক্ষনিকের আবেদন, রবীন্দ্রনাথের দুঃখবিলাস মাত্র, কিন্তু পুনশ্চ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ সাধারন মানুষের আনন্দ বেদনাকে কাব্যের বিষয়ীভূত করতে চেয়েছেন । এখানে সাধারনের মধ্যে অসাধারনকে দেখার আগ্রহ মানুষকে অতিক্রম করে ইতর প্রানী, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তিনি দেশব্যাপী অস্পৃশ্যতা দূরীকরনের তীব্র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মানব প্রেমের মন্ত্র নিয়ে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন এই কাব্যে ।

যারা এতদিন ছিল বঞ্চিত, অবহেলিত তারাই তাঁর কবিতার কেন্দ্রে এসে দাঁড়াল। সমাজের অবহেলিত নরীদের বেদনাকে ভাষা দিলেন ‘সাধারন মেয়ে’ র প্রেমে, ‘বাঁশি’ কবিতায়। ‘ক্যামেলিয়া’ র সাঁওতাল রমনী, মা- মরা ‘ছেলেটা’ কবির clc¢ সহানুভূতিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ।

‘প্রথমপূজা’ ‘স্নান সমাপন’ ‘প্রেমের সোনা’ ‘শিশুতীর্থ’ ইত্যাদি কবিতার মধ্য দিয়ে মানবতার জয় ঘোষনা করলেন । জাতি dj -বর্ন নির্বিশেষে মানুষকে তিনি মহত্ত্বে উন্নীত করেছেন ।

সর্বোপরি ‘পুনশ্চ’ সবার আগে দৃষ্টি আকর্ষন করে তার আঙ্গিক চেতনায় । রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার প্রথম প্রয়াসের পরিচয় আছে ‘লিপিকা’র প্রথম অংশে । পুনশ্চে তিনি সার্থক ভাবেই গদ্য কবিতার জন্ম দিলেন । এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য ।----

‘‘ পুনশ্চের গদ্য কবিতা গুলিতে রেখার যে সূক্ষ্মতা ও ভাবের যে বলিষ্ঠতা প্রস্ফুটিত তাহা পদ্য কবিতায় হইলে ছন্দের তরঙ্গে ও বাচনের বর্নচ্ছত্রাবলীতে নিশ্চয়ই অনেকটা খর্ব ও শ্লথ হইয়া পড়িত ।’’

[বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৪র্থ খন্ড ডঃ সুকুমার সেন]

পদ্যের বৃত্তবন্ধন ও অন্ত্যমিল পরিত্যাগ করে গদ্যের মধ্যে কবিতার স্বাদ সঞ্চার করলেন । ফলে কবিতা হয়ে উঠল গদ্য Lthaj z

‘পুনশ্চ’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম গদ্য কবিতার সংকলন । কাব্যটি আশ্বিন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় । প্রথম প্রকাশকালে কবিতা সংখ্যা ছিল ৩৭ টি । প্রথম সংস্করন প্রকাশিত হয় ফাল্গুন , ১৩৪০ । এই সংস্করনে পূর্ববর্তী ‘পরিশেষ’ কাব্যগ্রন্থের ছয়টি কবিতা ----

১. খেলনার মুক্তি ২. পত্রলেখা ৩. খ্যাতি ৪. বাঁশি ৫. উন্নতি ৬. i£l¦ Hhw pjatV eae Lthaj
১. তীর্থযাত্রী ২. চিরকালের বানী ৩. শুচি ৪. রঙরেজিনি ৫. মুক্তি ৬. প্রেমের সোনা ও ‘স্নান সমাপন’
সব মিলিয়ে মোট তেরটি (১৩) কবিতা যুক্ত হয় । অর্থাৎ প্রথম সংস্করনে পুনশ্চের কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ টি । এই ৫০ টি কবিতার মধ্যে ১৮টি কবিতা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ।

- রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যকবিতা সংকলন ‘পুনশ্চ’ গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় আশ্বিন, ১৩৩৯ বঙ্গব্দে (১৯৩২) খ্রীষ্টাব্দে ।
- প্রকাশক জগদানন্দ রায় । বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত । মুদ্রন সংখ্যা ১১০০
- ‘পুনশ্চ’ কাব্যের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই ।
- "feÖQ' LjhÉN¿tV lিন্দ্রনাথ কনিষ্টা কন্যা মীরা ও নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্র নীতিন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ওরফে ‘নীতু’ কে উৎসর্গ করেন ।
- প্রথম প্রকাশকালে কবিতা সংখ্যা ছিল ৩৭ টি ।
- দ্বিতীয় সংস্করনে ‘পরিশেষ’ কাব্যগ্রন্থের ছয়টি কবিতা এবং নতুন লেখা ৭টি কবিতা মোট ১৩টি কবিতা যুক্ত হয়ে Lthaj pwMÉj cjsju 50 tVz
- ‘পুনশ্চ’ কাব্যের ৫০ টি কবিতার মধ্যে ১৮ টি কবিতা গ্রন্থভুক্তির পূর্বেই বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ।
- ‘শিশুতীর্থ’ কবিতাটি পত্রিকায় প্রকাশকালে নাম ছিল ‘সনাতনম’ - Hej Býl Eajc£ p£jv feehx ; kjl Ab -- CteC pejae, CteC Ac£ feeh z

- ‘পুনশ্চ’ কাব্যের শিশুতীর্থ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের নিজেরই লেখা (‘The Child’) e¡jL lQe¡ teSLa h‰¡ehic z
- ‘সঞ্চয়িতা’ গ্রন্থে ‘পুনশ্চ’ কাব্যের ৭ টি কবিতা গৃহীত হয়েছে ।----
  ১) পুকুর ধারে ২) ক্যামেলিয়া ৩) ছেলেটা ৪) সাধারন মেয়ে
  ৫) খোয়াই ৬) শেষ চিঠি এবং ৭) ছুটির আয়োজন
- রবীন্দ্রনাথের ‘পুনশ্চ’ কাব্যের মোট ৫০ টি কবিতার মধ্যে শান্তিনিকেতনে বসে লিখেছেন ৪৭ টি কবিতা , কলকাতায় একটি ‘চিররূপের বানী’ এবং বরানগরে বসে লেখেন দুটি --- ‘রঙরেজিনি’ ও ‘স্নান সমাপন’।

‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত সমস্ত কবিতারনাম, রচনাকাল, ও রচনাস্থান পত্রিকায় প্রকাশকাল, দেওয়া হল ---

œ¢jL	Lthaj¡le¡j	lQe¡L¡m	lQe¡Ù¡e	f¢œL¡u fL¡n	f¢œL¡u fL¡nL¡m
1.	কোপাই	1 i¡â,1339	শান্তিনিকেতন	---	---
2.	e¡VL	9 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
3.	eaeL¡m	1 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
4.	খোয়াই	30 nhe, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
5.	fœ	10 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
6.	fLl-ধারে	25 °hn¡M,1339	শান্তিনিকেতন	¢h¢Qœ¡	B¢ne, 1339
7.	Afl¡d£	7 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
8.	g¡L	11 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
9.	h¡p¡	3 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
10.	দেখা	4 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
11.	p¾cl	7 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
12.	শেষ দান	5 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
13.	কোমলগান্ধার	13 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
14.	বিচ্ছেদ	7 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
15.	Øj¢a	7 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---

16.	ছেলেটা	28 nj¡he, 1339	শান্তিনিকেতন	f¢lQu	Lj¢aL, 1339
17.	pqkj¡œ£	1 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
18.	বিশ্বশোক	11 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
19.	শেষ চিঠি	31 nj¡he, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
20.	hj¡mL	2 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
21.	ছেড়া কাগজের ঝুড়ি	28 nj¡he, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
22.	কীটেরসংসার	28 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
23.	ক্যামেলিয়া	27 nj¡he, 1339	শান্তিনিকেতন	¢h¢Qœ¡	Lj¢aL, 1339
24.	nj¢mM	21 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
25.	সাধারণ মেয়ে	29 nj¡he, 1339	শান্তিনিকেতন	f¡hj¡p£	Lj¢aL, 1339
26.	একজন লোক	17 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
27.	খেলনার মুক্তি	13 Bo¡t, 1339	শান্তিনিকেতন		
28.	পত্রলেখা	14 Bo¡t, 1339	শান্তিনিকেতন		
29.	ME¡¢a	24 Bo¡t, 1339	শান্তিনিকেতন		
30.	hj¢n	25 Bo¡t, 1339	শান্তিনিকেতন		
31.	E£¢a	26 Bo¡t, 1339	শান্তিনিকেতন		
32.	i£l¦	5 nj¡hZ, 1339	শান্তিনিকেতন	f¡hj¡p£	i¡â, 1309
33.	a£bkj¡œ£	j¡0, 1339	কলকাতায়শান্তিনিকেতন	f¢lQu	j¡0, 1339
34.	চিররূপেরবাণী	৩ পৌষ, ১৩৩৯ / ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৩২	LmLj¡aju	f¢lQu	j¡0, 1339
35.	ö¢Q	1 ANqjuZ, 1339 ১৭ নভেম্বর, ১৯৩২	শান্তিনিকেতন	f¡hj¡p£	পৌষ, ১৩৩৯
36.	রঙরেজিনি	25 ANqjuZ,1339	hl¡eNl (fn¡¿Q¾c jqmje¢hn- Hl Nq)	f¡hj¡p£	°Qœ,1339

37.	j¢š²	14 j¡0, 1339	শান্তিনিকেতন	¢h¢Qœ¡	g¡0Ne, 1339
38.	প্রেমের সোনা	২৪ পৌষ, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	f h¡p£	g¡0Ne, 1339
39.	p¡epj¡fe	15 g¡0Ne, 1339	নেত্রকোণা (বরানগর)	¢h¢Qœ¡	°Qœ,1339
40.	fbj fS¡	28 n¡hZ, 1339	শান্তিনিকেতন	f h¡p£	B¢ne, 1339
41.	অস্থানে	23 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
42.	0IR¡S¡	17 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
43.	ছুটিরআয়োজন	17 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	¢h¢Qœ¡	B¢ne, 1339
44.	j a£	26 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
45.	j¡ehfœ	n¡hZ, 1339	শান্তিনিকেতন	f h¡p£	i¡â, 1339
46.	¢nöa£b	n¡hZ, 1338	শান্তিনিকেতন	¢h¢Qœ¡	i¡â, 1338
47.	শাপমোচন	পৌষ, ১৩৩৮	শান্তিনিকেতন	¢h¢Qœ¡	j¡0, 1338
48.	R¢V	31 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	L¢ha¡	পৌষ, ১৩৪২
49.	গানেরবাসা	31 i¡â, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---
50.	fum¡ B¢ne	1 B¢ne, 1339	শান্তিনিকেতন	---	---

1.3 ehS¡aL (1940)

রবীন্দ্রনাথের ‘নবজাতক’ কাব্যগ্রন্থটি ভাবের দিক থেকে কবির কাব্যগ্রন্থলেখনীর বৈশিষ্ট্যগুলি অতিক্রম না করলেও , ভাষা ভঙ্গি আরো কিছু বিষয়ে কবির নূতন পরীক্ষার পরিচয় বহন করছে । রচনাকাল , বিষয় ও মেজাজ অনুসারে নবজাতকের কবিতাগুলি বৈচিত্রপূর্ণ । এখানে কবিভাবনার স্বতন্ত্রতা হল জগৎ ও জীবনকে আর্থ-সামাজিক ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে নতুন করে আবিষ্কার । স্বার্থলোলুপ জাতির দ্বারা বিধ্বস্ত মানব সভ্যতার জন্য কবির সহানুভূতি , স্বদেশের প্রতি কবির তীব্র বেদনামিশ্রিত ভালোবাসা , বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে প্রকৃতির নিষ্পেষন ও ধ্বংস ঘটে চলেছে সে বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ অভ্রান্ত ইঙ্গিত দিয়েছেন ।

‘‘ এ ইতিহাসের শেষ অধ্যায়তলে
রূদ্রের বানী দিক দাঁড় টানি
প্রলয়ের রোষানলে’’।

তিনি তো জীবনের কবি, তাই তিনি আশা ছাড়েন না ---

"" Badj¡l¡l HC f¡be¡ öe
শ্যামবনবীথি পাখিদের গীতি
p¡bL qm fex ''

কায়মনোবাক্যে কবি প্রার্থনা করেছেন , পৃথিবীব্যাপী মানবআর দুঃখ দুর্দশার অবসান হোক । নবজাতকের কবিতা সংখ্যা পঁয়ত্রিশ (৩৫) । একটি ১৯৩২ সালে একটি ১৯৩৫ সালে । দুইটি ১৯৩৭ সালে দশটি ১৯৩৮ সালে সাতটি ১৯৩৯ সালে , p¡aÑ 1৯৪০ সালে লেখা ।সাতটির রচনাকালের উল্লেখ নেই ।

নবজাতক কাব্যের পটভূমিতে কবি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বর্বর লোলুপতা দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার , দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল । ‘বুদ্ধভক্তি’ ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নামক কবিতাগুলিতে কবির সেই উষ্মা প্রকাশিত । ‘প্রায়শ্চিত্ত’ কবিতাটিতে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ভন্ডামি উদঘাটন করেছেন ।

Text with Technology

‘‘উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ আলো ----
নিম্নে নিবিড় অতি বর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে ---
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুন সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন ।
dl¡l hr ¢Qlu¡ QmL
¢h‘¡e£ q¡s¢Nm¡ z

১৩৪০ এর বিহার ভূমিকম্পের বিভীষিকা, ও বিশ্বভারতীর অধ্যাপক কবি বন্ধু মৌলানা জিয়াউদ্দীনের মৃত্যু কবিকে এমনভাবে পেয়েছিল যে প্রচীন কাব্যধারার পরিবর্তে নতুন ধারা এল ‘নবজাতক’ ।করিমনের ভূমিতে ফললো মননঋদ্ধ পৌঢ় ঋতুর ফসল । চারিদিকে সারাক্ষন অপূর্ণ শক্তির অপব্যায় ও বিকৃতি দেখেও মানব - জীবনের শাশ্বত মহিমায় বিশ্বাস হারাননি । তার প্রতিফলন ঘটেছে পরিনত বয়সের কাব্য ‘নবজাতক’ ও --

‘‘যত কিছু খন্ড নিয়ে অখন্ডের দেখেছি তেমনি,
জীবনের শেষ বাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি’’।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘নবজাতক’ কাব্যগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ (ইংরেজী মে 1940 MÖøjë)
- বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত । প্রকাশক কিশোরী মোহন সাঁতরা।
- ‘নবজাতক’ কব্যের কবিতাগুলি অমিয় চক্রবর্ত্তীর দ্বারা নির্বাচিত।
- ‘নবজাতক’ কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ কউকে উৎসর্গ করেননি।
- নবজাতক কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে ২১ টি ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছিল ।
- ‘‘এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল। বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এরা উদাসীন। ভিতরের দিকের মননজাত অভিঙ্গতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তা হলে ব্যর্থ হবে পরিনত বয়সের প্রেরনা।’’
  (Ih%ceib WiLI --- নবজাতকের ভূমিকা)
- eij Lthaj¢VC "ehSjaL' LjhÉ গ্রন্থের প্রথম কবিতা এবং ‘শেষ কথা’ এই কাব্যের শেষ কবিতা।

৩. ১. ‘নবজাতক’ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত সমস্ত কবিতার নাম, রচনাকাল, ও রচনাস্থান পত্রিকায় প্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশকাল প্রকাশস্থান দেওয়া হল-

œ²¢jL	L¢ha¡le¡j	lQe¡L¡m	lQe¡Ù¡e	f¢œL¡u fL¡n	f¢œL¡u fL¡nL¡m
1.	ehS¡aL	19 BNØV, 1938	শান্তিনিকেতন	f¡Wn¡m¡	L¡¢aL, 1345
2.	উদ্‌বোধন	25 °hn¡M, 1345	L¡¢mÇfw	nacm/fh¡p£	°Sù, 1347
3.	শেষদৃষ্টি	12 S¡eu¡¢l, 1940	সেঁজুতি (শান্তিনিকেতন)	----	----
4.	f¡u¢Q š	17 B¢ne, 1345 ¢hSu¡cnj£	Ecue (শান্তিনিকেতন)	fh¡p£	ANq¡uZ, 1345
5.	hÙ i¢š²	7 S¡eu¡¢l, 1938	শান্তিনিকেতন	f¢lQu	g¡ÔNe, 1388
6.	কেন	১২ অক্টোবর, ১৯৩৮	শান্তিনিকেতন	fh¡p£	°hn¡M, 1386
7.	¢q¾cÙ¡e	19 H¢fm, 1937	শান্তিনিকেতন	fh¡p£	পৌষ, ১৩৪৪
8.	l¡Sfae¡	22°SùÉ,1345	jwf	fh¡p£	j¡O,1345
9.	i¡NÉl¡SÉ	16 j, 1937	আলমোড়া	f¢lQu	n¡hZ, 1344
10.	i¢jLÇf	6°Qœ, 1340	-----	e¡QOl	30 °Qœ,1340
11.	f r£j¡eh	25g¡ÔNe,1338	-----	¢h¢Qœ	°SÉù,1339
12.	Bqh¡e	1H¢fm,1939	জোঁড়াসাঁকো, (L¢mL¡a¡)	----	----
13.	রাতের গাড়ি	28j¡Q, 1940	Ecue, (শান্তিনিকেতন)	Sun£	°SÉù, 1347
14.	মৌলানা জিয়াউদ্দিন	8Sm¡C,1938	শান্তিনিকেতন	fh¡p£	n¡hZ, 1345
15.	AØfø	27j¡Q ,1940	Ecue (শান্তিনিকেতন)	----	----
16.	এপারে-ওপারে	20 °hn¡M,1346	fl£	fh¡p£	n¡hZ,1346
17.	মংপু পাহাড়ে	10Se,1938	jwf	f¢lQu	n¡hZ, 1345
18.	ইস্‌টেশনে	7Sm¡C ,1938	শান্তিনিকেতন	L¢ha¡	B¢ne,1345
19.	Sh¡h¢c¢q	28 j¡Q,1940	Ecue (শান্তিনিকেতন)	fh¡p£	°hn¡M,1347
20.	সাড়ে নটা	8Se,1939	jwf	----	----

21.	fhjpt	9°hnjM,1346	fl	fhjpt	°SùE,1346
22.	Setce	25 °hnjM,1346	fl	fhjpt	Bojt,1346
23.	fn	৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৮	nEjjmt (শান্তিনিকেতন)	----	----
24.	রোম্যান্টিক	----	----	Lthaj	পৌষ, ১৩৪৬
25.	LEjätu ejQ	°SEù, 1344	আলমোড়া	fhjpt	njhZ,1344
26.	AhtSa	5Se,1935	পদ্মবোট (Q%ceeNl)	fhjpt	njhZ,1342
27.	শেষ হিসাব	৩ডিসেম্বর, ১৯৩৮ পুনর্লিখন, 7 SmjC 1939 20-২২ মে, ১৯৩৭	শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন	Lthaj ----	Btne,1346 ----
28.	pätj		------	-----	----
29.	Sudte	২৬ নভেম্বর, ১৯৩৯	nEjjmt, (শান্তিনিকেতন)	fhjpt	পৌষ, ১৩৪৬
30.	fSjfta	10jjQ, 1939	nEjjmt (শান্তিনিকেতন)	fhjpt	°hnjM, 1346
31.	fhtZ	----	----	fhjpt	পৌষ, ১৩৪৫
32.	ljœ	26 SmjC, 1939	feQ (শান্তিনিকেতন)	fhjpt	jjO, 1346
33.	শেষবেলা	11 Sjeujtl, 1940	শান্তিনিকেতন	-----	----
34.	ltf-thltf	28 Sjeujtl, 1940	Ectt (শান্তিনিকেতন)	----	----
35.	শেষকথা	4 Htfm, 1940	Ecue (শান্তিনিকেতন)	----	----

Ih£¾c L¡hÉ
¢Qœ¡

১) ‘চিত্রা’ কাব্যের প্রকাশকাল -
ক) ২৯শে ফাল্গুন, hdh¡l 1302 খ) ২২শে শ্রাবণ, সোমবার ১৩০১
গ) ২৩শে চৈত্র, öœ²h¡l 1300 ঘ) ৩০শে মাঘ, n¢eh¡l 1296

২) ‘তরী হতে সম্মুখেতে দেখি দুই পার
স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্মল বিস্তার’-
কোন কবিতার চরন -
ক) জ্যোৎস্নারাত্রে খ) প্রেমের অভিষেক
N) ¢Qœ¡ 0) pM

৩) তালিকা দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি
¢Q¢q²a Ll¦e :-

fbj a¡¢mL¡	¢àa£u a¡¢mL¡
a) মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে	i) ¢Qœ¡
b) কাননের/প্রস্ফুট ফুলের মতো, শিশু আননের q¡¢pl jae	ii) jM
c) তোমার চরনপ্রান্তে রাখি তপ্তশির নিঃশব্দ ফেলিতে চাহে রুদ্ধ অশ্রুনীর হে মৌনরজনী	iii) জ্যোৎস্নারাত্রে
d) সমস্ত জগৎ/বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, e¡¢q f¡u পথ সে অন্তর অন্তঃপুরে	iv) প্রেমের অভিষেক

সংকেত

	a	b	c	d
L)	iv	iii	ii	i
M)	iii	ii	i	iv
N)	i	ii	iii	iv
0)	ii	i	iv	iii

৪) ‘চিত্রা’ কাব্যের ‘উর্বশী’ কবিতার পরিপূরক কবিতা হল
L) f¢ej¡ খ) নিরুদ্দেশ যাত্রা
গ) নিবেদন 0) ¢hS¢ue£

৫) ‘যার ভয়ে তুমি ভীত যে অন্যায় ভীরু তোমার চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনই সে পলাইবে ধেয়ে;
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথ কুক্কুরের মতো সংকোচ মত্রাসে যাবে মিশে’’
পংক্তি কয়টি যে কবিতার অর্ন্তগত -
ক) প্রেমের অভিষেক খ) জ্যোৎস্নারাত্রে
গ) এবার ফিরাও মোরে ঘ) স্নেহস্মৃতি

teachinns Text with Technology

6) "ü¡bjN যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে সে তখনো শেখেনি বাঁচিতে -
পংক্তি কয়টি যে কবিতার অর্ন্তগত

ক) এবার ফিরাও মোরে
খ) জীবন দেবতা
N) fl¡ae iaÉ
ঘ) প্রেমের অভিষেক

৭) 'এখানে ও তুমি জীবনদেবতা'- যে কবিতার পংক্তি-

ক) জীবনদেবতা
M) A¿kj¡É
গ) সিন্ধুপারে
O) ¢eরুদ্দেশ যাত্রা

teachinns
Text with Technology

Answers

Question No.	Answwer
1	L
2	O
3	N
4	N
5	N
6	L
7	N

teachinns
Text with Technology

feÕQ

১) ‘পুনশ্চ’ কাব্যের প্রথম কবিতা হল
ক) শপমোচন M) fbj fS¡
গ) কোপাই ঘ) খোয়াই

2) feÕQ কাব্যের শেষ কবিতা হল
ক) শেষ চিঠি খ) শেষদান
N) p¡e pj¡fe O) fum¡ Bt¢ne

৩) ‘তাদের সহ্য করে স্বীকার করে না
বিশুদ্ধ তার আভিজাতিক ছন্দে’- কোন কবিতার লাইন -
L) e¡VL M) eae L¡m
গ) কোপাই ঘ) খোয়াই

৪) ‘ক্যামেলিয়া’ কবিতার ক্যামেলিয়া ফলটি কথক যাকে উপহার দিতে চেয়েছিলেন -
L) Ljm¡ M) aeL¡
গ) মোহনলাল O) p¡Ja¡m lje£

৫) ‘ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি কবিতায় সুনৃতার বোনের নাম
L) pÙSa¡ M) pe£a¡
N) nÙja¡ O) pÙha¡

৬) ‘পুনশ্চ’ কাব্যের কবিতা ও কবিতার পংক্তি যথাক্রমে ১ম ও ২য় স্তম্ভে প্রদত্ত হল। উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো -

1j Ùñ	2u Ùñ
a) সাধারন মেয়ে	i) লিখি যে কী কথা নিয়ে কিছুতেই ভেবে পাই না
b) খেলনার মুক্তি	ii) বরকেও নিয়ে দেবে পাড়ি ।
c) পত্রলেখা	iii) আজ বাদে কাল হত ধুলো/আজ হোক ছাই
d) MÉ¡Ùa	iv) Bjl¡ বিকিয়ে যাই মরীচিকার মাঝে।

সংকেত

	a	b	c	d
L)	ii	iv	iii	i
M)	iv	ii	i	iii
N)	iii	i	iv	ii
O)	ii	ii	iv	i

৭) ‘সাধারণ মেয়ে কবিতায় যাকে সাধারণ মেয়ের জীবনকাহিনী নিয়ে গল্প লেখার অনুরোধ করা হয়েছে -
L) lh£¾ce¡b W¡LI খ) শরৎচন্দ্র চ–¡f¡dÉ¡u
N) f¡ াতকুমার মুখ্যোপাধ্যায় ঘ) মানিক বন্দোপাধ্যায়

8) "" ‘ানগরিমা ও বয়সের ভারে মন্থর অধ্যাপককে ঠেলে দিয়ে চলে চটুলগতি বিদ্যার্থী যুবক’’-
L) ja£ M) ¢nöa£b
N) OIR¡s¡ O) j¡ehfœ

৯) নিখিলের সব ভাষা / মিলে গেছে অখন্ড সংগীতে - কোন কবিতার লাইন -
L) i£I¦ M) h¡¢n
N) Eæ¢a O) M£¡¢a

১০) ‘পুনশ্চ’ কাব্যের যে কবিতায় ‘কিনু গোয়ালার গলি’র কথা আছে
ক) কীটের সংসার M) h¡p¡
N) h¡¢n ঘ) সানের বাসা

১১) ‘স্নান সমাপন’ কবিতায় যার আলিঙ্গনে গুরু রামানন্দের শুচি স্নান সম্পন্ন হয়েছিল-
L) iSq¢I M) iSe
N) Lh£I O) I¢hc¡p

12) ‘ভয় নেই ভাই মানবকে মহান বলে জেনো’-কোন কবিতার লাইন -
L) j¡ehfœ M) ja£
N) OIR¡s¡ O) ¢nöa£b

teachinns
Text with Technology

Answer

Question No.	Answer
1	N
2	M
3	M
4	L
5	N
6	M
7	M
8	M
9	L
10	N
11	M
12	O

teachinns
Text with Technology

ehS¡aL

১) ‘নবজাতক’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি নির্বাচন করেন

L) Ahe£%ce¡b W¡LI M) pd£%ce¡b W¡LI
N) fn¡¿Q%c jqm¡eh£n O) A¢ju Qœ²ha£

২) ‘নবজাতক’ কাব্যগ্রন্থের ‘নবজাতক’ কবিতায় কোন তারা/নক্ষত্রের কথা আছে -

L) dha¡I¡ M) öLa¡I¡
N) ü¡a£ ঘ) রোহিনী

3) "ehজাতক কাব্যের,শেষ দৃষ্টি’ কবিতায় কোন বেলার উল্লেখ আছে -

ক) গ্রীষ্মবেলা M) pÅÉ¡
গ) ফাল্গুন বেলা ঘ) কোনটিই নয়

৪) নবজাতক কাব্যগ্রন্থের ‘প্রায়শ্চিত্তে’ কবিতায় গুপ্ত গুহায় কাদের জেগে ওঠার কথা বলা হয়েছে -

ক) প্রেতাত্মা M) L¡m£e¡¢Ne£
N) ¢pwq O) h¡O

৫) ‘প্রানের কুহরেগুমরিয়া,নির্ভর দুর্দান্ত খেলা।
মনে হয়, সেই তো সহজ, দূরে নিক্ষেপিয়া ফেলা’
- কোন কবিতার চরণ -

L) ¢q%cÙ¡e খ) কেন
N) hÜi¢š² O) I¡Sfa¡e¡

৬) ‘নবজাতক’ কাব্যের কবিতা ও রচনাস্থান যথাক্রমে ১ম ও ২য় স্তম্ভে প্রদত্ত হল। উভয়ের সামঞ্জস্যবিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো-

fbj Ùñ	¢àa£u Ùñ
a) ehS¡aL	i) আনমোড়া
b) উদ্‌বোধন	ii) jwf
c) I¡Sfa¡e¡	iii) শান্তিনিকেতন
d) i¡N£I¡S£	iv) L¡¢mÇfw

সংকেত

	a	b	c	d
L)	i	ii	iv	iii
M)	ii	iii	i	iv
N)	iii	iv	ii	i
O)	iv	i	iii	ii

৭) ‘নবজাতক’ কাব্যগ্রন্থের কবিতা ও নির্বাচিত পংক্তি যথাক্রমে ১ম ও ২য় স্তম্ভে প্রদত্ত হল।উভয়ের সামঞ্জস্যবিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো -

fbj Ùñ	**tàatu Ùñ**
a) hÜ i tš²	i) ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো
b) শেষদৃষ্টি	ii) সংহত হয়েছে অবশেষে /মোর মাঝে এসে
c) কেন	iii) ক্ষনিকের রূপ রচনালীলায় /সন্ধ্যার রংগুলি
d) l¡Sfa¡e¡	iv) দারিদ্রের মূল্য বেশি লুপ্তমূল্য ঐশ্বর্যের চেয়ে

সংকেত

	a	b	c	d
L)	iii	i	iv	ii
M)	i	iii	ii	iv
N)	iv	ii	iii	i
O)	ii	iv	i	iii

৮) তালিকা দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন-

fbj a¡tmL¡	**tàatu a¡tmL¡**
a) অতিদূর তীর্থের যাত্রী ভাষাহীন রাত্রি	i) রাতের গাড়ি
b) গভীর হৃদয়ে নীরবে রহিত হাসি তামাশার পিছু	ii) মৌলানা জিয়াউদ্দিন
c) দায়ার আড়ালে গন্ধরাজের তন্দ্রাজড়িত চাওয়া	iii) AØfø
d) tnö L¨দে মেঝে হানাহানি সাথে চলে গৃহিনীর Aptqo· ath djL¡te	iv) এপারে ওপারে

সংকেত :-

	a	b	c	d
L)	i	ii	iv	iii
M)	ii	i	iv	iii
N)	i	iii	iv	ii
O)	i	ii	iii	iv

teachinns Text with Technology

Answers

Question No.	Answer
1	M
2	M
3	N
4	M
5	M
6	N
7	M
8	M

teachinns
Text with Technology

Sub Unit – 2 **Efe£¡p**

ঘরে বাইরে

fbj fL¡n - phS fœ - 1321

গ্রন্থাগারে প্রকাশ - 1916

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পর একটি সম্পূর্ন নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। যে যুগটিকে আমরা আধুনিক বা A¢a আধুনিক রূপে অভিহিত করতে পারি। সেই যুগের সূচনাতেও যে নামটি উজ্জ্বল স্বর্নাক্ষরে মুদ্রিত আছে তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের পর উপন্যাসে যে গভীর বাস্বতার পরিনতি দেখা যায় তার সূচনা প্রথম রবীন্দ্রনাথেই পাওয়া যায়। তিনি রোমান্স ও ইতিহাসের চোরা বালির ভিত্তি থেকে 'উপন্যাস' নামক শিল্পকর্মটিকে সরিয়ে এনে বাস্তব জীবনের সূক্ষ ও রসপূর্ন বিশ্লেষনের উপর প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সব উপন্যাসে একটি করে চরিত্র মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করেছে। 'বৌঠাকুরানীর - হাটে' বসন্ত রায়, 'রাজর্ষি' তে বিল্বন, 'চোখের বালিতে' অন্নপূর্না, 'নৌকাডুবি' জগমোহন 'ঘরে বাইরে'র চন্দ্রনাথবাবু 'যোগাযোগে' বিপ্রদাস আর 'শেষের কবিতা'তে যোগামায়া প্রত্যেকে মধ্যস্থ ভূমিকা পালন করেছে। 'দুইবোন' 'মালঞ্চ' 'চার অধ্যায় এগুলিতে কোন মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নেই।

প্রথম চারটি উপন্যাসে এবং 'যোগাযোগ' 'শেষের কবিতা' 'দুই বোন' এবং 'মালঞ্চ' তে উপন্যাসের গল্f pjpÉ¡ নিতান্তভাবে ব্যক্তিমনের। 'নৌকাডুবিতে সমাজ ব্যবহারের সমস্যার কথা প্রাধান্য পেয়েছে । 'গোরা'ই ব্যক্তিধর্ম, সমাজ-hÉhq¡l ও দেশসমস্যা সব মিলে কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। 'চতুরঙ্গে' সংসার জীবনের সমস্যার সঙ্গে আধ্যাত্মা এষনা এবং জীবনের সত্যদর্শন মেলানোর চেষ্টা হয়েছে। আমাদের আলোচ্য পাঠ্য 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে দেশ উদ্ধারের প্রচেষ্টার সঙ্গে জীবন সমস্যা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির নূতন ধারা এবং উপন্যাসশিল্পে নূতন আঙ্গিকে সৃষ্ট উপন্যাস 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসটি প্রথমে ১৩২২ সালে ধারাবাহিকভাবে 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত হয়েছিল। পরে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৬ সালে। বাংলাদেশে বিংশ শতকের প্রথম দিকে জাতীয় উন্মাদনার মত্ততা আমাদের বিচার শক্তিকে ও ধ্রুব কল্যান বুদ্ধিকে কিছুটা অন্ধকার ঢেকে দিয়েছিল। তৎকালীন সমাজ প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে দৃঢ় না থেকে বেশ কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল তারই শান্ত গভীর বিচার 'ঘরে-বাইরে'র Ae£aj Effj¡c£z

উপন্যাসটিতে ১৮ টি (আঠারো) টি পরিচ্ছেদ। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে কারো না কারো আত্মকথা। প্রধান চরিত্রগুলি নিখিলেশ, বিমলা, সন্দীপ প্রত্যেকের আত্মকথা বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন ----------
''ঘরে বাইরে (১৯১৫) আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে দুইটি স্তর আছে ------ fbjV l¡S°e¢aL J ¢àa¢uV pj¡Se¢ajmL''z
[বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

ঘরে বাইরের সমস্যা ঠিক ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত নয়। আদর্শেরও সংঘর্ষ নয়। মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে দ্বিবিধ সত্তা থাকে, ব্যক্তির একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।
""¢hjm¡l Struggle নিজেরই শ্রেয়ের সঙ্গে প্রেয়ের ------ সন্দীপ নিজের মধ্যে নিজেরই হারজিৎ বিচার করেছে ----- নিখিলেশও নিজের feeling এর সঙ্গে নিজের কর্তব্যের adjustment করেছে।অন্য কোনো মানুষ বা ঘটনা সম্বন্ধে এরা সাক্ষ্য দিচ্ছে না। এদের আত্মানুভূতি নিজের record নিজে রাখছে ''।

(fh¡p£ °hn¡M - 1348 f 64)

বিমলা ঘরে বাইরের কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিয়েছে। বিমলা রূপসী নয়। অদৃষ্টের জোরে ও সুলক্ষণের গুণে সে ধনীগৃহের বধূ হয়েছে। বিমলার স্বামী নিখিলেশ ও কোনো রূপকথার রাজপুত্র নয়। সেইজন্য বিমলার নিখিলেশের ভালোবাসা পাওয়াতে কোনো হীনতাবোধ ছিল না। নিখিলেশ বিমলার দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করতে দেখলাম সন্দীপকে (অবশ্যই কাহিনীর মধ্যে)। সন্দীপ নিখিলেশকে ঠকিয়ে টাকা আদায় করে, সে (সন্দীপ) নিখিলেশের থেকে সুশ্রী। সন্দীপকে দেখে ও তার বক্তৃতা শুনে বিমলা আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। সন্দীপের প্রতি মত্ত আবেগ বিমলার বিচার বুদ্ধিকে অন্ধ করেছে। নিখিলেশের ধৈর্যশীলতাকে বিমলা দুর্বলতা বলে ভুল করেছে। সন্দীপের জোরালো ব্যক্তিত্ব এই কারনেই বিমলাকে অভিভূত করে ফেলেছে।

কিন্তু ব্যর্থ সজ্জার ''অশ্রুভরা আভিমানের রক্তিমায় যখন বিমলা সূর্যাস্তের দিগন্তরেখায় একখানি জলভরা আগুনভরা রাঙা মেঘের মতো নিঃশব্দে' সন্দীপের কাছে এসে দাঁড়াল তখনও সে জানত না কতটা সংকট আসন্ন। ক্রমে ক্রমে সন্দীপের লোভীমূর্তিটি বিমলার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেক মূল্যচুকিয়ে তবে সন্দীপের মোহজয় করে বিমলা জীবনসত্যের পাঠ নিতে পেরেছে।

ঘরে বাইরের মূল ভূমিকা তিনটি - বিমলা নিখিলেশে, সন্দীপ। বিমলা নিখিলেশের আত্মকথার মধ্য দিয়ে আর যে কাV চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রধান মেজোরানী আর মাষ্টারমশায়। মাষ্টারমশায়ের মধ্যে নিখিলেশের জীবন-আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে।

রাজনীতির আবহাওয়ায় এই ত্রিকোন প্রেমের উপন্যাসটির কাহিনী-কাঠামি গড়ে উঠেছে। প্রধান তিনটি চরিত্রের জীবন অভিজ্ঞতা ও আত্মোপলব্ধির সত্যই 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। উপন্যাসের কাহিনী এত দ্রুততার সঙ্গে ছুটে চলেছে, উন্মত্ত ভাবাবেগ সকলের সহজ গতিকে নিয়ন্ত্রন করেছে, এই দ্রুত বর্ননাভঙ্গী প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে নিখিলেশের পূর্বের স্মৃতি রোমন্থন ও বিমলার আত্মগ্লানি সময়ে সময়ে কবিত্বকে মনে পড়িয়ে দেয়। তাই সমালোচক বলেছেন---

কিন্তু কলাগত ঐক্য ও ভাবগত সুসংগতিতে -- HL Lb¡u p¡d¡le , pjeu -- °efeÉ, Cq¡l pb¡e Mh E¢Q''z

¢LR abÉ

- 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের পরিচ্ছেদ সংখ্যা ১৮। বিমলার আত্মকথা-৭। নিখিলেশের আত্মকথা -৭ এবং সন্দীপের BaLb¡-4
- 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র- নিখিলেশ, সন্দীপ, বিমলা, চন্দ্রনাথ মেজরানী, অমূল্য
- 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ প্রথম চৌধুরীকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে লেখা -- 'শ্রীমান প্রমথনাথ চৌধুরী। কল্যানীয়েসু'
  ""nÉ kš² lh£%ce¡b ----- ঘরে বাইরেই আমাদের জাতীয় সমস্যার ছবি একেছেন, কেননা ও উপন্যাসখানি একটি l¢fLL¡hÉ R¡st আর কিছু নয়। নিখিলেশ হচ্ছেন প্রাচীন ভারতবর্ষ, সন্দীপ নবীন ইউরোপ, আর বিমলা বর্তমান i¡laz''

(phS fœ, j¡0 1322)
প্রমথ চৌধুরী

- ''রবীন্দ্রনাথের যে সব গ্রন্থ নিয়ে রসিক ও আরসিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক আলোচনা হইয়াছে, সে বোধ হয় ঘরে - বাইরে। কারন এই উপন্যাসের আখ্যানাংশে সমাজের এমন সব বিষয়ে আলোচনা আছে, যাহা ইতিপূর্বে কোন লেখক করেন নাই''।

(lh£%c S¢heÉ) - প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

উপন্যাসের কিছু গুরুত্বপূর্ন উদ্ধৃতি

১) ‘‘পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবি করে, থাকে। তাতে পূজারি ও পূজিত দুইয়েরেই অপমানের একশেষ’’ thjmjz

২) ‘‘ঈর্ষা জিনিসটার মধ্যে একটি সত্য আছে, সে হচ্ছে এই যে, যা-কিছু সুখের সেটি সকলেরই পাওয়া উচিত ছিল’’। নিখিলেশ

৩) ‘‘তাই আমার অভিমান ছিল সতীত্বের’’।
thjmj

৪) ‘‘আমরা কি কেবল লক্ষী, আমরাই তো ভারতী’’----- সন্দীপের প্রথম বক্তৃতা শোনার পর বিমলার এই উপলব্ধি ঘটে।

৫) ‘‘মেয়েদেরই বিধাতা মানস থেকে সৃষ্টি করেছেন আর পুরুষদের তিনি হাতে করে হাতুড়ি পিটিয়ে গয়েছেন’--- thjmjl জবানীতে সন্দীপের উক্তি।

৬) ‘প্রবৃত্তির সঙ্গেই একান্ত জড়িয়ে যারা সব জিনিস দেখতে চায় তারা প্রবৃত্তিকেও বিকৃত করে, সত্যকেও দেখতে পায়না’-- সন্দীপের জবানীতে নিখিলেশের উক্তি।

৭) ‘‘দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি, কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে।’’ -----বিমলার জবানীতে নিখিলেশের উক্তি।

৮) ‘‘জীবনটাকে কঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভালো’’।-----নিখিলেশ।

৯) ‘‘আমি লোভী --- আমি আমার সেই মানসী তিলোত্তমাকে মনে মনে ভোগ করতে চেয়েছিলুম’’---- নিখিলেশ।

১০)‘‘ আমি কি রক্তমাংসের ললাটে মোড়া একখানা বই’’?----এ আত্মজিজ্ঞাসা সন্দীপের

১১) ‘বিরহে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দিরের শূন্যতার মধ্যেও বাঁশি বাজে -- কিন্তু বিচ্ছেদে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দির বড়ো নিস্তব্ধ, সেখানে কান্নার শব্দও বেসুরো শোনায়’।-------- নিখিলেশ।

১২) ‘তোমার সমন্ধে আমি স্বাধীন, আমার সমন্ধে তুমি স্বাধীন, তোমার সঙ্গে আমার এই সমন্ধ। কল্যানের সমন্ধকে অর্থের অনুগত করলে পরমার্থের অপমান করা হয়’ ---- নিখিলেশের জবানীতে চন্দ্রনাথবাবুর উক্তি

১৩) ‘যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে মনের মধ্যে ত্যাগ করাই স্বাধীনতা ?’ -- নিখিলেশের জবানীতে চন্দ্রনাথ বাবুর উক্তি।

১৪) ‘সৃষ্টি যে করবে সে নিজের চারিদিককে নিয়ে যদি সৃষ্টি না করে তবে ব্যর্থ হবে’। -----নিখিলেশ

১৫) যেটা সত্য সেটা ভালও নয় মন্দও নয়, যেটা সত্য এইটেই হল বিজ্ঞান’

১৬) ‘যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটেই যথার্থ আমার, এই হল সমস্ত জগতের শিক্ষা,।’ -------- সন্দীপের আত্মকথা

১) রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে- বাইরে’ উপন্যাসের গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল-

L) 1910 M‡ØVj¨ë M) 1912 M‡ØVj¨ë
N) 1914 M‡¾Vj¨ë O) 1916 M‡ØVj¨ë

২) ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ যাঁকে উৎসর্গ করেন-

L) A¢ju Q¢œ²hš¿ M) Ih‡¾ce¡b W¡LI
গ) প্রমথনাথ চৌধুরি O) pd‡¾ce¡b W¡LI

৩) ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের গঠন প্রকৃতি হল-

L) Ba¨¿Lbe I¢a M) Q¢IœLbe I¢a
N) Ba¨°Sh¢eL N) X¡C¢I dj¿

৪) ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসটিকে যিনি ‘রূপক কাব্য’ বলে অভিহিত করেন-

L) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর M) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
N) প্রমথ চৌধুরী O) নীরদচন্দ্র চৌধুরী

৫) নিখিলেশ বিমলার শিক্ষক ও সঙ্গিনীরূপে যাকে নিযুক্ত করেন-

L) মোস মেরি M) ¢jp ¢Nm¢h
N) ¢jp ¢S¢eu¡ O) এলবি স্টিকেন

6) Bj¡l A¢ij¡e ¢Rm---------’ বিমলার এই উক্তিটিতে শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাও।

L) সৌন্দর্যের M) সতীত্বের
N) ঐশ্বর্যের O) রূপের

৭)নিম্নে কতকগুলি মন্তব্য ও তার প্রবক্তা প্রদত্ত হল। তাদের শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো।----

a) ‘মানুষের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করাই দেশসেবকের একমাত্র কর্তব্য---- a¡q¡C dj¢hSu----নিখিলেশ

b) ‘তুমি তো ব্যিাসাগরের মতো অমন সাতটা সাগর পেরোতে পারো তোমার এমন সম্বল আছে’। --------- সন্দীপ সম্পর্কে ¢hjm¡z

c) ‘দেশের চিত্তে সেখানে শক্তির রত্নখনি আছে তাকে যদি আবিস্কার ও স্বীকার না করা যায় তবে সে দারিদ্র আরও ...I¦al ?------- বিমলার জবানীতে সন্দীপের উক্তি।

d) ‘আমি জানি লোভী মানুষকে মেয়েরা ভালোবাসে -------- ওই লোভের উপর দিয়েই তো মেয়েরা তাদের জয় করে’---- p¾c¿fz

সংকেত

	a	b	c	d
L)	AöÜ	öÜ	öÜ	AöÜ
M)	öÜ	AöÜ	AöÜ	öÜ
N)	AöÜ	AöÜ	AöÜ	öÜ
O)	öÜ	AöÜ	öÜ	AöÜ

৮) ‘আমি কি রক্তমাংসের ললাটেমোড়া একখানা বই?---আমি কে?--
ক) নিখিলেশ M) h¾c£f
N) Q¾ce¡b O) ¢hjm¡

৯) ‘ঘরে -বাইরে’ উপন্যাসটি যার আত্মকথা দিয়ে শুরু ও শেষ হয়েছে--
L) বিমলা ও নিখিলেশ M) নিখিলেশ ও সন্দীপ
N) p¾c£f J ¢hjm¡ O) ¢hjm¡ J ¢hjm¡

10) ‘নিখিলেশের আচমকথা পরিচ্ছেদে---- ভরা বাদর [মাহ ভাদর] শূন্য মন্দির মোর’ পদটি কচবার আছে?
L) 5h¡l M) 6h¡l
N) 3h¡l O) 4h¡l

11) ‘‘আমার নিকড়িয়া রসের রসিক কানন ঘুরে ঘুরে নিকড়িয়া বাঁশের বাঁশি বাজায় মোহনসুরে’’ ------ গানটি কে গেয়েছেন-
L) p¾c£f খ) নিখিলেশ
N) Q¾ce¡b O) ¢hjm¡

12) ‘‘রাই আমার চলে যেতে চলে পড়ে
অগাধ জলের মকর যেমন, ও তার চিটে চিনি জ্ঞান নেই।------- গানটি কে গেয়েছেন।
L) ¢hjm¡ খ) মেজ জা
N) Q¾ce¡b h¡h O) গোবিন্দর মা

13) সকালবেলাকার চাঁদের মতো ও যেন আপনাকে প্রভাতের আলো দিয়ে চেকে এনেছে--------
L) Ajmé M) ¢hjm¡
গ) সেজোরানী ঘ) নিখিলেশ

14) ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসের বক্তা ও মন্তব্য প্রদত্ত হল। উভয়ের সামঞ্জস্যবিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো--

1j Ùñ	2u Ùñ
a) ¢hjm¡	i) ‘প্রেমের থালায় ভক্তির পূজা। আরতির থালার মতো - পূজা যে করে এবং যাকে পুজা করা হয় দুয়ের উপরেই সে আলো সমান হয়ে পড়ে’।
b) নিখিলেশ	ii) ‘আমরা হচ্ছি পুরুষানুক্রমে পদাতিক’
c)p¾c£f	iii)‘আমার কুষ্ঠিতে আছে আমি অল্প বয়সে মরব’
d)j¡ØV¡ljn¡C	iv) "দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি, কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে।দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে’’।

সংকেত	a	b	c	d
L)	iv	iii	ii	i
M)	iii	ii	i	iv
N)	ii	i	iv	iii
O)	i	iv	iii	ii

15) "Jl সঙ্গে তোমার কথারই মিল নেই, কিন্তু ছন্দের মিল রয়েছে’ -- মাষ্টরমশাই যাদের মিলের কথা বলেছেন--------

ক) সন্দীপ ও নিখিলেশ খ) নিকিলেশ ও বিমলা
N) ¢hjL¡ J p¾c£f ঘ) মেজোরানী ও ছোটোরানী
16) যেখানে হোসেন গাজির মেলা হয়-----
L) L¡am¡j¡¢l M) l¦Cj¡¢l
N) Cmp¡j¡¢l O) বেলেঘাটা

teachinns
Text with Technology

Answer

Question No.	Answer
1	O
2	L
3	M
4	N
5	M
6	M
7	M
8	M
9	O
10	O
11	L
12	M
13	M
14	O
15	L
16	M

teachinns Text with Technology

2.2
Qal‰
fbj fL¡n --- সবুজপত্রে
ANq¡ue - g¡ÔNe - 1321
গ্রন্থাকারে -1916

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গোরা’ উপন্যাস রচনার প্রায় ছয় বছর পরে ‘চতুরঙ্গ’ প্রকাশিত হয় ।প্রথমে ‘সবুজপত্র’ পত্রিকায় ১৩২১ সালে অগ্রহায়ন থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত মোট চারটি সংখ্যায় যথাক্রমে ‘জ্যাঠামশায়’ ‘শচীশ’ ‘দামিনী’ ও ‘শ্রীবিলাস’ নামে প্রকাশিত হয় । পরে গ্রন্থাকারে ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয় । লেখক উপন্যাসটিকে একটি চরিত্রের ডাইরি লেখার ঢঙে অর্থাৎ চরিত্রকথন রীতিতে উপন্যাসটি বর্ননা করেছেন । ‘চতুরঙ্গের’ গঠনরীতি সাধারন উপন্যাসের মতো নয় । বইটির চারটি ‘‘অঙ্গ’’ বা ভাগ ---- "S£¡W¡jn¡C', "nQ£n', "c¡¢je£' J "n£¢hm¡p'----- যেন চারটি গল্প । এই চারটি স্বয়ংসম্পূর্ন গল্পের মধ্য দিয়ে কাহিনীর বর্ননা চলেছে ।

‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসটি আকারে বড় নয় । ঘটনার ঘনঘটা এখানে নেই। উপন্যাসটি আসলে শচীশের জীবনসাধনা তথা সত্যানুসন্ধানের ইতিবৃত্ত । প্রথমে শচীশ ছিল জ্যাঠামশাই জগমোহনের মত ও পথের অনুযায়ী । রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে বলেছেন- ‘‘জগমোহনের নাস্তিক ধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল লোকের ভালো করা’’। পরহিত ব্রত সাধন করার মন্ত্রে-C nQ£n c¢¢ra ছিল । মৃত্যুর পর জ্যাঠামশাইয়ের নির্দেশ ছিল শবদেহ দান না করে জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। তা শিয়াল কুকুরের ভক্ষ্য হলে প্রভূততম সুখ সাধনের ব্রতই উজ্জীবিত হবে। এই আদর্শকে শিরেধার্য করেই শচীন একদা সমাজের চোখে পতিতা গর্ভবতী ননীবালাকে বিবাহ করে তাকে সামাজিক স্বীকৃতিও সন্তানকে পিতৃ পরিচয় দান করতে চেয়েছিল । কিন্তু সেই ননীবালা আত্মহত্যার আগে একটি পত্রে লেখে--

‘আমি আজো তাহাকে ভুলিতে পারি নাই’ - যে তার গর্ভে অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েও তাকে গ্রহন করে না , তাকে ভুলতে না পারার রহস্য শচীন বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে না । তখন ইতিবাচক বুদ্ধিসত্তার উপর তার সংশয় তৈরি হয় । জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর একাকী হয়ে পড়ে । কিন্তু শচীশের মনে জগমোহনের শিক্ষা এবং প্রভাব শেষ অবধি কাজ করে গেছে z

বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন -""Ih£%ceiথের উপন্যসের মধ্যে চতুরঙ্গের রচনা সর্বাপেক্ষা তীক্ষ ও শিল্প নিপুন ’’ এই উপন্যাসে অধ্যাত্মসাধনার কথা সহজ ও গভীরভাবে বলা হয়েছে । জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশের অন্তরে যে নিঃসীম গহবর সৃষ্টি হয়েছিল তা যে অধ্যাত্ম ধর্ম গ্রহনের মধ্য দিয়ে পথ খুঁজেছিল । গুরু লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে তার জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর সাক্ষাৎ ঘটে। সেখানে পরিচয় ঘটে উপন্যাসের প্রধান চরিএ দামিনীর সঙ্গে । দামিনী কে তাঁর বিরূদ্ধে গুরূ লীলানন্দ স্বামীর পায়ে সমর্পন করে যান। দামিনী বিধবা তরুনী, প্রানপ্রাচুর্যে ভরপুর । জীবনরসের রসিক সে । ননীবালা ও ছিল বিধবা তরুনী , কিন্তু সে মরনরসের রসিক । জীবনে তার কিছুমাত্র আশা ছিল না তাই সে ‘মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্নতর ’ করে দিয়ে গিয়েছিল । দামিনীর দুর্দমনীয় কামনা শচীশকে লক্ষ্য করে, কিন্তু তা শচীশকে স্পর্শ করতে পারে নি। দামিনীর সেবামাধুর্যে শচীশ মুগ্ধ হয়েছিল তার বেশি কিছু নয় ।

অপরদিকে নবীন অবৈধ প্রনয়ে আপন শ্যালিকার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে তার স্ত্রী আত্মহত্যা করে । রসের রাক্ষসীর এই নগ্নরূপ দেখে শচীশ রসসাধনার বিপদ ও অসম্পূর্নতা অনুভব করে । শচীশ বুঝল দামিনী তারই আর এক রূপ দামিনীর বিপদ শচীশের নিকট থেকে যতটা নিজের থেকে আরো বেশি । দামিনীর কথায় শচীশের রসের ঘোর কেটে গেল । লীলানন্দ- ü¡j£l দলও ভেঙ্গে গেল, অন্তত শচীশ- দামিনী শ্রীবিলাসের সম্পর্কে । শচীশ ও রসের জগত থেকে মুক্তি পেতে চায় । একদিন ঝড় বৃষ্টির রাতে দামিনী শচীশের ঘরে ঢোকে । শচীশ দামিনীকে প্রত্যাখান করে । পরে দামিনী শচীশের মনের সব আগুন নেভানোর চেষ্টা করে । শচীশকে গুরূরূপে বরন করে নেয় । পরবর্তীকালে শ্রীবিলাসের সঙ্গে দামিনীর সম্পর্ক গড়ে ঔঠে । শ্রীবিলাসের সংসংকোচ প্রেমে দামিনীর আত্মসমর্পন ঘটে । অপরদিকে শচীশের আত্মার গভীরে সত্যের যে পিপাসা তাকে সে প্রত্যক্ষ করেছে নিসর্গ প্রকৃতিতে , বিশ্বব্যাপী অরূপের লীলাসঙ্গীতের অনুভবে । তাই অরূপের অভিমানে তার মানসযাত্রা ।

রবীন্দ্রনাথ শচীশের এই জীবন সাধনার মধ্যে দিয়ে জীবনের একরকম সত্য উদ্ভাসিত হলেও সেই সাধনায় ব্রতী সকলে হতে পারে না । সেদিকে থেকে শচীশ আপনাতে আপনি মগ্ন । অন্যদিকে শ্রীবিলাস স্বভাবিক মানুষ । শ্রীবিলাসের কাছে সংসার মায়ার ফাঁদ নয় । নারী সৌন্দর্যে সে উদাসীন নয় । শচীশ দামিনীকে তাঁর মুক্তির ও সাধনার পথের অন্তরায় ভেবে ত্যাগ করে । অপরদিকে শ্রীবিলাস দামিনীকে বিবাহ করে সংসারের স্বপ্ন দেখে । জন্মজন্মান্তরে শ্রীবিলাসকে স্বামী হিসাবে পাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে । দামিনীর হৃদয়ে শচীশের জন্য যে জায়গাটা আছে, সেখানে কেউ ভাগ বসাতে পারে নি । শ্রীবিলাস জানে যাদের আছে --"mì mmp¡l cc¡ন্ত মোহ' কিবাং 'বিভোর ভাবুকতার রঙীন মায়া' শ্রীবিলাসের মধ্যে দুটির কোনটি নেই । শচীশের মধ্যে 'বিভোর ভাবুকতার রঙীন মায়া' বর্তমান । আবশেষে দামিনীর হঠাৎ মৃত্যুতে অচরিতার্থ প্রেমের বেদনা মৃত হয়ে থাকল।------ --

''যেদিন মাঘের পূর্নিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারে ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত
সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধূলা
লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।''

ড: সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৪র্থ খন্ডে বলেছেন ---- ''চতুরঙ্গের চরিত্র চারটি ------ জগমোহন, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস। তাহার মধ্যে প্রথমটি যেন শচীশেরই পূর্ব ভূমিকা। চতুরঙ্গ নামের দুটি অর্থ আছে । এক রচনাটি চারটি অঙ্গে বিভক্ত, দুই, দাবাখেলা------চারিজনে মধ্যে, শচীশ, দামিনী লীলানন্দ স্বামী ও শ্রীবিলাস জগমোহন হলেন 'বাজী' বা "W¡LI' (AbÉ¡v Stake) বাকী চারজন হলেন দাবার MÖVz

abÉ

১) স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস 'চতুরঙ্গ'(১৯১৬) সালে ।

২) 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি থেকে মে সংখ্যা পর্যন্ত 'Modern Review' f©Lju "Story in Four chaptres' নামে মুদ্রিত হয়, এই পত্রিকা পাঠটি কিছু ভাষাগত ও পরিচ্ছেদ বিন্যাসগত পরিবর্তনের পর ১৯২৫ সালে ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত। 'Broken Ties and other stories ' গ্রন্থের অনুভুক্ত হয়ে 'Broken Ties ' নামে মুদ্রিত হয়।

১) ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসটি যে পত্রকায় প্রকাশিত হয়---

L) phSfœ M) i¡la£

N) fN¢a O) h‰cne

২) ‘‘মুখে সেই জ্যোতি যেন অন্তেরর মধ্যে পূজার প্রদীপ জ্বালিতেছে’’----

L) c¡¢je£ M) S£¡W¡jn¡C

N) nQ£n O) n£¢hm¡p

৩) সবুজপত্রের যে সংখ্যায় ‘চতুরঙ্গে’র ‘দামিনী’ অধ্যায় প্রকাশিত হয়----

L) ANq¡ue,1321 খ) পৌষ, ১৩২১

N) j¡O, 1321 O) g¡ÒNe 1321

৪) ‘‘নুড়ির রেখা ধরিয়া পাহাড়ে - ঝরনার পথ যেমন চেনা যায় তেমনি বাড়ির মধ্যে কোন কোন অংশে তাঁর চলাফেরা তাহা মেজে হইতে কড়ি পর্যন্ত ইংরেজি বইয়ের বোঝা দেখিলেই বুঝা যাইত’’

L) c¡¢je£ M) n£¢hm¡p

N) nQ£n ঘ) জগমোহন

Teachinns Text with Technology

৫। ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাস অবলম্বনে নিম্নলিখিত মন্তব্য গুলির শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো

a) ‘এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমরা পরশমনি’ -- j¿hÉ¢V c¡¢je£

b) ‘ওরে ও শ্রীবিলাস, জন্মান্তরে যেন সৃষ্টিছাড়ার দলে জন্ম নিতে পারিস এমন পুন্য কর’। --- শচীশের ‘আত্মকথন’।

c) দামিনী একটি আহত কোকিলের বাচ্চাকে কাকের দলের হাত থেকে উদ্ধার করেছে।

d) দামিনী একটি বেড়াল পুষত

সংকেত	a	b	c	d
L)	öÜ	AöÜ	öÜ	öÜ
M)	öÜ	öÜ	öÜ	öÜ
N)	öÜ	AöÜ	AöÜ	AöÜ
O)	öÜ	AöÜ	öÜ	AöÜ

৬. যৌবনকালে যখন জগমোজনের স্ত্রী মারা যান তার পূর্বেই তিনি কি পড়েছিলেন ----

L) ¢jmVe M) শেলি

N) j£¡mbp O) L£Vp

৭। ‘দেখা তোমায় হোক বা না হোক/ তাহার লাগি করে না শোক’ --- গানটির এই অন্তরাটি ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসে যার কণ্ঠে গীত হয়েছে --

L) c¡¢je£ M) ü¡j£¢S

N) n£ ¢hm¡p O) S°eL L£ae£u¡

8z ‘পথে যেতে তোমার সাথে ,

মিলন হল দিনের শেষে----

গানটি যে অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে----

L) nQ£n M) n£¢hm¡p

N) c¡¢je£ O) S£¡W¡ jn¡u

9. ‘‘আমার মনে হইলে সে যেন আদিমকালে প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু ; তার চোখ নাই, কান নাই ; ‘কবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে,’’ --- অংশটি যার ডায়েরি থেকে উদ্ধৃত---

L) n£¢hm¡p M) nQ£n

N) c¡¢je£ O) S£¡W¡ jn¡u

10z ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসের যে অধ্যায়ে পরিশিষ্ট যুক্ত হয়েছে -

L) S£¡W¡ jn¡u M) nQ£n

N) c¡¢je£ O) n£¢hm¡p

Answer

Question No.	Answer
1	L
2	N
3	N
4	O
5	N
6	N
7	M
8	L
9	M
10	N

teachinns
Text with Technology

…lafe EÜ¢a

১. ‘‘নাস্তিককে নরঘাতকের চেয়ে, এমন কি, গো- খাদকের চেয়েও পাপিষ্ট বলিয়া জানিতাম’’--- n£hm¡p (S£¡W¡j n¡u)

২. ‘‘যাহার দশের মতো, বিনা কারনে দশের সঙ্গে তাহাদের বিরোধ বাধে না ’’--- n£hm¡p (S£¡W¡j n¡u)

৩. ‘‘সংসার মানুষকে পোদ্দারের মতো বাজাইয়া লয়, শোকের ঘা, ক্ষতির ঘা, মুক্তির লোভের ঘা দিয়¡ z''

S£¡W¡j n¡u (nQ£n)

৪. ‘‘ যে বলিল , বিশ্রি, জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছিলেন, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায় ; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে’’।

nQ£n (nQ£n)

৫। ‘‘ যারা নিন্দা করে তারা নিন্দা ভালোবাসে বলিয়াই করে, সত্য ভালোবাসে বলিয়া নয়।’’

nQ£n S£¡W¡j n¡u

৬. ‘‘ মানুষের ভিতরকার দীপ্যমান সত্যপুরুষটি স্থূলতা ভেদ করিয়া যখন দেখা দেয় তখন অকারনে কেহ বা তাহাকে প্রানপনে পূজা করে, আবার অকারনে কেহ বা তাহাকে প্রানপনে অপমানে করিয়া থাকে’’।

n£hm¡p [S£¡W¡j n¡u]

৭। ‘‘ বোলতার বাসা ভাঙিয়া দিলেই তবে বোলতা তাড়ানো যার’’ --- জগমোহন

[S£¡W¡j n¡u]

৮। ‘‘মা আমার ঘরে ঘরে পূর্নচন্দ্র উঠিয়াছে। তাই নিন্দায় কোটালের বান ডাকিবার সময় আসিল, কিন্তু ঢেউ যতই ঘোলা হউক, আমার জ্যোৎস্নায় তো দাগ লাগিবে না ??

৯। ‘‘ব্রহ্মরা নিরকার মানে , তাহাকে চোখে দেখা যায় না । তোমরা সাকারকে মান, তাহাকে কানে শোনা যায় না । আমার সজীবকে মানি ; কানে শোনা যায় , তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না ।’’

জাগমোহন [S£¡W¡j n¡u]

১০। ‘‘ দামিনী যেন শ্রাবনের মেঘের ভিতরকার দামিনী । বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ন ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছি ’’

১১। ‘‘ মাটির বাসার দিকেই দামিনীর টান, আকাশের দিকে নয় । ’’

[c¡¢je£]

12. "" g¡¢LC pqS, paÉ L¢We'' ---

nQ£n [n£¢hm¡p]

১৩. '' যে মুখে তিনি আমার দিকে আসিতেছেন আমি যদি সেই মুখেই চলিতে থাকি তবে তাঁর কাছ থেকে কেবল সরিতে থাকিব, আমি ঠিক উলটা মুখে চলিলে তবেই তো মিলন হইবে ''

nQ£n [n£¢hm¡p]

১৪. '' তিনি মুক্ত তাই তাঁর লীলা বন্ধনে, আমারা বদ্ধ সেই জন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে'' -

nQ£n [n£¢hm¡p]

teachinns Text with Technology

SUB UNIT - 3

ছোটো গল্প
নিশীথে, cl¡n¡, Ù¢l fœ, °qj¿¢, ল্যাবরেটরী

রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের ছোটো গল্পের প্রথম সার্থক রূপকার ।রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন-
‘‘ ছোটোগল্প বলিতে আমরা যাহা বুঝি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই তাহা বঙ্গ সাহিত্যে প্রথম প্রবর্তন করিয়াছিলেন’’। (p¡¢qaÉ p¡dL Q¢laj¡m¡)

রবীন্দ্রনাথ ছোটো-গল্পের আঙ্গিক তথা শিল্পরূপ কেমন হবে, পাঠকের মনে কি ধরনের ,সাড়া জাগাবে সে বিষয়ে তিনি নিজেই আলোচনা করেছেন।..... বাইরে মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে।ভিতরে রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রচুর অবসর।বিদেশী গ্রন্থ পড়তেও ইচ্ছে করছে না। তখন তাঁর মনে হয়েছে -

‘‘ ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।
ছোট প্রান, ছোট ব্যাথা, ছোট ছোট দুঃখকথা
¢ea¡¿C pqS plm
pqp ¢hØj¢a l¡¢n প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
a¡¢l c Q¡¢l¢V AnSmz
e¡¢q hee¡l RV¡, OVe¡l OeOV¡
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ,’’
(ho¡k¡fe)

রবীন্দ্রনাথ কলকাতা ও শান্তিপুরের মধ্যবর্তী ভাগীরথীতীরে যে গ্রাম বাংলার দৃশ্য দেখেছিলেন তা থেকে গল্পরচনার ‘প্রথম প্রেরনা পান।তার প্রথম গল্পদুটি ‘রাজপথের কথা’ এবং ‘ঘাটের কথা’। ‘সরোজিনী প্রয়ান’ প্রবন্ধে গল্প দুটির বাস্তব ভূমিকা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প -lQe¡l pœf¡a 1290-৯১ সালে ।দুটি মাত্র গল্প প্রকাশ করে সাত বৎসর ক্ষান্ত ছিলেন।১২৯৮ সালে ‘হিতবাদী’ পরে ‘সাধনা’ পত্রিকা বের হলে রীতিমত ছোটগল্প লিখতে প্রবৃত্ত হন।

রবীন্দ্রনাথের গল্পলেখার প্রথম প্রচেষ্টা ‘ভিখারিনী’। কিন্তু গল্পটি শিল্পোত্তীর্ন হয়নি। তিনি নিজেই গল্পটিতে তাঁর সাহিত্য ভান্ডারে স্থান দিতে চাননি।১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ন মাসে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় সাধন পত্রিকা প্রকাশিত হয়। হিতবাদীর পর রবীন্দ্রনাথ সাধানায় নিয়মিত গল্প লিখতেন। ‘হিতবাদীর ’ প্রথম গল্প ‘দেনাপাওনা’ যা রবীন্দ্রনাথের প্রথক সার্থক ছোটো গল্প। পদ্মাতীরের সুখ-cxM-¢hlq ¢jmefe i¡mh¡p¡ Øj¢a a¡l ছোট গল্পগুলিতে বার বার ধরে পড়েছে।এর পর তাঁর লেখা ছোট গল্পগুলি ক্রমান্বয়ে সাধনা,হিতবাদী ভারতী ও সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

অসীম কল্পনাশ্রয়ী রবীন্দ্রনাথ জমিদারীর তদারকি করতে গিয়ে বাস্তবের যে স্পর্শ লাভ করেছেন তার থেকে সূচনা রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প। তাঁর ছোটো গল্পগুলি রচনার প্রধান গৌরব তাঁর ভাষা ও বাচনভঙ্গী। যে ভাষা তিনি নিজে সৃষ্টি করেছিলেন , তাঁর রচনারীতি বা স্টাইল রবীন্দ্রনাথকে ছোটগল্পে অমর করে রেখেছে।রবীন্দ্রনাথ বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন কবি হিসেবে । কবিখ্যাতি বাদ দিলেও গল্প লেখক হিসেবে তাঁর স্থান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকদের নিচে eu- গল্পের উৎকর্ষে ভাব-গাম্ভীর্যে আঙ্গিক Lnma¡u,hÉ”e¡u fa¢al pjNa¡uz

আমাদের পাঠ্য আলোচ্য গল্পগুলির নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া হল। :-

jm N0f	fbj fL¡¢na f¢œL¡l e¡j	f¢œL¡u fL¡nL¡m
¢en£b	p¡de¡	j¡0,1301
cl¡n¡	i¡la£	°hn¡M,1305
Ü£l fœ	phSfœ	n¡he,1321
°qj¿£	phSfœ	°Sù,1321
m£¡hlVl£	Be¤¢ch¡S¡l	15 C B¢ne 1347 (n¡lc£u¡ pwM£¡)

নিশীথে (১৩০১ মাঘ মাসে)

'সাধনা' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষে মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'নিশীথে' গল্পটি বের হয়। শব্দসংখ্যা আনুমানিক তিন হাজার আটশত। পরিচ্ছেদে বিভক্ত নয়।

কাহিনীটি মোটামুটি দাম্পত্য প্রেমের, গল্পের নায়ক দক্ষিনাচরনের প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্ত্রী মনোরমাকে গ্রহণ করেন। মনোরমার রূপলাবণ্যে মু‡ ও পরিতৃপ্ত হলেও প্রথমাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ---

'এ জীবনে আর কাহাকেও ভালোবাসিতে পারিব না'র অন্তসারশূন্য তা তাকে পীড়িত করে। প্রথমা স্ত্রীর প্রেমানু¡¢a, Lah£ J নিষ্ঠা, তার গৃহিনীপনার নিরুপদ্রব আকর্ষন গল্পের নায়ককে আকর্ষন করে। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত প্রথম স্ত্রীকে সরিয়ে দিতে সফল হন দ্বিতীয় স্ত্রীর বাবা হারান ডাক্তার, তখনো দক্ষিনাচরণ কোনো প্রতিবাদ জানাতে পারেনি। তার মৃত্যুর জন্য দক্ষিণাচরণ নিজেকে দায়ী মনে করে। সেই অপরাধবোধ তাকে পীড়িত করে। দ্বিতীয়া সম্পর্কে প্রথমার বিস্ময়াবিষ্ট জিঙ্গাসা ----

'ওকে, ওকে, ও কে গো' দক্ষিণাচরণের হৃদয়মাঝে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। গল্পের আরম্ভটা ভৌতিক মনে হলেও এটা কোন ভৌতিক গল্প নয়। এই গল্প আমাদের সংসার জীবনের এক জটিল মনোবিকারের গলপ।

...l¦afZ ab£

1z N0f¢V fbj "p¡de¡' f¢œL¡u j¡0 1301 -H fL¡¢na qu
2z jm N0fN¿ - "N0f cnL' (1302)
৩। পরবর্তীকালে গল্পটি 'গল্পগুগচ্ছ- 2' Hl A¿iš² qu z
৪। 'নিশীথে গল্পটি শুরু হয় অর্ধেক রাত্রি । রাত্রি আড়াইটা।
৫। গল্পের জমিদারবাবুর নাম দক্ষিনাচরন
৬। দক্ষিনাচরন কাব্যশাস্ত্রটা ভালো অধ্যয়ন করেছিলেন বলে তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কাছে কালিদাসের নিম্নধৃত শ্লোকটি বলতেন-
""N¢qe£ p¢Qh'' pM£ ¢jbx
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ''।

৭। কিন্তু তাঁর স্ত্রী শুনতে চাইতেন না । এই প্রসঙ্গে তাঁর তুলনা 'গঙ্গার স্রোতে যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড়ো বড়ো কাব্যের টুকরো এবং ভালো ভালো আদরের সম্ভাষন মূহুর্তের মধ্যে অপদস্থ হইয়া ভাসিয়া যাইত'।

8z "a¡q¡l q¡¢ph¡l BÙQk rja¡ ¢Rm '---তঁহার বলতে দক্ষিনাচরন বাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী ।
৯। দক্ষিনাচরনবাবুর বরানগরের বাড়ি ছিল । বরানগরের বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই ¢Rm N‰¡
১০। শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিনের দিকে জমিতে মেহেফির বেড়া দিয়ে তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী একটুকরো বাগান বানিয়েছিলেন।
১১। বাগানে বেল, জুঁই, গোলাপ, গন্ধরাজ করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী ।
১২। দক্ষিনাচরনবাবুর স্ত্রী গৃহে শয্যাগত থাকার পর চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় বাগানে গিয়ে বসতে চান ।
১৩। দক্ষিনাচরনবাবু তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে এলাহাবাদে বায়ু পরিবর্তন করতে যান ।
১৪। এলাহাবাদে হারান ডাক্তার দক্ষিনাবাবুর স্ত্রীর চিকিৎসা করেন ।
১৫। হারান ডাক্তার দক্ষিনাচরনবাবুর স্বজাতীয় ছিলেন ।
১৬। হারান ডাক্তারের একটি পনেরো বছর বয়সের মেয়ে ছিল ।নাম মনোরমা মেয়েটির যেমন সুরূপ তেমনি সুশিক্ষা ।
১৭। দক্ষিনাচরনবাবুর দ্বিতীয় বিবাহ হয় মনোরমার সঙ্গে ।
১৮। হারান ডাক্তার দক্ষিনাচরনবাবুর স্ত্রীকে দু শিশি ওষুধ দিয়েছিলেন । একটি খাবার আর একটি মালিশ করবার ।
১৯। মালিশ করবার ওষুধটি দক্ষিনাচরনবাবুর প্রথম স্ত্রী খেয়ে মৃত্যুবরন করেন।
20z HLV¡ লাল শাল মনোরমার মুখখানি বেষ্টন করে তার শরীরটি আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন।
২১। গল্পের শুরু ও শেষ ‘ডাক্তার, ডাক্তার’ দিয়ে।
২২। ‘ও কে? ও কে? ও কে গো ?- উদ্ধৃতিটি ‘নিশীথে’ গল্পের অর্ন্তগত ।
২৩। ডঃ সুকুমার সেন ‘নিশীথে’ গল্পটিকে বলেছেন -‘ভূত ছাড়াই ভূতের গল্প।’
২৪। ‘তোমার ভালোবাসা আমি কোনো কালে ভুলিব না’ - [জমিদার বাবুর স্ত্রী সম্পর্কে]
২৫। ‘এইরূপ অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ নইলে কি দুটি মানুষকে কোথাও ধরে’- দুটি মানুষ বলতে এখানে দক্ষিনাচরণবাবু ও মনোরমাকে বোঝানো হয়েছে ।

teachinns Text with Technology

cl¡n¡

রবীন্দ্রনাথের ‘দুরাশা’ N0ftV i¡la£ (°hn¡M - ১৩০৫) পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম গল্প। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে গল্প নামক গল্পসংকলনে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।পরবর্তীকালে গল্পগুচ্ছ -২ তে স্থান পেয়েছে।

প্রেমের একনিষ্ঠ অনুসরনে ভাগ্যের বঞ্চনা গল্পের বিষয়।বদ্রাওনের গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী মেহের উন্নিসার এক স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী।তাদের ফৌজের অধিনায়ক কেশরলাল ছিল সংযত শুদ্ধাচার ব্রাহ্মন।কেশরলালের নিষ্ঠাই মেহেরউন্নিসার হৃদয়ে প্রেম - বন্যা সৃষ্টি করে। এই প্রেম ছিল ভক্তি ও শ্রদ্ধারূপে। কেশরলাল তার কাছে দেবতা তাই সিপাই বিদ্রোহের অনতম নেতা শুদ্ধ ব্রাহ্মন কেশরলাল মৃত্যুযন্ত্রনার সময়েও ইংরেজভক্ত বেইমান নবাব কন্যার জল প্রত্যাখান করে।ব্রাহ্মনের নির্লিপ্তিতা,নিরাসক্তি নবাবপুত্রীকে মোহাচ্ছন্ন করেছিলেন। তারপর নবাবপুত্রী দীর্ঘদিন ধরে শিবানন্দ স্বামীর কাছে ভক্তি ভরে শাস্ত্র শিক্ষা করে ভৈরবী বেশে তীর্থে - মঠে মন্দিরে ভ্রমন করতে করতে কেশরীলালের সন্ধান করতে থাকেন।আটত্রিশ বছর পরে নবাবদুহিতা একাকিনী ভ্রমনের পর অবশেষে দার্জিলিং এর অনাচারী,ভুটিয়া পল্লীতে এসে কেশরলালের ভুটিয়া স্ত্রী ও তার সন্তানদের সন্ধান পান। মেহেরউন্নিসার একটি ফুৎকারেই প্রেমপূর্ণ ভক্তির প্রদীপ নিভে গেল।নবাবদুহিতা বুঝতে পারল যে ব্রাহ্মণ একদিন তার কিশোরী হৃদয় হরণ করেছিল তা অভ্যাস,সংস্কার মাত্র।গল্পের মুসলমান ব্রাহ্মনী, বিপ্রবীর, যমুনা তীরের cLõ¡ ¢LRC pa£ euzpa£ qm আচার ধর্মের উপর হৃদয় ধর্মের শ্রেষ্ঠতা।‘দুরাশা’ গল্পেই প্রথম অবিবাহিত নারী প্রেমের কারনে গৃহত্যাগ করেছে।

...l¡afZ ab£

- দুরাশা গল্পের শুরুতে গল্পকথক দার্জিলিঙে গিয়ে হোটেলে প্রাতঃকালের আহার সেরে পায়ে মোটা বুট এবং ম্যাকিন্টশ পরে বেড়াতে বের হন।
- Sene£ দার্জিলিঙের ক্যালকাটা রোডে গৈরিক বসনাবৃতা রমনীকণ্ঠের সকরুন রোদনধ্বনি শুনতে f¡e a¡l jÙL üeL¢nf SV¡i¡jl Qs¡ - আকারে আবদ্ধ।
- মেয়েটি আসলে ছিল নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রী।
- গল্পকথকের মতে গোলামকাদের খাঁর পুত্রী নুরউন্নীসা বা মেহেরউন্নীসা বা নুর - EejmLz
- ‘দুরাশা’ গল্পে কালিদাসের ‘মেঘদূত’ ও ‘কুমারসম্ভবে’ র উল্লেখ আছে।
- নবাবপুত্রী বেগম সহেবদের কেল্লা ছিল যমুনার তীরে।তাদের ফৌজের অধিনায়ক ছিলেন একজন হিন্দু ব্রাহ্মন।তার নাম ছিল কেশরলাল। কেশরলাল প্রতিদিন প্রত্যুষে যমুনার জলে স্নান করে সুকণ্ঠে ভৈঁরো রাগে ভজন গান করতেন।
- eh¡hfœ£l HLSe ¢q¾c h¡¢c ¢Rm z
- নবাবপুত্রী তার হিন্দু দাসীর থেকে সমস্ত আচার ব্যবহার, দেবদেবীর সমস্ত আশ্চর্য কাহিনী রামায়ন- মহাভারতের সমস্ত ইতিহাস শুনতেন।
- ‘হিন্দু সংসার আমার বালিকা হৃদয়ের নিকট একটি পরমরমনীয় রূপকথার রাজ্য ছিল’-h¡¢mL¡ হৃদয়টি হল নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রীর হৃদয়।
- eবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রী প্রথম যেদিন অন্তঃপুর থেকে বাইরে আসেন তখন তিনি ষোড়শী।
- গোলামকাদের খাঁর পুত্রী যোগিনীর বেশে কাশীর শিবানন্দ স্বামীকে পিতৃ সম্বোধন করে তার কাছে pwúa অধ্যয়ন করেছিলেন।
- কেশরলাল তাঁতিয়া টোপির দলে মেশে।
- কেশরলাল রাজদন্ডের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে নেপালে আশ্রয় নেন।

- বেগমসাহেব আটত্রিশ বছর পর দার্জিলিঙে ভুটিয়াপল্লীতে কেশরলালের সাক্ষাৎ পান।সে তার গর্ভজাত পৌত্র-পৌত্রী নিয়ে স্নানবস্ত্রে মলিন অঙ্গে ভু–া থেকে শস্য সংগ্রহ করছিলেন।

L) 'আমার চালচলন সমস্তই সাহেবি' - NÒfLbL
M) 'আমার তরী তীরে আসিয়া পৌছিয়াছে, আমার জীবনের চরম তীর্থ অনতিদূরে - (elEæ¢p¡)
N) 'অদৃষ্টের রহস্য কে জানে আমরা তো কীট মাত্র।'

Ùt¢l fœ

'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি (শ্রাবন ১৩২১) 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । ১৩২৩ বঙ্গাব্দে 'গল্প সপ্তক' এ প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় । পরবর্তীকালে গল্পটি 'গল্পগুচ্ছ ৩' -Hl A¿iš² qu z fl¡ae S¢e pwú¡l i¡‰h¡l যে সুর 'বলাকা'র প্রথম তিনটি কবিতার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল তাই যেন রূপ পেয়েছে সবুজপত্রের গল্পধারায় । নারীর যে একটি ব্যাক্তিস্বতন্ত্র্য আছে তা এই পুরুষশাসিত সমাজ স্বীকার করতে চায় না । সংসারের নাম রক্ষার জন্য সমাজের নাম রক্ষার জন্য , সকল প্রকার অসত্যের সঙ্গে আপোস করে থাকাই নারীধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ এর প্রথম নির্বাক প্রতিবাদ হয়েছে 'হৈমন্তী' র জীবনে । কিন্তু 'স্ত্রীর পত্রে' মৃনাল স্পষ্ট করে জানিয়েছে ----
'' আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে এ তোমাদের মেজ বউয়ের চিঠি নয় ''। তাই সে বলল ----
''আমার মধ্যে যা কিছু মেজবৌকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা পছন্দ করনি, চিনতেও পার নি''।
এক চরম অসহায়তার মধ্যে মৃনালের জা এর বোন বিন্দু শ্বশুর বাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে । মৃনাল এই লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করেনি ।

কলকাতার ২৭ নম্বর মাখন বড়ালের গলির মেজ বউ এর খোলস পরিত্যাগ করে হয়ে উঠেছে মৃনাল । ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে f¢a¢ùa Hক নারী । রবীন্দ্রনাথ মৃনাল চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজের নারীদের লাঞ্ছনা ও যন্ত্রনার নগ্নরূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

abÉ + j¿hÉ

১) 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের শব্দসংখ্যা আনুমানিক চার হাজার পাঁচশত ।
2) jm NÒfN¿ ----- "NÒf - pçL'(1323)
৩) পরবর্তীকালে গল্পটি 'গল্পগুচ্ছ --3' Hl A¿Na qu z
৪) 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি লিখেছে মেজোবউ মৃনাল ।
৫) পত্রটি শুরু হয়েছে 'শ্রীচরনকমলেষু' সম্বোন্ধন জানিয়ে এবং শেষ হয়েছে 'তোমার চরনতলাশ্রয়ছিন্ন' বলে ।
৬) মৃনালের অর্থাৎ মেজো বউ এর বিবাহ হয়েছে পনেরো বছর বয়সে । এত বছর একটি চিঠিও লেখেনি মৃনাল।
৭) মৃনালের নিবাস কলিকাতায়।
8) মেজোবউ তার স্বামীকে চিঠি লিখেছে তীর্থে এসে শ্রীক্ষেত্রে থেকে।
৯) মৃনাল ও তার ভাই একসঙ্গে শিশু রয়সে জ্বরে পড়ে । ভাইটি মারা যায় ।
১০) মৃনালকে বিবাহের জন্য দেখতে আসে তার স্বামীর দূর সম্পর্কের মামা এবং তার স্বামীর বন্ধু নীরদ ।
১১) দুর্গম পাড়াগাঁয়ে মৃনালদের বাড়ি । সেখানে দিনের বেলায় শেয়াল ডাকে। স্টেশন থেকে সাত - ক্রোশ ছ্যাক্ড়া গাড়িতে এসে তিন মাইল কাঁচা রাস্তা পালকি করে তবে মৃনালদের গায়ে পৌছানো যায় এ প্রসঙ্গে তার মা ভয়ে দুর্গানাম জপ করে । কারন 'শহরের দেবতা কে পাঁড়াগায়ের পূজারি কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবে' সে ভেবে ।
১২) বড় বউয়ের রূপের অভাব ছিল । মেজো বউ মোটের উপর সুন্দরী বটে ।
১৩) মৃনালের যে রূপ আছে সে - কথা ভুলতে তার শ্বশুরবাড়ির বেশিদিন সময় লাগেনি । কিন্তু তার যে বুদ্ধি আছে সেটা পদে পদে স্মরন করতে হয়েছে ।
১৪) মৃনাল লুকিয়ে কবিতা লিখত । সেটা শ্বশুরবাড়ির কেউ জানত না ।
১৫) মৃনালের শ্বশুরবাড়িরতে মৃনালকে 'মেয়ে-জ্যাঠা' বলে দুবেলা গাল দিত।
১৬) মৃনালের শ্বশুর ঘরের স্মৃতির মধ্যে সবচেয়ে যেটা মনে জাগে সেটা হল তাদের গোয়াল ঘর। অন্দরমহলের সিড়িতে ওঠবার ঠিক পাশের ঘরে তাদের গোরু থাকে । তদের জন্য উঠোনের কোনে জাবনা দেবার কাঠের গামলা । তাদের গৃহে দুটি গোরু Hhw ¢aeটি বাছুর। মৃনালের কাছে সেই দুটি গোরু এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত শহরের মধ্যে তার চির পরিচিত আত্মীয়ের মতো।
১৭) মৃনালের মেয়েটি জন্ম নিয়ে মারা যায়।

18) মৃনালের বড় জায়ের বোন বিন্দু । কিছু তার বিধবা মায়ের মৃত্যুর পর খুড়ততো ভাইদের অত্যাচারে মৃনালের শ্বশুর বাড়ীতে আশ্রয় নেয় । বিন্দুর দিদি তার স্বামীর অনিচ্ছা থাকার জন্য বিন্দুকে আপদ ভাবতে থাকে।
১৯) বিন্দুর বয়স চোদ্দর কম ছিল না । বিন্দু দেখতে খুব মন্দ ছিল ।
২০) বিন্দুর প্রতি সবাই মনে বিরক্ত তাই মৃনাল তার পাশে দাঁড়ায় ।
২১) মৃনালের ঘর থেকে বাজুবন্ধ চুরি হলে মৃনালকে সন্দেহ করা হয় ।
২২) বিন্দুকে মৃনাল যেসব কাপড় পরতে দিত, তা দেখে মৃনালের স্বামী রাগ করে মৃনালের হাত খরচের টাকা বন্ধ করে দেয়। মৃনালও পাঁচসিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে ।
23) ¢h¤cl üj¢ f¡Nm
২৪) বিন্দুর শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিল না- কিন্তু তিনি বিন্দুর শাশুড়িকে যমের মতো ভয় করতেন।
২৫) মৃনালের শ্বশুরবাড়ির বাড়ির সমনে বিষম গোল পাকায় বিন্দুর ভাশুর ।
২৬) মৃনালের ছোট ভাই শরৎ
২৭) বিন্দুর খবর আনতে মৃনাল শরৎকে বলে ।
২৮)মৃনালের শ্রীক্ষেত্র যাবার দিন বুধবার। আর সমস্ত কিছু ঠিক রবিবার ।
২৯) শরৎ বিন্দুকে পুরী নিয়ে যাবার জন্য যেদিন তার বাড়ী যায় ঠিক তার আগের দিন কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে।
30) je¡m a¡l Lb¡u "j¢l¡h¡D'-এর গানের ইঙ্গিত দেন ।
৩১) 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের 'পলাতক' কাব্যের সুর আছে ।

…l¦afe m¡Ce

১। 'মেয়ে কিনা, তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত' ---
মেয়ে বলতে এখানে মৃনাল কে বোঝানো হয়েছে।
২। 'কটু কথাই হচ্ছে অক্ষমের সম্মান '।
(শ্বশুর বাড়ির মানুষজনদের উদ্দেশ্যে)
৩। 'মা হবার দুঃখটুকু পেলুম, কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না''।
(মৃনালের মেয়ে মারা যাওয়া প্রসঙ্গে)
৪। ' হাজার রূপে গুনেও মেয়ে মানুষের সংকোচ কিছুতে ঘোচে না' --- 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের অর্ন্তগত
৫। ''বিশ্বসংসারে তার যেন জন্মবার কোন শর্ত ছিল না ''। (বিন্দুর অবস্থা প্রসঙ্গে)
৬। ''যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, যে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায়, তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই '' --- 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের অবলম্বন
৭। 'ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে , তোমার পা এত লম্বা নয় । মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো । সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান' --- ওর = বিন্দু তোমাদের - মৃনালের শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের
৮। 'আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ'---
আমার =মৃনালের
৯। 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগে রইল প্রভু --তাতে তার যা হবার তা হোক'।
১০। ''এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা আমিও বাঁচব । আমি বাঁচলুম'' ।
(চিঠির শেষ)

°qj¿£

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘হৈমন্তী’ গল্পের কাহিনীর সঙ্গে ‘দেনাপাওনা’ গল্পের উপর - উপর কিছু মিল আছে । ‘হৈমন্তী’ গল্পটি প্রথমে ‘সবুজপত্রে’ প্রকাশিত হয় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১) ১৩২৩ বঙ্গাব্দে ‘গল্পসপ্তক’ এ গল্পটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় । পরবর্তীকালে NÒf¢V NÒf...µR -3 Hl A¿iš² qu z

‘হৈমন্তী’ গল্পের কথক অপুর বাবা তার বিবাহ দেন গৌরীশংকর বাবুর সতেরো বছরের মেয়ে মাতৃহীনা হৈমন্তীর সঙ্গে । Sen¢a Aek¡u£ হৈমন্তীর পিতা যত বড়লোক ততটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য গৌরীশংকর বাবুর ছিল না । তা জানতে পেরে অপুর পিতা আর্থিক ক্ষতির কারণে হতাশা হন । হৈমন্তীর প্রকৃতিও তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি । সর্বদা বিরুদ্ধ বিষবাষ্পে যেন হৈমন্তীর শ্বাসরোধ হচ্ছিল । হৈমন্তী স্পষ্ট এবং সত্যভাষী । সে নারী, সংসারের সব অত্যাচার সে মুখ বুজে সহ্য করেছে কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে পিতার অপমান সহ্য করতে পারল না । কারণ সে তো বাবার মেয়ে - ¢hi¡ Hm¡l সমগোত্রীয় গল্পের পরিণতি ‘হৈমন্তীও ‘নিরুপমার মত কি শ্বশুর গৃহের নিষ্ঠুর নির্যাতনের বলিসরূপ। তবে নিরূপমার স্বামী - Ù£l দুঃখ প্রত্যক্ষ করেননি । হৈমন্তীর স্বামী তা প্রত্যক্ষ করলেও প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে নি বলে আত্মধিক্কার দেখা দিয়েছে ।

abÉQðL

1) "°qj¿£' NÒf NÒfLbœLl e¡j Af z
2) Afl p‰ °qj¿£l ¢hh¡q œch¡l SeÉ "LeÉ¡l h¡f phl L¢lœa f¡¢lœae, ¢L¿ hœll h¡f phl L¢lœa Q¡¢qœme e¡z'
3) Afl Lb¡u -- "e¡ f¡¢lm¡j h¡wm¡l ¢nöf¡WÉ hC ¢m¢Ma, L¡le pwúa j‡h¡d hÉ¡Lle Bj¡l fs¡ e¡C z'
4) Af °qj¿£l fbj e¡j l¡œMe ¢n¢nl z L¡le ¢n¢nœl L¡æ¡q¡¢p HLh¡œl HL qœu BœRz Bl ¢n¢nl œi¡lœhm¡VLl Lb¡ pL¡mœhm¡u g¢lœu k¡u z
5) ¢n¢nœll ¢fa¡ f¢ÖQœj l HL f¡q¡œsl L¡e l¡S¡l Ad£œe L¡S Llœae z
6) ¢n¢nl kMe L¡m aMe a¡l j¡œul jaÉ qu z
7) Afl hup E¢en z aMe œp aa£u hvpl LœmS f¡ ¢cœuœRz aMeC a¡l ¢hh¡q qu z
8) Afl nöl h¡ ¢n¢nœll ¢fa¡l e¡j œN£l£n^l z
9) œN£l£nwLl ¢n¢nœll ü¡j£œL HLœn¡ V¡L¡l HL¢V œe¡V ¢cœu¢Rm z
10) ¢n¢nœll Bpm e¡j °qj¿£ z
11) œN£l£nwLl pðœå Afl ¢fa¡l d¡lZ¡ ¢Rm l¡S¡l fd¡ej¿£ N¡œRl HLV¡ ¢LR z ¢L¿ Bpm œp œpM¡eL¡l ¢nr¡¢hi¡œNl AdÉr z Ab¡v Afl ¢fa¡l Lb¡ek¡u£ œN£l£nwLl Bpm Cúœml œqX¡¡ØV¡l z
12) Afl j¡ hœme °qj¿£l hup HN¡œl¡ z BpœR g¡ÒNœe h¡œl¡u f¡ œch z ¢L¿ fLafœr °qj¿£l hup pœaœl¡ z LùœaC Hl fj¡e BœR z
13) °qj¿£œL Af "°qj' hœm z
14)Afl Lb¡ja hej¡m£h¡hC ¢eÔQu °qœjl ApÙa¡l Lb¡ œN£l£nwLlœL S¡¢eœu¢Rm z L¡le OVe¡l ¢cecœnL fœlC hej¡m£h¡h Afœcl Nq cm Bœp z
15) °qj¿£l h¡h¡ °qj¿£L "h¢s' qm pœð¡de Lœle z
16) °qj¿£l h¡h¡ °qj¿£l SeÉ HLSe i¡œm¡ X¡š²¡l Hœe °qj¿£l ü¡ÙÉfl£r¡ Ll¡m X¡š²¡l hœme °qj¿£l SeÉ h¡u-f¢lhae BhnÉL z eCœm pš² hÉ¡j¡ qœa f¡œl z

- EœõMœk¡NÉ EÜ¢a

1) "œk a¡jn¡pe a¡q¡l e¡j œM¡c¡C Ll¡ BœR œpV¡ Bj¡l q¡cufœVz' -- a¡q¡l = °qj¿£, Bj¡l = Af z
2) "j¡œul hup hœs¡ h¢mu¡C fœel A^V¡J hœs¡' -- "°qj¿£' NÒfl A¿Na z

3) "¢n¢nzll hup kb¡pjzu z¤¡m¡ qCm, ¢L¿ z¤pV¡ ü i¡zhl z¤¡m¡, pj¡zSl z¤¡m ezq z' ---"°qj¿£' NzÒfl A¿Na z
4) "Bj¡l pC E¢en hRzll hup¢V Bj¡l S£hze Aru qCu¡ b¡zL z'---Bj¡l = Af z
5) "zk de ¢cm¡j, a¡q¡l jmÉ zke h¢Tza f¡zl z'--hš²¡ - zN£l£nwLl, de = °qj¿£ z
6) "k¡q¡ ¢cm¡j a¡q¡ ES¡s L¢lu¡C ¢cm¡j z HzLe ¢g¢lu¡ a¡L¡Cza zNm cxM f¡Cza qCzh z A¢dL¡l R¡¢su¡ ¢cu¡ A¢dL¡l l¡¢Ma k¡Ch¡l jza¡ Hje ¢hsðe¡ Bl e¡C' - hš²¡ - zN£l£nwLl z
7) "B¢j a¡j¡l paÉ LMeJ BO¡a L¢lh e¡ z B¢j zk za¡j¡l pzaÉl h¡dze h¡d¡' - B¢j = Af z Bj¡l = °qj¿£z
8) "a¡q¡zL B¢j ph ¢cza f¡¢l ¢L¿ j¢š² ¢cza f¡¢l e¡C' - a¡q¡zL = °qj¿£, B¢j = Af z
9) "k¢c z¤¡Ldzjl L¡zR paÉdjL e¡ zW¢mh, k¢c Ozll L¡zR Ozll j¡eozL h¢m ¢cza e¡ f¡¢lh, azh Bj¡l lzš²l jzdÉ hýkzNl zk ¢n r¡ a¡q¡ L£ L¢lza BR' - "°qj¿£' NzÒfl A¿Na z
10) "hzLl lš² ¢cu¡ Bj¡zL zk HL¢ce ¢àa£u p£a¡ ¢hpSzel L¡¢q¢e ¢m¢Mza qCzh, z¤p Lb¡ zL S¡¢ea z' - ¢àa£u p£a¡ = °qj¿£ z

ল্যাবরেটরি

ল্যাবরেটরি গল্পের মেরুদন্ড মোহিনী চরিত্র, রবীন্দ্রনাথের এক বিচিত্র p¢ø z

গল্পটি প্রথমে 'শনিবারের চিঠি' ফাল্গুন (১৩৪৭) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে 'আনন্দবাজার' f¢œL¡u (15-C B¢nZ) প্রকাশিত হয়। 'তিনসঙ্গী' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ।

"mÉ¡hzlV¢l' NÒf cxp¡q¢pL °h'¡¢eL fl£r¡l AfO¡a e¾c¢Lz¤¡zll jaÉ qm a¡l Aeha¡ p¡¢qe£ mÉ¡hzlV¢lzLC a¡l "fS¡l zcha¡' Hhw mÉ¡hzlV¢ll V¡L¡zL z¤p "zcha¡l i¡ä¡l hzm j¢e Lzl z a¡C ü¡j£l ¢h'¡ep¡de¡l fu¡pzL h¡¢Qzu l¡Mza z¤p f¡efe fu¡p f¡u z p¡¢qe£ al¡e ¢h'¡e£ lha£L mÉ¡hzlV¢ll zk¡NÉ f¢lQ¡mL l¡f j¢e¡e£a Lzl z p¡¢qe£ mÉ¡hzlV¢ll SeÉ a¡l e¡l£azL Ae¡pš²¡zh hÉhq¡l Lzl AdÉ¡fLzL hn l¡Mza ¢àd¡ Lzl¢e z ¢L¿ a¡l LeÉ¡ e£m¡ p¡¢qe£l ¢hfl£za mÉ¡hzlV¢lL dwp Llza E¡R´Mm ü¡¡hzL L¡zS m¡¢Nzuz z lha£l ¢h'¡ep¡de¡u z¤p qzu EzWzR j¢aja£ f¢ah¡c z pÙ¡ fz¤m¡¡ze e£m¡ lha£zL i¢muzR z kha£l kfL¡zù Nm¡ h¡¢szu hzp b¡L¡ fl¡o lha£zL e£m¡ pqzSC ¢Qze¢Rm z p¡¢qe£ ¢Qeza f¡zl¢e z ¢L¿ cSzelC k¡ AzQe¡ ¢Rm, a¡ qm lha£l °h'¡¢eL p¡de¡l kaM¡¢e ¢hL¡n OzVzR, j¢el ¢hL¡n aa OzV¢e z a¡l jeoÉzal °nnh zO¡zQ¢e hzmC a¡l S£hze ¢f¢pj¡l f¡¡h A¢Ùzal ¢nLzsl jza¡ Q¡¢lzu ¢Nzu¢Rm, a¡zL z¤p Evf¡Ve Llza f¡zl¢e z ¢f¢pj¡l HL X¡zL l ¢nLzsl f¡e BLoe AZih Lzl Hhw "l¢h Qzm Bu' Bq¡e ps ps Lzl zh¢lzu k¡u z HC AfaÉ¡¢na OVe¡u L¡¢q¢el QjLfc f¢lpj¡¢ç OVzRz

abÉQðL

1) e¾c¢Lz¤¡l ¢Rzme mäe CE¢e i¡¢p¢V zbzL f¡p Ll¡ C¢"¢eu¡l z zlmJzu zL¡Çf¡¢el czV¡ hzs¡ ¢hS °a¢l Ll¡l L¡zSl jzdÉ E¢e YzL fszza zfzl¢Rzme z a¡l fc¢h j¢õL z
2) e¾c¢Lz¤¡l b¡Lzae ¢nLc¡l f¡s¡ N¢ml HLV¡ zc¡am¡ h¡¢szaz
3) e¾c¢Lz¤¡l zk zjzu¢VzL HL¢V Bw¢V f¢lzu ¢czu¢Rm, a¡l e¡j p¡¢qe£ z f¢ÕQ¢j R¡zcl pLzW¡l Hhw p¾cl a¡l zQq¡l¡ z
4) e¾c¢Lz¤¡l-p¡¢qe£l HL¢V zjzu BzR z e¡j e£m¡j¡ z zjzu¢V üuw z¤p¢VzL hcm Lzl ¢eczuzR e£m¡ zzjzu¢V HLh¡zl gVgzV zN£lhe z Jzcl fhfl¡o L¡n£l zbzL Hz¤p¢Rm z zjzu¢Vl zcq gVzR L¡n£l znafzcÉl Bi¡ z je£b zQ¢dl£ lha£l fbj ¢cLL¡l AdÉ¡fLz

lha£zL SeÉ ¢czuC Jl j¡ j¡l¡ k¡e z hl¡hl lha£ ¢f¢pl q¡za j¡eo z Jl ¢f¢pl BQl¢eù¡ HLh¡zl ¢ezlVz

lha£ kMe plL¡zll h¢š ¢ezu zLj¢hS k¡zh ¢Ùl Lzl, aMe ¢f¢pj¡ zi¡zh¢Rm lha£ Qzmz zjjp¡zqhzL ¢hzu Llzaz

p¡¢qe£ a¡l ¢j¢wz¢L ¢e¢w lha£l p¢‰ ¢cM¡ Ll¡l Se£ ¢j¡Vl m' L¢l Ef¢Ùa qu ¢h¡V¡¢eL¡mz p¡¢qe£ aMe a¡l ¢j¢wz¢L f¢l¢wz¢R e£m¢Q phS ¢he¡l¢p n¡¢s, ¢ial ¢b¢L ¢cM¡ k¡u h¡p¿£ l¢Pl L¡Q¢m z Lf¡m a¡l L^jl g¡V¡ z prÈ HLV L¡S¢ml ¢lM¡ ¢Q¡M z L¡¢dl L¡¢R Tmfs¡ ...µRLl¡ ¢M¡f¡ z f¡¢w L¡m¡ Q¡js¡l Efl m¡m jMjml L¡S Ll¡ p£¡¢ä¡m z BL¡n¢ej - h¢¢bL¡l am¡u lha£ l¢hh¡l ¢kM¡¢e L¡V¡u ¢pM¡e p¡¢qe£ H¢p a¡¢L d¢lz e£m¡¢L aMe p¡¢qe£ h¢pu¡ ¢l¢M¢Rm ¢ØVjm¢'z

lha£ j£¡Ne¢VSj ¢e¢w L¡S Ll¢Re z

e¾c¢L¢n¡l œ²e¡¢jV¡l¢V B¢ee S¡j¡e ¢b¢L z

lha£¢L e£m¡ h¢m M¢c p£¡l BCS¡L ¢eEVe z
e£m¡ lha£L S¡N¡e£ L¡¢hl ¢f¢p¢X¾V Ll¡l Se£ HLV¡ pC Q¡C z h¢S¾ch¡h HC L¡¢hl fVe z ¢jV¡f¢mVe h£¡¢^l ¢a¢e X¡Clƒl z

lha£ e£m¡l Bj¿Z Q¡¢wl p¡¡u Q¡l¢V fua¡¢õn ¢j¢e¢V ¢Nu¡ q¡¢Sl quz g£¡n¢ehm p¡S¢šl cM¢m ¢eC z f¢l Hp¢R S¡j¡ Bl d¢a z L¡¢d Tm¢R HLV¡ f¡V Ll¡ Q¡cl z p¡¡ h¢p¢Rm h¡N¡¢e z

e£m¡l Lb¡ ja Xƒl i–¡Q¡¢k£l c¡o E¢e Bpm Lb¡V¡ ¢S¡l L¢l hm¢a f¡¢le e¡ z

lha£ i–¡Q¡¢k£l ¢ej¿Z p¡å£¢i¡S qu e¡jS¡c¡ ¢l¢Ù¡l¡u z ¢pM¡e V¡ØV ¢f¡¢f¡S Ll¢a EW¢R h^¢hq¡l£ z

...l¡afZ EÜ¢a

Jl ¢e¢Sl L¡¢S La¡l¡ J¢L S£¢eu¡p hma , ¢eMc ¢qp¡¢hl j¡b¡ ¢Rm a¡l z h¡P¡¢m h¢mC a¡l Efkš² f¡¢ln¢jL ¢S¡¢V¢ez' - a¡l = e¾c¢L¢n¡l z

"HL lL¢jl nM j¡eo¢L ¢f¢w h¢p ¢pV¡ j¡am¡¢jl j¢a¡' --- "m£¡h¢lV¢l' N¢Ò¢fl Awn z

"Bj¡l Se£Ù¡e nua¡¢el c¢ø B¢R, - Bj¡l = p¡¢qe£l

"A¢eL fl¦o¢LC B¢j i¢mu¢R z ¢L¿ Bj¡l EflJ ¢V,¡ ¢c¢a f¡¢l Hje fl¦o BS ¢cMmj' - B¢j / Bj¡l = p¡¢qe£ z

"NlSV¡ k¡lC ¢q¡L, hå¡aV¡C a¡ m¡¡i ' z - "m£¡h¢lV¢l' N¢Ò¢fl Awn z

"a¢j ¢pC Rc£¢hn£ ¢p¡e¡l ¢Ym¡' - a¢j = p¡¢qe£ z

"¢h¡d qu ¢j¢wS¡aV¡l flC Bfe¡l ¢h¢no HLV Lf¡ B¢R' z - Ad£¡fL je£b ¢Q£dl£ z

"Bj¡l ¢j¢wl¡ ¢cMh¡l - ¢R¡h¡l j¢a¡ ¢Ste¡p e¡ ¢f¢m fS¡ Llh¡l bC f¡¡Ce' z-"m£¡h¢lV¢l' N¢Ò¢fl Awn z

"N¡¢w Bj¡l c¡N ¢m¢NR ¢L¿ j¢e R¡f m¡¢N¢e' z-"m£¡h¢lV¢l' N¢Ò¢fl Awn z

"p¢a£ Lb¡ h¢m¢w ¢eh¡l ¢m¡L b¡L¢m hm¡ pqS qu' z-"m£¡h¢lV¢l N¢Ò¢fl Awn z

"H q¢qR jl¡ L¡¢W L¡W¢W¡Ll¡l ¢W¡Ll cJu¡' z-"m£¡h¢lV¢l' N¢Ò¢fl Awn z

"jœ l¡¢Mp jÙ f¢ai¡l jÙ c¡¢ua' z-AdÉ¡fL ¢Q±d¢l > lha£ z

"B¢j h¡‰¡¢ml ¢jœu eC, i¡m¡h¡p¡ ¢eœu ¢Lhm ¢Q¡¢Ml Sm ¢gœm L¡æ¡L¡¢V L¢l œe z i¡m¡h¡p¡l Se£ f¡Z ¢cœa f¡¢l, f¡e ¢eœa f¡¢l' z- B¢j = p¡¢qe£ z

"iu ¢Le Llh, nÜ¡ L¢l' z-p¡¢qe£L lha£ z

"e¡l£qle, f¡¢eNqœel ¢Qœu i¡œm¡ z' hš²¡ = p¡¢qe£ z

"¢h¡L¡ fl¦o¢cl e¡¢L c¢s ¢cœu Q¡¢mœu ¢eœu ¢hs¡e¡ pqS z' -hš²¡ = AdÉ¡fL ¢Q±d¢l z

১) 'নিশীথে' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় যে পত্রিকায় -
L) ¢qah¡c£ (°hn¡M, 1305) M) phSfœ (j¡O, 1301)
N) i¡la£ (°hn¡M, 1305) O) j¡de¡ (j¡O, 1301)

২) ' ও কে ? ও কে ? ও কে গো ?' - উদ্ধৃতাংশটি যে গল্পের অন্তর্গত
ক) নিশীথে M) cl¡n¡
N) Ù£l fœ ঘ) ল্যাবরেটরি

৩) কালিদাসের যে শ্লোকটি দক্ষিণাচরন বাবু শোনাতে যান -
L) p¢Qh x N¢qe£ pM£¢jbx M) N¢qe£ p¢Qhx pM£¢jbx
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলবিধো
গ) গৃহিনী গৃহমুচ্চতে ঘ) কোনটি সঠিক নয়

4) "cl¡n¡ গল্পের গল্পকথক নবাব গোলামকদের খাঁর পুত্রী বেগমসাহেবকে যেখানে দেখেন -------
ক) দার্জিলিঙের ক্যালকাটা রোড খ) দার্জিলিঙের সেন্ট লরেন্স রোডে
গ) কলকাতার ফিডার রোডে ঘ) কলকাতার এলগিন্স রোডে

৫) 'আমার জীবনের আশ্চর্য কাহিনী অদ্যই পরিসমাপ্ত হইয়াছে' ---- L¡l জীবনের কাহিনীর কথা বলা হয়েছে -----
L) el - Eæ£p¡ খ) কেশর লাল
N) LbL ঘ) কোনটিই না

6) ¢e¢j¢m¢Ma j¿hÉ...¢ml öÜ - অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উওর নির্বাচন করো ---
ক) নবাব পুত্রী বেগম সাহেবের একটি হিন্দু বাঁদি ছিল
খ) হিন্দু বাঁদিটি মাঝে মাঝে ব্রাহ্মন ভোজন করিয়ে দক্ষিনা দিত
গ) কেশরলাল ঠাকুর সকলের গৃহে অন্নগ্রহন এবং দানপ্রতিগ্রহ করতেন
ঘ) নবাবপুত্রী তাঁর হিন্দু দাসীর নিকট হিন্দুধর্মের সমস্ত আচার ব্যাবহার শুনে ছিলেন ।

সংকেত :-

L)	öÜ	öÜ	AöÜ	öÜ
M)	AöÜ	öÜ	AöÜ	öÜ
N)	öÜ	AöÜ	öÜ	AöÜ
O)	öÜ	öÜ	öÜ	AöÜ

৭।নবাব গোলাম কাদের খাঁর কন্যা fথম যেদিন অন্তঃপুর থেকে বাহিরে আসেন তখন তার বয়স ছিল ---
L) 13 hRl M) 8 hRl

N) 26 hRI O) 16 hRI

৮। ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পটি প্রথম যে পত্রিকায় fL¡¢na qu ---
L) phSfœ (n¡he 1321) M) i¡la£ (°hn¡M 1305)
N) p¡de¡ (j¡0, 1301) O) ¢qah¡c£ (n¡he, 1321)

9z ¢ej¢m¢Ma j¿h£...¢ml öÜ - অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ---
ক) পত্রটিতে সম্বোধন শুরু হয়েছে ‘শ্রীচরনকমলেষু’ বলে । এবং শেষ হয়েছে তোমাদের চরনতলাশ্রয় ছিন্ন বলে ।
খ) মেজো বউ - এর বিবাহ হয়েছে পনেরো বছর
গ) মৃনালের ও তার ভাই এর শিশুবয়সে সান্নিপাতিক জ্বরে মৃনালের ভাইমারা যায় ।
সংকেত

L)	öÜ	öÜ	öÜ	öÜ
M)	AöÜ	öÜ	öÜ	AöÜ
N)	öÜ	öÜ	AöÜ	öÜ
O)	öÜ	AöÜ	öÜ	AöÜ

১০। মৃনালের যখন বিয়ের সম্বন্ধ হয় তখন তার বয়স ---
L) cn খ) এগারো
গ) বারো ঘ) তেরো

১১। ‘সন্ধ্যাতারার মতো ক্ষনকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেল’ --- কিসের কথা বলা হয়েছে ---
ক) মৃনালের ভাই খ) মৃনালের মেয়ে
গ) মৃনালের বাবা ঘ) মৃনালের মা

১২। মৃনালের শ্বশুরবাড়ির উত্তরদিকে পাঁচিলের গায়ে নর্দমার ধারে যে গাছ জন্মেছিল ---
L) BjN¡R M) N¡hN¡R
N) S¡jN¡R ঘ) তেঁতুল গাছ

১৩। মৃনালের ছোটো ভাই এর নাম---
L) nlv খ) হেমন্ত
N) e¢me£ O) l¡j

১৪। ‘আমাকে তোমরা তা হলে নিতান্তই ত্যাগ করলে ’--- E¢š²¢V L¡l?
L) je¡m M) nlv
N) ¢h¾c ঘ) কোনোটিই না

১৫। ‘হৈমন্তী’ গল্পে গল্পকথকের নাম ---
L) ¢n¢nl M) nlv
N) Af O) hej¡m£

16) "°qj¿£ - অপুর’ বিবাহের যিনি ঘটকালী করেন --
ক) গৌরী শংকর M) e¢me£
N) hej¡m£ O) ¢en¡e¡u

17) ¢ee£¢m¢Ma j¿hÉ...¢ml öÜ - অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো -
a) হৈমন্তীর বিবাহে গৌরীশংকরবাবু পনেরো হাজার টাকা নগদ এবং তিন হাজার টাকা গহনা দেন ।
b) গৌরীশংকরবাবু রাজসংসারে শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ।
c)রাস উপলক্ষ্যে দেশের কুটুম্বরা অপুদের কলকাতার বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়।
d)অপুর মা বলেন হৈমন্তীর বয়স বারো ফাল্গুনে তেরোয় পা দেবে।
সংকেত

	a	b	c	d
L)	AöÜ	öÜ	öÜ	AöÜ
M)	öÜ	AöÜ	öÜ	AöÜ
N)	öÜ	AöÜ	AöÜ	öÜ
O)	öÜ	öÜ	AöÜ	AöÜ

১৮) হৈমন্তীর জন্য ডাক্তার বিধান দেন -
L) h¡u f¢lhae খ) হাঁটাফেরা
গ) নিরামিষ ভোজী হওয়া O) ph...¢mC p¢WL

১৯) ‘ল্যাবরেটরি গল্প¢Vl fhpwMÉ¡ qm -
L) 11 M) 12
N) 13 O) 14

২০) নন্দকিশোর যেখানকার ইউনিভা¢সিটি থেকে পাশ Ll¡ C¢”¢eu¡l -
L) fÉ¡¢lp M) m™e
N) é¡¾p O) Ca¡¢m

২১) নন্দকিশোর যে মেয়েটিকে আংটি পরিয়ে দিয়েছিল -
ক) সোহিনী M) e£m¡
N) BCj¡ ঘ) কোনটিই সঠিক নয়

২২) নন্দকিশোর - সেহিনীর মেয়ের নাম ----
L) e£¢mj¡ M) l¡Cj¡
N) l£e¡ O) Al¡¢ej¡

২৩) সোহিনী নীলাকে নিয়ে রেবতীর সঙ্গে দেখা করানোর জন্য যেখানে আসে ----
ক) বোটানিকেল M) ¢Q¢su¡M¡e¡u
গ) দক্ষিনেশ্বর O) L¡m£O¡V
E:-

২৪) সোহিনী বর্মা থেকে কোন ফুলগাছ এনেছিল বলে রেবতীকে জানায় ---
ক) ক্কোয়াইটা ¢eu¡¾c M) g¡Cúg
গ) গ্রান্ডিফ্লোয়া O) Hm¡jä¡

২৫) ‘ক্কোয়াইটা নিয়াঙ্গে’ এর লাটিন নাম ----
ক) মায়োলিয়া খ) মিলেনিয়া

গ) মিলেটিয়া O) ¢nfVe

26) je:b রেবa:কে ল্যাবরেটরির কোন কোন জিনিস দেখায়----
ক) গ্যাল্‌ভানোমিটার M) i É¡Luj f¡Çf
গ) মাইক্রোফোটোমিটার O) phL¢V p¢WL

২৭) রবীন্দ্র ছোটগল্প অবলম্বনে কিছু মন্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হল । শুদ্ধ বিচার করে সঠিক উত্তর নিব¡Qe LIz
a) দক্ষিনারঞ্জন বাবুর প্রথম স্ত্রী মৃত সন্তান প্রসব করেন ।
b) 'দুরাশা' গল্পে কালিদাসের মেঘদূত-কুমারসম্ভবের কথা আছে
c) অপুর গৃহের পশ্চিমদিকে মল্লিকদের বাগানে ফাল্গুন গাছ হলুদ ফুলে আচ্ছন্ন ।
d) মৃনালের বড় জায়ের বোন হল বিন্দু
সংকেত :-

	a	b	c	d
L)	öÜ	öÜ	AöÜ	öÜ
M)	öÜ	öÜ	AöÜ	AöÜ
N)	AöÜ	AöÜ	öÜ	öÜ
O)	öÜ	AöÜ	öÜ	AöÜ

teachinns Text with Technology

Answers

Question No.	Answer
1	M
2	L
3	M
4	L
5	L
6	L
7	O
8	L
9	L
10	N
11	O
12	O
13	L
14	N
15	N
16	N
17	L
18	L
19	N
20	M
21	L
22	L
23	L
24	L
25	N
26	O
27	L

Previous Year Question

June -2019

১)‘পুনশ্চ’ কাব্যের চারটি কবিতার নাম এবং সেগুলি যে পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল দুটি তালিকায় তা প্রদত্ত হল । উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি teh¡Qe LIz

	fbj a¡¢mL¡	¢àa¢u a¡¢mL¡
a)	j¡eh fœ	i) f¢IQu
b)	পুকুর ধারে	ii) L¢ha¡
c)	R¢V	iii) fh¡p£
d)	চিররূপের বানী	iv) ¢h¢Qœ¡

সংকেত

	a	b	c	d
L)	iii	iv	ii	i
M)	iii	i	iv	ii
N)	iv	iii	ii	i
O)	ii	i	iv	iii

June -2019

২) ‘চতুরঙ্গ উপন্যাসে হরিমোহন ভরা কলির দুর্লক্ষন দেখে খুদে অক্ষরে দুর্গানাম লিখে দিস্তাখানেক কাগজ করেছিলেন কারন
ক) জগমোহন ননিকে গৃহে স্থান দিয়েছিলেন
খ) দরিদ্র মুসলমানদের জন্য জগমোহন আপন গৃহে ভোজেনর আয়োজন করেছিলেন,
গ) জগমোহন প্লেগ আক্রান্ত রোগীদের ফেলে অন্যত্র যেতে চাননি।
ঘ) শচীশ ভ্রষ্টা ননিবালাকে বিবাহে সম্মত হয়েছিলেন।

June -2019

৩ রবীন্দ্রনাথের পাঠ্য গল্পের অনুসরনে কয়েকটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল।প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নত কর।
"¢নশীথে’ গল্পে দক্ষিনাচরন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মুসৌরিতে গিয়েছিলেন।
‘স্ত্রীর পত্র ’গল্পে পুরীর গাড়ীতে বিন্দুকে তুলে দেবার কথা ছিল বুধবার
‘হৈমন্তী’ গল্পের কথক তাঁর স্ত্রীর জনা শৌখিন বাঁধাই করা ফরাসী কবিতার বই কিনে এনেছিল।
ল্যাবরেটরী গল্পের রেবতী রবিবার কাটায় নিম বীথিকার তলায়।
সংকেত :-

	a	b	c	d
L)	öÜ	AöÜ	öÜ	AöÜ
M)	öÜ	AöÜ	AöÜ	öÜ
N)	AöÜ	AöÜ	öÜ	öÜ
O)	AöÜ	öÜ	AöÜ	ÛÜ

June -2019

৪. ‘অচলায়তন’ নাটকে পঞ্চকের একটি সংলাপ আছে :-

ক) দুটি সুপুরি আর দু মাষা সোনা
খ) পাঁচটি সুপুরি আর দেড় মাষা সোনা
গ) চারটে সুপুরি আর এক মাষা সোনা
ঘ) তিনটে সুপুরি আর আধ মাষা সোনা

June -2019

5. lh:ন্দ্রনাথের ‘মুক্তধারা’ নাটক অনুসরন করে একটি মন্তব্য ও তাঁর সমর্থনে একটি যুক্তি দেওয়¡ qmz সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্দেশ কর।

j¿hÉ - উত্তরকূটের অন্নবস্ত্র দুর্মূল্য হয়ে উঠবে।

k¢š² : কেননা নন্দিসংকটের পথ বন্ধ করা আছে ।

সংকেত :-

L) j¿hÉ öÜ ¢L¿ k¢š² AöÜ
M) j¿hÉ J k¢š² cC C AöÜ
N) j¿hÉ J k¢š² cCC öÜ
O) j¿hÉ¢V AöÜ ¢L¿ k¢š² öÜ

Answer with Reference

Question No.	Answer	Reference
1)	L)	Unit-1 âøjhÉ LjhÉ feÔQ
2)	M)	Unit-2 EfeÉjp Qal‰
3)	M)	Unit-3 রবীন্দ্র গল্পগুচ্ছ ‘নিশীথে’ ,‘স্ত্রীর পত্র’ ‘হৈমন্তী’ ‘ল্যাবরেটরি’র বিষয়বস্তু পাটের প্রয়োজন
4)	N)	Unit - 4 Sub unit - 4.1 âøjhÉ ejVL - AQmjuQe
5)	L)	unit - 4 Sub unit - 4.2 ejVL - jš²djl¡

teachinns
Text with Technology

SUB UNIT - 4

e¡VL 4.1
BQm¡uae
[1912 - শিলাইদহে লেখা]
‘রাজা’ নাটক লেখার সাত আট মাস পরে ‘আচলায়তন’ রচিত হয় ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমবার বিলাতে গিয়ে সেখানকার গৃহসংসার পরিমন্ডলে গান ও অভিনয় আনন্দচর্চার আস্বাদ পেয়ে স্বদেশে ফিরে এসে নিজেদের পরিবারে সেই আনন্দ-পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেন । এই সূত্রেই তাঁর রীতিমত নাটক রচনার প্রয়াস । পারিবারিক পরিবেশে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই ‘বাল্মীকি -- f¢a i¡'l lQe¡ z (fL¡nL¡m --- g¡ÔNe 1287) håe Ap¢qo·, j¢š²fu¡p£ lh£¢ce¡b তাঁর পূর্বের নির্দ্দিষ্ট নাটকের সবধরনের রীতি ও নিয়ম আতিক্রম করে নাট্য রচনা শুরু করেছিলেন । রবীন্দ্র প্রতিভা প্রধানত কাব্যধর্মী। ‘খেয়া’ যুগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি যে নাটকগুলি লিখেছিলেন সেগুলির মধ্যে গীতিকাব্যের প্রভাব পরিস্ফুট ।‘খেয়ার’ পর থেকে গীতাঞ্জলি’র যুগ থেকে কবি মন রূপ থেকে অরূপের রাজ্যে , বিশ্ব থেকে বিশ্বাতীতের পথে অগ্রসর হল । তখন থেকে রূপক তত্ত্বময় নাটকগুলির সূচনা হয়েছে । আমাদের আলোচ্য ‘আচলায়তন’ (১৯৯৮) নাটকটি রূপক ও সাঙ্কেতিক পর্যায়ের নাটকের অর্ন্তগত । রবীন্দ্রনাথের পূর্বে সাঙ্কেতিক নাটক বাংলা সাহিত্যে ছিল না তার পরেও এই নাটক আর লেখা হয়নি । এই নাট্যরীতি তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে গ্রহন করেছিলেন এমন অনুমান অসঙ্গত নহে ।

‘আচলায়তন’ নাটকের বিষয়বস্তু এইরকম :- অচলায়তন নামের একটি আশ্রমে কতকগুলি শিক্ষার্থী এবং আচার্য , উপাচার্য , উপাধ্যায় , অধ্যাপক মহা পঞ্চক প্রভৃতি বাস করে । উঁচু প্রচীর দিয়ে আশ্রমটি ঘেরা - ভেতরে লোহার দরজা। কোনো বাইরের লোকের সেখানে প্রবেশ নিষেধ । এখানকার ছাত্ররা কেবল নানা মন্ত্র মুখস্থ করে, তন্ত্রঅনুসারে বিভিন্ন ক্রিয়াকান্ড করে, শাস্ত্রের বচন অনুসারে জীবন যাপন করে । সামান্য একটু নিয়ম লঙ্ঘনে মহাপাতকের ভয়। ছাত্র ও অধ্যাপকের জীবন এখানে কঠিন নিয়ম ও নিষ্ঠার বাঁধনে দৃঢ়ভাবে বাঁধা । অতি প্রচীন এই প্রতিষ্ঠান । ছাত্রদের মধ্যে পঞ্চম নামে একটি ছাত্র ছিল , সে প্রানের সঙ্গে এই শিক্ষা গ্রহন করতে পারে না । সে মন্ত্র মুখস্থ করতে পারে না , এই আশ্রমে জীবনে সে কোনো আনন্দ পায় না । তার কথায় ও ব্যবহারে সর্বদা অনিয়ম ও বিদ্রোহ ।

এই আচলায়তনের উত্তর দিকে আছে একজটা দেবীর মন্দির । সেই মন্দিরের দিকের জানালা খোলা নিষেধ । আশ্রমের এক বালক শিক্ষার্থী সুভদ্র কৌতূহলবশত সেই জানালা খুলেছে। তাই আশ্রমের মধ্যে নিয়মভাঙ্গার হৈ-চৈ পড়ে গেছে । সুভদ্রর পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হবে তাই নিয়ে সবাই ব্যস্ত । কিন্তু পঞ্চক বলে এতে কোনো পাপ নেই । সে সুভদ্র কে আশ্বাস দেয় । এই আয়তনের সর্বাধ্যক্ষ আচার্য বহুকাল থেকে ক্রিয়াকান্ড , তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে ব্যাপৃত আছেন , কিন্তু এই নিরবিচ্ছিন্ন ব্রত , উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্রাভাসে তিনি অন্তরে কোনো আনন্দ ও শান্তি পাচ্ছেন না । তিনি ছাড়তেও পারছেন না অথচ একে সত্য বলে গ্রহন করতে পারছেন না । সুভদ্রর প্রায়শ্চিত্তর ব্যাপারে আচার্য্য বিধান দিলেন সুভদ্রকে আর্শীবাদেই তার মঙ্গল হবে । মহাপাতকের দলের মনে হল আচার্য সনাতন ধর্ম বিনাশ করছেন তাই আচার্য ও পঞ্চককে নির্বাসন দেওয়া হল । তারা দুজনে দর্ভক পল্লীতে Bnu ¢em z

অচলায়তনের বাইরে শোন পাংশুদের বাস ও প্রাচীরের এককোনে দর্ভকপল্লী উভয়ে অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ । শোন f¡wöl¡ Lj-পাগল , দাদা ঠাকুরকে নিয়ে তারা মাতামাতি করে । আবার দাদাঠাকুর দর্ভকদের গোঁসাই তাঁদের শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র। বহুদিন থেকে আচলায়তনে গুরুর আসার কথা। এমনসময় দাদাঠাকুরই গুরুরূপে আর্বিভূত হলেন । সঙ্গে তাঁর অস্ত্রধারী শোন পাংশুর দল । বহুদিনের উঁচু প্রাচীর গুরুর আদেশে ভেঙ্গে ফেলা হল। আকাশের অর্পযাপ্ত আলো বাতাস এসে অচলায়তনে প্রবেশ করল । গুরু নতুন ভাবে অচলায়তনের পুর্নগঠন করলেন । তিনি পঞ্চককে নির্বাসন থেকে ডেকে আনলেন । মহাপঞ্চককে ও বাদ দিলেন না । মহাপঞ্চক ও পঞ্চকের হাতেই অচলায়তনকে নতুন করে গড়ার ভার দিলেন। এইভাবে অচলায়তনে জ্ঞাe, কর্ম ও ভক্তির যোগে আনন্দ নিকেতনে পরিনত হল ।

এই নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য ---
‘‘ আমাদের পাপ আছে বলিয়াই শাস্তি আছে --- যত লড়াই ওই শাস্তির সঙ্গে, আর যত মমতা ওই পাপের প্রতি । আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য
হইয়া উঠিয়াছে । আমাদের সমস্ত দেশব্যাপ্ত HC h¢cn¡লাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্ট করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই । অচলায়তনে অমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে । শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে’’।
[lh£¢c lQe¡hm£ -- 11n Mä fx 506 -510]

...l¡afe ab£

- ‘অচলায়তন’ নাটকের দৃশ্যসংখ্যা 6¢V

fbj cn£ -- অচলায়তনের গৃহ
¢àa£u cn£ -- f¡q¡s j¡W
aa£u cn£ -- AQm¡uae
Qab cn£ -- ciLfõ£
f’j cn£ -- AQm¡uae
où cn£ -- ciLfõ£

- ‘অচলায়তনে’ নাটকটির উৎসর্গপত্র রচনা করেন শিলাইদহে বসে ১৫ আষাঢ় ১৩১৮ সালে । উৎসর্গপত্রটি নিম্নরূপ :
B¿¢lL nÜ¡l ¢ecne -ül¢f এই অচলায়তন নাটকখানি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নামে উৎসর্গ L¢lm¡j z
পত্রিকায় প্রকাশকালে এই উৎসর্গপত্রটি রচিত হয় কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে এই উৎসর্গপত্রটি বর্জিত হয় ।

- নাটকের গানের সংখ্যা -- 23¢V

- ‘অচলায়তন’ নাটকের চরিত্রগুলি হল : পঞ্চক , মহাপঞ্চক ,সুভদ্র , ছাত্রদল -- বিশ্বম্ভর , সঞ্জীব ,জয়োত্তম , বালকদল তৃনাঞ্জন ,উপাধ্যায় , আচার্য , উপাচার্য , শোনপাংশুর দল ,দাদাঠাকুর ,রাজা , পদাতিক ,দর্ভকদল ।

- অচলায়তন নাটক সম্পর্কে লেখকের নিজের ও সমালোচকদের মতামত।

‘‘ধর্ম যখন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় করে কঠিন হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে বিভক্ত করে দেয় ... ধর্মে যখন রসের বর্ষা নামে তখন ... সেই পূর্নতায় সকলকে মিলিয়ে দিতে চায়’’। (lh£¢ce¡b W¡LI)

‘‘. . .নাটকের বিষয়বস্তু ছাড়াও কবি মনের পশ্চাদ্‌ভাগের একটি ধারনা বা চিন্তা এই নাটকের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় । তাহা কবির ইতিহাস চেতনা বা সমাজসমস্যা চেতনার রূf ''z (উপেন্দ্রনাথ ভ–¡Q¡k)

- ‘অচলায়তন’ নাট্যে কবি প্রাচীন সভ্যতার সঙ্কীর্নতার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অতিশয় সুন্দর হইয়াছে । এই নাট্যের e¡jLle Cq¡l HL¢V fd¡e °h¢nø£ ''z (সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

- ‘‘অচলায়তনের কাহিনীতে রূপক ও রূপকথা জড়াইয়া আছে । ইতিহাসের কোনো ঘটনার ও ব্যাক্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই । বৌদ্ধ -অবৌদ্ধ কোন পুরানকাহিনী অথবা প্রচীন আধুনিক কোন গল্প অবলম্বনে নাটককাহিনী পরিকল্পিত নয়’’।

- রবীন্দ্রনাথ ‘অচলায়তন’ এর পঞ্চক ও মহাপঞ্চক নাম দুটি এবং কাহিনীর যৎসামান্য সূত্র সম্ভবত পেয়েছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত ‘(The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, গ্রন্থের story of panchak’) থেকে

- নাটকটি পঞ্চকের ‘তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে’ গান দিয়ে শুরু।

- পঞ্চকের সংলাপ দিয়েই নাটকটি শেষ হয়েছে ।

- সুভদ্র অচলায়তনের উত্তর দিকের জানালা খুলে বাইরটা দেখে ফেলেছিল। এই জানালা তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে hå ‡Rm z

- Ihš¿ceib Wiকুরের প্রথম নাটক বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১)

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম যথার্থ সাংকেতিক নাটক রাজা (১৯১০)

- রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' নাটকটি নাম হিসেবে 'গুরু' নামটিকে পছন্দ করেছিলেন এর প্রমান মেলে চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের লেখায় :
'' প্রথমে যেদিন অচলায়তন নাটক পাঠ করেন, সেদিনই উহার নাম গুরু রাখিবার ইচ্ছা কবি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা অচলায়তন নামটিকেই অধিক সমর্থন করাতে তাহাই বহাল থাকিয়াছিল''।

- 'অচলায়তন' প্রকাশের ছয় বৎসর পরে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের শেষ দিকে সহজ অভিনয় যোগ্য করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ নাটকটির কিছু পরিবর্তন ও বর্জন করে 'গুরু' শিরোনামে রূপান্তরিত করেন । এর ভূমিকায় তিনি লেখেন -
''সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি 'গুরু' নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে fLiin Lli qCm'z

1z AQm¡uae Lb¡l Ab qm ---
L) AQm fup¡ খ) অচল হয়ে থাকা আয়তন
N) HL¢V Bnj O) HL¢V Nq

২। ‘অচলায়তনে’র কে গুরুকে চিনতেন
L) BQ¡k£ Ac£efe£ M) n´Mh¡cL
N) j¡m£ ঘ) সকলেই

৩। সুভদ্র যেদিকে জানালা খুলেছিল
L) EšÍl M) c¢re
N) fh O) f¢ÕQj

৪। সুভদ্র যত বছরের আগল খুলেছিল
ক) দুশো বছরের খ) পঁচশো বছরের
N) fua¡¢õn বছরের ঘ) তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছরের

৫। কাকিনী সরোবরের নৈঋত কোনে যা খুঁজতে হবে
ক) পূর্বপুরুষদের সমাধি খ) ঢোঁড়াসাপের খোলস
N) HL¢V An›N¡R O) HL¢V fQ£e j¢cl

৬। অচলায়তনিক হিসেবে কোন বিদ্যা অর্জন না করলে লোক সমাজে লজ্জার ব্যাপার হয়
ক) শৃঙ্গভেরী ব্রত M) L¡LQ’ fl£r¡
গ) ছাগলাম শোধন O) phL¢VC

৭। গুরু কাকে ‘অচলায়তনে’র নতুন আচার্য হিসেবে নিয়োগ করেন?
L) f’L M) jq¡f’L
N) j¿l…ç O) piâ

৮। কে সুভদ্র কে মহাতামস ব্রত করতে নিষেধ করে ।
L) f’L M) BQk
N) c¡c¡W¡Ll ঘ) সকলেই

৯। ‘অচলায়তন’ নাটকের কর্মময়, গতিশীল, পরিনামহীন, সংগ্রামশীল অস্থির জীবনের প্রতীক কে / কারা ?
L) ciLl¡ খ) শোনপাংশুরা
N) jq¡f’L O) f’L

১০। মহাতামস ব্রত করলে যা দেখ¡ k¡বে না
L) j¡eo M) BL¡n
গ) আলো O) AåL¡l

11z ‘প্রয়োগ প্রজ্ঞতি’ যার লেখা
ক) কুলদত্তের খ) ভরদ্বাজ মিশ্রের
N) উপাধ্যায়ের ঘ) মহাপঞ্চকের

১২। ‘ক্রিয়াসংগ্রহ’ যার লেখা

ক) কুলদন্ডের খ) ভরদ্বাজ মিশ্রের
গ) আচার্যের ঘ) উপাধ্যায়ের

১৩। ‘উনি আমাদের সব দলের শতদল পদ্ম’ ---- যার কথা বলা হয়েছে

ক) গোঁসাই ঠাকুর M) c¡c¡W¡LI
N) ...I¦W¡LI O) h¡h¡W¡LI

14z "Eam d¡l¡ বাদল করে ’ --- গানটি যারা গেয়েছে

ক) শোনপাংশুরা খ) অচলায়তনের বালকরা
N) f’L Hhw jq¡f’L O) ciLI¡

১৫। ‘আমরা চাষ করি আনন্দে’----

ক) শোনপাংশুরা খ) অচলায়তনের বালকরা
N) p”£h Hhw ¢hnñI ঘ) দ্বিতীয় শোনপাংশু

১৬। ‘হারে রে রে রে রে ’ --- গানটি যে গেয়েছে ।

L) p”£h M) f’L
N) fbj h¡mL ঘ) দ্বিতীয় শোনপাংশু

teachinns
Text with Technology

Answers

Question No.	Answer
1	0
2	0
3	L
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	N
11	M
12	L
13	0
14	0
15	L
16	0

teachinns
Text with Technology

4.2

j¡š²d¡l¡
[fL¡nL¡m -1922]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবত্মার বন্ধন মুক্তির আদর্শে বিশ্বাসী । পরিপূর্ণ মানবত্মার পূজারী তিনি । যেখানে ধর্মের শুষ্ক আচার ও মিথ্যা ভয় দ্বারা মানুষকে বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছে , সমাজের যুক্তিহীন , হৃদয়হীন রীতি নীতি দ্বারা মানাবত্মা পীড়িত সেখানেই কবির মনোগত আদর্শ ক্ষুন্ন হয়েছে । ১৯১৮ সাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ হয় । মহাযুদ্ধের সংবাদে কবি চিত্ত খানিকটা আলোড়িত হয়েছিল । রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল 'ক্রন্দনের কলরোল' ও 'লক্ষ বক্ষ হইতে মুক্ত রক্তের কল্লোল ' এর মধ্য দিয়ে দেখা দেবে নূতন উষার স্বর্নদ্বার'। কিন্তু কবির আশা ব্যর্থ হল । যুদ্ধোত্তর জগতে নূতন উষার স্বর্নদ্বার খুলল না মৃত্যুসিন্ধুমন্থনে মানুষের ভাগ্যে অমৃত উঠল না 'মুক্তধারা' ও পরবর্তী নাটক 'রক্তকরবীতে এই যুদ্ধোত্তর ইউরোপ ও আমেরিকাই রবীন্দ্রনাথের j¡ep fVi¢j z

"fh¡p£' f¢œL¡u (°hn¡M- ১৩২৯) 'মুক্তধারা' (১৯১২) নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় । রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখাকে ভেঙে গড়ে বারবার নতুন রূপে উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রেও নাটকের পূর্বসূত্র 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকেও অনুভব করা যায়। নাটকটিকে প্রথমে তিনি 'পথ' নামে অভিহিত করেছিলেন। এই পথ জীবনের নিরন্তর অগ্রসর হওয়া ---- A¢hl¡j Q¢m¡l fa£Lz রানু অধিকারীকে একটি পত্রে (৪ মাঘ,১৩২৮) তিনি লিখেছিলেন।---

'' আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখেছিলুম --- শেষ হয়ে গেছে তাই আজ আমার ছুটি এ নাটকটি প্রায়শ্চিত্ত নয়, এর নাম 'পথ'। এতে কেবল 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে , আর কেউ নেই'',-öd Q¢lœ eu, i¡he¡u J EfÙ¡fe¡u j¡š²d¡l¡ HL¢V A¢ieh e¡V£fu¡p z

মুক্তধারা নাটকে উগ্রজাতীয়তাবাদ, পররাজ্য লোলুপ রাষ্ট্রনীতি এবং যন্ত্রসভ্যতার আস্ফালন নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে।শুধু ভারতবর্ষ নয় ইউরোপ -H¢nu¡-আমেরিকার মানুষেরও মররনবাঁচনের সমস্যার শুভ সমাধানের সংকেত নাটকটিতে আছে। মানুষের সংকীর্ন জাতিগত স্বার্থচেতনা ও বনিকবৃত্তি পৃথিবীর বুকে যে পীড়ন চালিয়েছে, তার বিরূদ্ধে মানুষের শুভবুদ্ধি ও কল্যান প্রেরন¡ HL¢ce জাগ্রত ও জয়ী হবে। মানুষ যন্ত্রের দাস না হয়ে যন্ত্র মানুষের দাস হবে-এটা ই মুক্তধারা নাটকের মর্মকথা।

j¡š²d¡l¡l ¢houhÙ HCl¢f:-

উত্তরকূটের রাজা রনজিৎ বিজিত অথচ বিদ্রোহী শিবতরাই জনপদের প্রজাদের আয়ত্তে আনতে না পেরে রাজ্যের জলসরবরাহের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।মুক্তধারা ঝরনা এতকাল তাদের পিপাসিত কণ্ঠ ও চাষের ক্ষেত সরস করে রেখেছিল, কিন্তু যন্ত্ররাজ বিভূতি বহুবৎসরে চেষ্টায় এক বিরাটাকায় লৌহযন্ত্রের বাঁধ নির্মান করে সেই মুক্তধারাকে বেঁধে ফেলেছে।শিবতরাই এর পিপাসা ও চাষের জল চিরতরে রূদ্ধ হয়েছে।

শিবতরাই এর প্রজারা ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে দু বছর খাজনা বন্ধ করে দিয়েছে।দেশে দূর্ভিক্ষ হওয়ায় তারা কোনোমতে খাবার অন্ন জোগাড় করেছে।উদ্বৃত্ত না থাহায় খাজনা দিতে পারছে না।মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা যুবরাজ অভিজিৎকে দায়িত্ব দিয়েছিল প্রজাদের বশে আনার জন্য। ¢L¿ A¢i¢Sv ¢iæ fL¢al j¡eoz সে চিরদিনের মতো শিবতরাই এর বাসিন্দাদের উত্তরকূটের অন্নজীবি হয়ে থাকার দূর্গতি থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।তার জন্য যুবরাজ বহুকালের রূদ্ধ নান্দিসংকটের পথ কেটে দিয়েছেন।যে পথ দিয়ে শিবতরাই এর পশম বিদেশের বাজারে বিক্রি হয়ে অর্থসমস্যার সমাধান করতে পারে।যুবরাজের এই কাজে উত্তরকূটের স্বার্থান্বেষী প্রজারা ক্ষেপে উঠেছে।যুবরাজ অভিজিৎকে রাজা সরিয়ে দিলেন।তবুও ধনঞ্জয়ের নেতৃত্বে উগ্র প্রজারা খাজনা না দিতে বদ্ধপরিকর রইল। এই বিদ্রোহী প্রজাদের বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য মুক্তধারার বাঁধ নির্মান করা হয়েছে।এই বাঁধ বাঁধিবার জন্য অর্থব্যয় ও প্রাণব্যয় করে যন্ত্র নির্মান করা হয়েছে।বিরাট দৈত্যের মতো যন্ত্র সগর্বে আকাশে মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।

পরিশেষে অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি - পথে অবিশ্রাম লোকের আনাগোনা। এমন সময় মুক্তধারার জলস্রোতের শব্দ শোনা গেল-যেন 'অন্ধকারের বুকের ভিতর খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল' সকলেই বুঝল মুক্তধারার বাঁধ ভেঙেছে - jš²dj¡l¡ ছুটছে। সুতরাং মানব জীবনের অব্যাহত, স্বচ্ছন্দ, অবিরাম গতিই মুক্তধারা। এই রুদ্ধ অবস্থা জীবনের বিকৃত ও অসত্য রূপ, সর্ববন্ধনমুক্ত গতিই জীবনের স্বরূপ, মুক্তধারাই তার জীবনের প্রতীক। প্রকৃতির উপর অত্যাচার করলে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেয়। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও যন্ত্র যদি মনুষ্যত্বের অনুকূল না হয় তবে তার ধ্বংসই কাম্য। রবীন্দ্রনাথ মুক্তধারা নাটকে এই কাম্যতাকেই শিল্পরূপ দান করেছেন।

...l¡afZ abÉ

- 'মুক্তধারা' নাটকটি 'ব্রাহ্মমিশন প্রেস' থেকে প্রবাসী কার্যালয়ের পক্ষে ১৪-C Bo¡t 1329 h‰¡ë (28-শে জুন ১৯২২) রামানন্দ চ–োপাধ্যায় নাটকটি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করেন।
- "jš²dj¡l¡' e¡VL¢V lQe¡l pju lh£%ce¡b e¡VL¢Vl e¡j ¢দেয়েছিলেন 'পথ'।
- ''এই নাটকের পাত্র ধনঞ্জয় ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা অংশ 'প্রায়শ্চিত্ত' নামক আমার একটি নাটক হইতে mJu¡z'' ["jš²dj¡l¡l i¢jL¡ / lh£%ce¡b / °hn¡M 1329 h‰¡ë]
- সমগ্র 'মুক্তধারা' নাটকটি পথে সংঘটিত হয়েছে।
- এই নাটকের কোন অঙ্ক এক দৃশ্য বিভাজন নেই ।
- "jš²dj¡l¡' e¡Vকে মোট সংগীত রয়েছে চোদ্দটি এর মধ্যে আবার ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান আর একটি জনসাধারনের এবং ভৈরব পন্থীদের গান রয়েছে একটি - যা আংশিক বা সমগ্রভাবে মোট আটবার গীত হয়েছে।
- 'মুক্তধারা' নাটকের কবিকৃত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল " The Morden Review' পত্রিকার মে ১৯২২ pwMÉ¡u z
- lh£%দ্রনাথ 'মুক্তধারা' নাটকটি লেখা শেষ করেছিলেন - শান্তিনিকেতন ১৩২৮ বঙ্গাব্দের পৌষ সংক্রান্তিতে।
- অম্বা হল সুমনের মা। এই সুমন মুক্তধারার বাঁধ বাঁধতে গিয়ে মারা গেছে।এদের গাঁয়ের নাম জনাই।
- নাটকটি শুরু হয়েছে ভৈরব পন্থী সন্ন্যাসীদের গানে -"Su °i lh, Su n^l / Su Su fmu^l / n^l n^র দিয়ে/
- 'নমোযন্ত্র, নমোযন্ত্র' গানটি গেয়েছিলেন উত্তরকূটের নাগরিকরা।
- উত্তরকূটের সেনাপতির নাম - ¢hSuf¡m
- রাজা রনজিতের শ্যালক হলেন - Qäf¡mz
- শিবতরাইয়ের জনতার সর্দারের নাম - গনেশ।
- ভাঙনের যিনি দেবতা তিনি সবসময় বড় পথ দিয়ে চলাচল করেন না । উক্তটি হল অভিজিতের দূতের
- 'নমোযন্ত্র, নমোযন্ত্র' গানটি গেয়েছিলেন উত্তরকূটের নাগরিকরা।
- ''প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে রেখে' - উক্তিটি করেছিলেন রাজা রনজিৎ।
- 'ও বললে, এই জলের শব্দে আমি আমার মাতৃভাষা শুনতে পাই' -উক্তিটি রাজা রনজিতের
- 'আমি পৃথিবীতে এসেছি পথ কাটবার জন্যে, এই খবর আমার কাছে এসে পৌঁছেছে' - উক্তিটি যুবরাজ অভিজিতের
- 'প্রানের বদলে প্রান যদি না মেলে, মৃত্যু দিয়ে যদি মৃত্যুকেই ডাকা হয়, তবে ভৈরব এত বড়ো ক্ষতি সিবেন কেন ?- উক্তিটি বটুকের
- 'যা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে ।' - অভিজিতের উদ্দেশ্যে সঞ্জয় বলেছে ।

SUB UNIT- 5

fhå

মেঘদূত, ছেলেভুলানোছড়া -১, বঙ্কিমচন্দ্র, সাহিত্যের তাৎপর্য, তথ্য ও সত্য, বাস্ব, সাহিত্যে নবত্ব, আধুনিক কাব্য, মনুষ্য, ele¡l£ fõ£fL£a-1

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি প্রধানত রোমান্টিক কবি - এই পরিচয়ের মাধ্যমে সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেছেন z £L¿ রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভা কেবলমাত্র কাব্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। উপন্যাস, ছোটগল্প নাটক এবং প্রহসন, সংগীত এবং আমাদের আলোচনার বিষয় প্রবন্ধের দিকটিকেও সমৃদ্ধ করেছেন। প্রবন্ধ সম্পর্কে ড: সুকুমার সেন তার 'বাঙ্গালী সাহিত্যের C£aq¡p' (4-র্থ খন্ডে) বলেছেন ''বাস্তব অবাস্তব যে কোন বিষয়ে উপস্থাপিত আলোচনার সীমিতভাবে পর্যালোচনা বা বিচার। HC n¡M¡l e¡j fhåz''

বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ নামটি প্রথম ব্যবহার করেছেন কবি-ঐতিহাসিক রঙ্গলাল বন্ধ্যোপাধ্যায় ১৮৬২ অব্দে তাঁর লেখা গ্রন্থে ''বা‰ল কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধে''। তারপর পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধে' (১৮৮৭)। lh‰c-fhå fQ£ma h¡wm¡ প্রবন্ধ ধারা থেকে সম্পূর্ন পৃথক ও স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি প্রধানত 'ভারতী', 'সাধনা' 'বঙ্গদর্শন' ও সবুজপত্রে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

মেঘদূত

'মেঘদূত' প্রবন্ধটি প্রথমে (১২৯৮, Aগ্রহায়ন) 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১৯০৭ সালের ১৩ Sm¡C "fাচীন সাহিত্যে' গ্রন্থের অর্ন্তগত হয়ে প্রবন্ধ রূপে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যকে উপলক্ষ্য করে প্রাচীন ভারতবর্ষের ও মাধুর্যের পরিচয় অতি নৈপুন্যসহকারে পরিবেশন করেছেন। 'মেঘদূত' নামে 'মানসী' ও 'চৈতালি' কাব্যে কবিতা আছে । বিরহী যক্ষ রামগিরি থেকে হিমালয় fk¿ প্রাচীন ভারতবর্ষের যে অংশ সেখান থেকে বর্ষাকালে নির্বাসিত হয়েছেন। মন্দাক্রান্তা ছন্দে সেখানে যে জীবনস্রোত প্রবাহিত হয় তা যেন একটি বিশেষ ব্যাক্তির বা কালের নয়। বিপুল সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যপূর্ন শিপ্রা তীরবর্তী উজ্জয়িনী নগরীও আজ লোপ পয়েছে। যক্ষ প্রিয়ার সান্নিধ্যে একদা অখন্ড সৌন্দর্যলোকর বিচরন করতেন কিন্তু যক্ষের নির্বাসন সেই সৌন্দর্যলোক থেকে তার বিচ্যুতি। কোনো এক ইংরেজ কবির মতে 'মানুষেরা এক - একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, তাদের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবনাক্ত সমুদ্র।'' এই ব্যাবধান কেবল কালের নয়, বর্তমান ও Aতীতের নয়, প্রতিটি মানুষের মধ্যে সীমাহীন বিরহের fরিধি। কিন্তু একথাও মনে কোনো এক কালে আমরা এক মানসলোকে ছিলাম, যেখানে কাব্যের কল্পনার, অভিশাপে নির্বাসিত হয়েছি। তাই বৈষ্ণব

কবি বলেন ''তোমার হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির।'' তাই আমাদের পরস্পরের সঙ্গে মিলনের চেষ্টা - থাকলেও, মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী। সেই নির্জন গিরিশিখরে বিরহী ভাবছে শরৎ পূর্নিমা রাত্রে চিরমিলন হতেও পারে। কিন্তু কবির মনে সংশয় আছে কবি ও কল্পনার মধ্যে প্রভেদ হরিয়ে যাবে।

abÉ

১) মহাকবি কালিদাসের ‘মেঘদূত’ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল থেকে একান্ত প্রিয় গ্রন্থ।

২) ১২৯৮ তে রচিত ‘মেঘদূত’ প্রবন্ধটি ‘প্রাচীন সাহিত্য’ (১৯০৭) গ্রন্থের অ¿ i š²z

৩) ‘মেঘদূত’ শিরোনামে রবীন্দ্রনাথ দুটি কবিতা রচনা করেন। প্রথমটি ‘মানসী’ দ্বিতীয়টি ‘চৈতালি’ কাব্যে সংকলিত আছে। "¢m¢fL¡’ গ্রন্থেও ‘মেঘদূত’ নামে একটি কাব্য-নিবন্ধ আছে। এছাড়া আছে ‘বিচিত্র’ প্রবন্ধের ‘নববর্ষা’ প্রবন্ধে ।

৪) কালিদাসের ‘মেঘদূত’ কাব্যের ছন্দে l e¡j "j¾c¡œ²¡¿¡'

৫) ‘প্রচীন সাহিত্যে’ সাতটি প্রবন্ধ আছে ‘রামায়ন’, ‘মেঘদূত’, ‘Lj¡lpñh J nL¿m¡,' "nL¿m¡,' "L¡cðl£ ¢Qœ', ‘কাব্যের উপেক্ষিতা’ ‘ধম্মপদং’।

৬) রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ট ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬০ খ্রী: কালিদাসের ‘মেঘদূত’-Hl পদ্যানুবাদ করেছেন ।

৭) মেঘদূতে অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনী হল নগর, বিন্ধ্য কৈলাস, পর্বত, রেবা, শিপ্রা ও বেত্রবতী হল নদী ।

8) "A thing of beauty is a joy for ever'----- L£Vp z

...l¦afe E¢š²

L) “সেখান হইতে কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের মতো আমার নির্বাসিত হইয়াছি’’।

M) ""¢h¢cn¡ E < ¢ue£, ¢håÉ °কলাস দেবগিরি, রেবা শিপ্রা বেত্রবতী । নামগুলির মধ্যে একটি শোভন সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে ।

গ) ‘মানুষেরা এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবনাক্ত সমুদ্র’’।

ঘ) ‘‘কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ’’।

ঙ) বলরাম দাস বলিতেছেন-‘‘তেঁইবলরামের, পহু, চিত নহে স্থির’।

Q) ""pM - সৌন্দর্য - ভোগ - ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা --যাহাতে মনে করাইয়া দেয়, কাছে আসিতে দেয় না - আকাঙ্খার উদ্রেক করে, নিবৃত্তি করে না। দুটি মানুষের মধ্যে এতটা দূর’’।

ছ) ‘‘হৃদয়ের মধ্যে এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী।

S) ""HMe L¢hl মেঘ ছাড়া আর কাহাকেও দূত পাঠাইতে পারি না’’।

ঝ) ‘‘হে নির্জন গিরিশিখরের বিরহী, স্বপ্নে যাহাকে আলিঙ্গন করিতেছ, মেঘের মুখে যাহাকে সংবাদ পাঠাইতেছ, কে তোমাকে আশ্বাস দিল যে, এক অপূর্ব সৌন্দর্যলোকে শরৎপূর্নিমা রাত্রে তাহার সহিত চিরমিলন হইবে’’।

ঞ) বৈষ্ণব কবি গেয়েছেন---

"Ğুহু কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া’

ছেলেভুলানো ছড়া -1

রবীন্দ্রনাথের ছেলেভুলানো ছড়া --1

fhåtV "pidei' ftœLiu (Bine-কার্তিক ১৩০১) এ 'মেয়েলি' ছড়া নামে প্রকাশিত হয় । পরে প্রবন্ধটি 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭) গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে পদ্মাপারে বসবাসকালে তাঁর কবিত্ব শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বাংলা ভাষার ছড়া সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথের নিজের প্রতি জি'ipi tRm, HL Lth Ha pideil àili jqiLihÉ, MäLihÉ, etaLihÉ IQনা করলেন, তা প্রতিদিন ব্যর্থ ও বিস্মত হচ্ছে আবার কোন গুনে কোন অনাদী কালে অখ্যাত লোকের দ্বারা রচিত ছড়াগুলো লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হয়ে চলেছে, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, নদী এল বান' এই ছড়াটি বাল্যকালে আর পাঁচজন বালক বালিকার মতো তাঁর কাছেও মোহমন্ত্রের মতো ছিল। আসলে এই না ভুলতে পারার কারন কবি নিজেই আবিষ্কার করেছেন । ছড়ার আছে একটি বিশেষ গুন --- তা হল সকলের কাছে 'চিরকালীন' । চিরকালীনতা গুনেই ছড়াগুলি বহুকাল আগে রচিত হয়েও নতুন এর বিপরীতে চিরপুরাতন। মহাকাল ছড়াগুলোকে স্পর্শ করতে পারেনি । ছড়াগুলি মানব প্রকৃতির কোলে আপনি জন্মলাভ করেছে । এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল - üwR সরোবরের উপর মেঘ ক্রীড়িত নভোমন্ডলের ছায়ার মতো। রবীন্দ্রনাথ ছড়াকে শিশুসাহিত্য বলে উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ একাধিক ছড়ার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে দেখেছেন, ছড়ার মধ্যে বিষয়ের ঐক্য নেই। ঘটনাগুলি কার্যকারন সূত্রে অন্বিত নয়। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে কতকগুলো টুকরো গ্রহ আছে। একটা গোটা গ্রহ ভেঙে যেমন খন্ড খন্ড হয়ে যায়, ছড়াগুলিও যেন সেইরকম টুকরো টুকরো জগৎ। মেঘ যেমন বিচিত্র সব ছবি আঁকে ছড়াগুলিও আমাদের মানসপটে নানারকম ছবি এঁকে চলে। চিত্রধর্মিতা ছড়াগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই চিত্রধর্মিতার মধ্যেই আমাদের সামগ্রিক জীবনচর্যার ছবি ফুটে ওঠে।

ছড়াগুলিও শিশুর মতো স্নেহ রসে বিগলিত। শিশুদেবতার অদ্ভূত অসংগত অর্থহীন চালচিত্রে ছড়ার ছবি স্বেচ্ছামত রচনা করে মর্তলোকে দেবতার জগৎলীলা, অনুকরন, করে বঙ্গজননী যে তাঁর শিশুটির মধ্যে ননীচোরা গোপাল কৃষ্ণকে খুঁজে পান । আমাদের মনের কাছে ছড়াগুলি সংলগ্ন হওয়ামাত্র তার বিস্তৃত বেদনা জীবনের উত্তাপে লালিত হয়ে অশ্রুরূপ সজীব হয়ে উঠেছে

abÉ

১) পত্রিকায় প্রকাশের সময় ‘ছেলেভুলানো ছড়া’ ---- ১ প্রবন্ধটির নাম ছিল ‘মেয়েলি ছড়া’।

২) ছেলেভুলানো ছড়া : ১ প্রবন্ধে মোট ২৬টি স্বতন্ত্র ছড়া আছে ।

৩) ‘ছেলেভুলানো ছড়া : ১ প্রবন্ধটি লোকসাহিত্যের (১৯০৭) অর্ন্তভুক্ত ।

৪) ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর - Vfl, ec¢ Hm h¡e' ------ এই ছড়াটি বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের কাছে মোহমন্ত্রের মত ছিল ।

5) "kje¡ha¢ - সরস্বতী, কাল যমুনার বিয়ে’ ----ছড়ায় যে বিষয়গুলি উঠে আসে সেগুলি হল ----- কাজিতলা, সীতারামের খেলা, আলোচাল, ত্রিপূর্নির ঘাট, ওড়ফুল,

৬) ‘‘গ্রাম্যতা অথবা কুরুচি দোষের জন্য কোন ছড়া বাদ না দেওয়া হয় এবং অর্থহীন শব্দ সমষ্টিকেও সামান্য জেনে না করেন। (সরলা রায়কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

7) ""------- কিন্তু এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য সে বিষয়ে বোধ করি কাহারো মতান্তর হইতে পারে না। কারন, ইহা আমাদের জাতীয় pÇf¢Š z

(ছেলেভুলানো ছড়া - 2 - lh¢ce¡b W¡Ll)

৮) রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের ---

‘মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ ---------- কিং পুনরদূরসংস্থে। এই শ্লোকটি ‘ওপারেতে কালো রং বৃষ্টি পড়ে ঝম ঝম ছাড়ার প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

9) "S¡c -- এ তো বড় বঙ্গ জাদু , এ তো বড় রঙ্গ’ ---- ছড়ায় কন্যা যথাক্রমে চার কালো, চার ধলো, চার রাঙা, চার তিতো, চার হিমের নমুনা জানাতে চেয়েছে।

ক) চার কালোর নমুনা প্রসঙ্গে বলেছেন ---- কাক, কোকিল, ফিঙ্গের বেশ। কিন্ত এগুলির অপেক্ষা কালো তোমার মাথার কেশ।

খ) চার ধলোর নমুe¡ qm --- বক, বস্ত্র, রাজহংস, হাতের শঙ্খ।

N) Q¡l l¡P¡l eje¡ qm --- Sh¡, Llh¢, Lpjgm, J j¡b¡l ¢pclz

ঘ) চার তিতোর নমুনা হল --- নিম, নিসুন্দে, মাকালফল ও বোনসতিনের ঘর।

ঙ) চার হিমের নমুনা হল --- জল, স্থল, শীতলপাটি এবং বুকের ছাতি।

১০) ‘আয় রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই’ ---- ছড়াটিতে দোলায় ছ’পন কড়ি আছে।

১১) রবীন্দ্রনাথ ছেলেভুলানো ছড়াগুলিকে বলেছেন --- চিরপুরাতন নববেদ ।

12) ""--------তাঁর নিজস্ব রসদৃষ্টিতে ও বিশ্লেষন পদ্ধতির কারনে ছড়াগুলি নবতর তাৎপর্য লাভ করেছে এবং পাঠক সাধারনের কাছে আপাত তুচ্ছ ছড়াগুলিও আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছে’’।

(hl¦e Lj¡l Q¢²ha¢)

h¢^jQ¾c

রবীন্দ্রনাথের ‘আধুনিক সাহিত্য’ গ্রন্থের অন্যতম একটি প্রবাদ প্রতিম প্রবন্ধ ‘বঙ্কিমচন্দ্র’। ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ প্রবন্ধটি ‘সাধনা’ পত্রিকায় (°hn¡M, 1302) fbj fL¡¢na quz

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর, তাঁর প্রতিভার প্রতি সম্মান জানিয়ে এবং তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে রবীন্দ্রনাথ, প্রবন্ধটি লেখেন। শৌরীন্দ্রমোহন, ঠাকুরের ‘মরকতকু‘ ' অনুষ্ঠিত পুনর্মিলন উৎসবে প্রথম দেখাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বল্পবাক্ প্রবল ব্যক্তি²a J পৌরুষ, সুরুচি ও সংযম বালক রবীন্দ্রনাথকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বঙ্কিমই প্রথম ব‰সাহিত্যে প্রভাতের সূর্যদয়ের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভা বলে বাংলাভাষা থেকে শৈশব থেকে যৌবনে উপনীত হয়েছিল। রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট - Ùরের উপর স্থাপন করে উন্নত করার চেষ্টা করেছেন । বঙ্কিমচন্দ্র তার উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢেলে পলিমৃত্তিকা স্থাপন করেছেন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে কিছুটা শ্রী ও লাবন্যের সÑার করতে সক্ষম হলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাতে ‘হ্রী’ সঞ্চার করে তাকে উপন্যাসের উপযোগী করে গড়ে নিয়েছিলেন । এই গড়নের কর্ষনভূমি হল ‘বঙ্গদর্শন’ । এই h‰দর্শনের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের একটি আদর্শমান প্রÙত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ।সাহিত্যে হাস্য রসের সুমার্জিত প্রয়োগ বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম করেছেন । বঙ্কিমচন্দ্র শুচিশুভ্র নির্মল হাস্য রসের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে শক্তি²cç AbQ pLj¡l সৌন্দর্যে মন্ডিত করে তুলেছেন । রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে সব্যসাচী ও ভগীরথের স‰ তুলনা করে প্রবন্ধটিকে তাৎপর্যমন্ডিত করে তুলেছেন । বাংলা সাহিত্যকে একতারা যন্ত্র থেকে বীনা যন্ত্রে রূপা¿রকরনে বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারন ভূমিকা প্রবন্ধের সর্বত্র f¢lØgV z

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ----------

‘‘একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো একতারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম - pwLÉae করিবার উপযোগী ছিল, বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাকে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীনা যন্ত্রে পরিনত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্য সুর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিনী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে’’। ভাষা ও অলংকারের পরিমিত প্রসাধনে ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে আজও HLL J lje£u z

abÉ

1) 1300 h‰াব্দের ২৬শে চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিসভায় পাঠের জন্য রবীন্দ্রনাথ ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ প্রবন্ধটি লেখেন ।

২) ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ প্রবন্ধটি আধুনিক সাহিত্যের অন্ iš²z BdeL p¡¢qaÉ fbj fL¡¢na qu NcÉ N¿¡hmÉl n£oL N¿j¡m¡l পঞ্চম গ্রন্থরূপের। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২৩শে আশ্বিন। প্রকাশক ----- pq¡pQ¾c jSjc¡lz

৩) ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ ‘প্রবন্ধটি’ আধুনিক সাহিত্য প্রবন্ধগ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ।

৪)বঙ্কিমের ‘কৃষ্ণচরিত্র’ প্রবন্ধগ্রন্থের উল্লেখ আছে এই প্রবন্ধে ।

৫)সাহিত্যের মধ্যেও দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়। ধ্যান যোগী ও কর্মযোগী দেখা যায়।

6) h¢^j সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করে যাওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

7) DnI…ç kMe p¡¢qaÉ …রু তখন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বঙ্কিমও ছিলেন।

সাহিত্যের তাৎপর্য

সাহিত্যের তাৎপর্য পবন্ধটি সাহিত্য প্রবন্ধ গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত। প্রবন্ধটি প্রথমে ‘বঙ্গদর্শন’ ‘ehfk¡u' f¢œL¡u (ANq¡ue - 1310) fbj fL¡¢na quz

‘সাহিত্যের তাৎপর্য’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ‘সাহিত্য’ কিভাবে সৃষ্টি হয় তার মূল বা শিকড়ের সন্ধান চালিয়েছেন। j¡eo যেমন হৃদয় রসে জারিত করে তার বর্হিজগৎটাকে অর্ন্তজগতে পরিনত করে, তেমনি হৃদয়ের এই জগৎ সর্বদা নিজেকে প্রকাশ LI¡l Se£ ব্যাকুল। সেই রকম বিচিত্র ফুলে ফলে, ভাবের এবং রূপের সমবায়ে, মানুষ থাকে চিরন্তন কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে, তাকেই আমরা বলে থাকি সাহিত্য। তিনি বলেছেন সাহিত্যের বিষয় মানব হৃদয় এবং মানবচরিত্র। ভাষার যে উপকরনে সৃষ্টি সম্পন্ন হয় তা হল চিত্র ও সঙ্গীত। চিত্র ভাবকে আকার দান করে। সঙ্গীত তাকে প্রানময় ও জীবন্ত করে তোলে, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং প্রকৃতি ও মানব চরিত্রের মধ্যে নিজেকে সৃষ্টি করে চলেছেন। মানুষের মধ্যেও নিজেকে সৃষ্টি করার যে ব্যাকুলতা চিত্র ও সঙ্গীতের আশ্রয়ে তা ভাষাবদ্ধ হয়েই সাহিত্যে রূপ পায়।

সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার আনন্দ। মানবহৃদয় সেই আনন্দের প্রতিধ্বনি। এই আনন্দ স্রষ্টার হৃদয় থেL f¡W¢কের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। রবীনন্দ্রনাথ তাই মনে করেন, সাহিত্যে কখনো ব্যক্তিবিশেষের হতে পারে না, রচয়িতারও নয়, তা এক °chh¡e£z

abÉ

- EÜ¢a - ‘‘ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে ; চিত্র এবং সংগীত’’।

2. ""¢Qœ এবং সংগীতেই সাহিত্যের প্রধান উপকরন। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ।’’
   ‘‘.....সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় এবং মানবচরিত্র।’’

3. বলরাম দাসের একটি পদ উদ্ধৃত আছে প্রবন্ধটিতে - দেখিবারে আঁখি পাখি ধায়।

abÉ J paÉ

"তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধটিতে (১৩৩১ ভাদ্র) রচিত হয়েছিল। পরে 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত হয় ।

রবীন্দ্রনাথ 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে তথ্য ও সত্যকে আমাদের মনের দুটি বিশিষ্ট উপাদান বলে গ্রহন করেছেন। তথ্য অর্থাৎ তথ্য হল বাস্তবের সত্য রূপ আর এই তথ্য অবলম্বন করে হৃদয় যা প্রকাশ করে তা হল সত্য। সাহিত্যে স্রষ্টা সর্বদা তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় করে সত্যের স্বাদ দিয়ে চলেছে। তথ্য হল খন্ডিত, স্বতন্ত্র, একক - সত্যের মধ্য দিয়ে সে বৃহৎ ঐক্যকে প্রকাশ করে। সাহিত্য ললিতকলার কাজই হল সীমার মধ্যে অসীমকে প্রকাশ করা 'আমি' শব্দে ব্যক্তিরূপটি স্পষ্ট, যা আমাতে hÜz HtV abÉ j¡œz kMe hm¡ qu "Bt¢j j¡eুষ', তখন তথ্য থেকে অখন্ড সত্যে তার উত্তরণ ঘটে। রবীনন্দ্রনাথ তাই বলেন - 'তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ।'

সাহিত্যে তথ্যের সত্য উত্তরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় রস। কবি কবিতায় যে ভাষা ব্যবহার করে সেই ভাষার প্রত্যেকটি শব্দের আভিধানিক অর্থ আছে। সে অর্থ হল শব্দের তথ্যসীমা। সেই তথ্যসীমাকে অতিক্রমের জন্য কবি অসীমেকর সত্যে উত্তরণের জন্য নানা কৌশল ও ভঙ্গি সঞ্চার করে ; এই প্রয়াসের মধ্যে নিহিত থাকে রসের দ্যোতনা ।

১. 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে উল্লিখিত বিদ্যাপতির পদ -

''যব গোধূলি সময় বেলি
ধ্বনি মন্দির মাঝে ভেলি,
নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ পসারি গেলি।''

2. HC f.বন্ধে উল্লিখিত গোবিন্দদাসের পদ -

"" nlc - Q¾c fhe j¾c
¢htfH hqm LpjNå,
gm jtõ j¡maÉ kbÉ
মত্তমধুপ ভোরণী ''।

৩. জ্ঞানদাসের পদ - পাথারে

''রূপের পাথরে আঁখি ডুবিয়া রহিল,
যৌবনের বনে মন পথ হারাইল ''।

৪. কবিবল্লভের পদ -

''জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু নয়না তিরুপতি ভেল
লাখ লাখ যুগ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল ।''

5. ""IphÙl Hhw abÉhÙl HL dj Hhw HL jmÉ euz

৬. ''সাহিত্যে ও আর্টে কোনো বস্তু যে সত্য তার প্রমান হয় রসের ভূমিকায়।''

৭. ইংরেজ কবি কীটস একটি গ্রীক পূজাপাত্রকে উদ্দেশ্য করে কবিতা লিখেছিলেন। কীVp a¡l কবিতায় নিখিল একের সঙ্গে গ্রীক পাত্রটির ঐক্যের কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন- Thou silent from, dos't tease
us out of thought
As doth etoznity

৮. ''তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশি হচ্ছে প্রকাশ।''

9. "abÉ J paÉ' f.বন্ধে একটি ছেলেভুলানো ছড়ার প্রসঙ্গ আছে -

''খোকা এল নায়ে
লাল জুতুয়া পায়ে ।
পঙক্তি মনে পড়েছে কবির ।

১০. জ্ঞানদাসের দুটি পঙক্তি মনে পড়েছে কবির -
এক দুই গনইতে অন্ত নাহি পাই
রূপে গুনে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই।

h¡Ùh

রবীন্দ্রনাথের 'বাস্তব' প্রবন্ধটি 'সবুজপত্র' পত্রিকায় ১৩২১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। একদা রবীন্দ্রনাথের প্রতি অভিযোগ উঠেছিল। তাঁর সাহিত্যে বাস্তবতা নেই, তা জনসাধারনের উপযোগী নয় এবং সাহিত্যতি√ লোকশিক্ষা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ সমালোচকদের বাস্তবতাহীন সাহিত্যের প্রতি কটাক্ষের জবাবে 'বাস্তব' প্রবন্ধটি রচনা করেন ।

সাহিত্যের বাস্তবতা বা তথ্যকে সত্য করে তোলা সাহিত্যের কাজ। সেই সত্য রসবস্তুর মাধ্যমে সংঘটিত হলে তবে তা সাহিত্যে পদবাচ্য হয়। সমালোচক মাত্রই রসিক নন। এই রস উপলব্ধির জন্য রসিকের প্রয়োজন, সমালোচকের নয়। রস বুদ্ধিগ্রাহ্য বস্তু নয়, তাই বুদ্ধি বা বাস্তব প্রয়োজনের নিরিখে এর বিচার চলে না। তাই সাহিত্যের বিচারের জন্য চায় রসিক। রবীন্দ্রনাথ তাই স্পষ্টতেই বলেন।

''দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছাড়িয়া নলের গলায় মালা দিয়াছিলেন, তেমনি রসভারতী স্বয়ম্বর সভায় আর সকলকেই বাদ দিয়া কেবল রসিকের সন্ধান করিয়া থাকেন।''

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সাহিত্য রচনার মধ্যে বাস্তবতা যেখানে উপস্থিত আছে, সমালোচকদের মতে তা 'গোরা' উপন্যাসে। গোরায় হিন্দুয়ানির ভালো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাই মনে হয়েছে ওটাই বাস্তবতার লক্ষন। হিন্দুত্বের নিরিখেই কালিদাস কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রকে ভালো বলি, হিন্দু নারীর আদর্শ, স্বামী সম্পর্কে হিন্দুরমনীর মনোভাব হিন্দুশাস্ত্র সম্মত যা জাতির আত্মশ্লাঘার বিষয়। এই শাস্ত্রীয় বাস্তবতা শ্রদ্ধার যোগ্য। কিন্তু হিন্দুত্ব দিয়ে সাহিত্যে 'বাস্তব' আছে কি নেই তার বিচার বিশ্লেষণ চলে না। অপরদিকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস্ শেলি, টেনিসন এঁদের সাহিত্যে হিন্দুত্ব নেই তাও তাদের সাহিত্য দেশ কাল, সমাজ, উত্তীর্ণ হয়ে আজও পাঠকের মনে বেঁচে আছে। ভিক্টোরীয় যুগের টেনিসন লোকধর্মের কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁর কালের পর টেনিসন পাঠকের মন থেকে নির্বাসিত হয়েছেন। অপরদিকে ওয়ার্ডসওয়ার্থর কবিতাটিতে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে একটি আনন্দময় আর্বিভাব দেখা যায় তা দেশ কাল উত্তীর্ন। শেলিকে সমকাল অস্পৃশ্য অন্ত্যজের মতো তাঁর দেশ সেদিন ঘরে ঢুকতে দেয়নি। কীটস্‌কে মৃত্যুবান মেরেছিল। কিন্তু শেলী, কীটস্ , ওয়ার্ডসওয়ার্থরে গ্রহনযোগ্যতা দেশ কাল ছাপিয়ে বিশ্বব্যপী ছড়িয়ে পড়েছে। বাস্তবতা কখনো রসসাহিত্যের মাপকাঠি হতে পারে না।

কোনো দেশের সাহিত্য লোককে শিক্ষা দেবার জন্য রচিত হয়নি। সাধারন লোক নিজের প্রানের তাগিদে সাহিত্য পড়তে শিখেছে। ইস্কুল মাস্টারির ভার বহন করার জন্য সাহিত্য নয়। 'মেঘদূত' 'কুমারসম্ভব' 'রামায়ন' 'মহাভারত' সমস্ত গ্রন্থগুলি সমসাময়িক কালের মানুষেরা বুঝতে না পারলেও কালকের সাধারণ মানুষ হয়তো বুঝবে কবি সেইরকম আশা রাখেন। সৃষ্টি যেখানে শুধুমাত্র আনন্দ পাওয়ার জন্য তৈরী হয় সেখানে তানসেনের মতো গুনী ব্যক্তিরা মেঠো
সুর তৈরী করতে পারেন না।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন -
''সে আদর্শ বা ইংরেজের আদর্শ নয়, তাহা লোকহিতের এবং ইস্কুল মাস্টারির আদর্শ নহে । তাহা আনন্দময় সুতরাং A¢eh¡Qe¢য়। কবি জানেন, যেটা তাহার কাছে এতই সত্য সেটা কাহারো কাছে মিথ্যা নহে''।

রবীন্দ্রনাথের মতে, অনুভবে বা হৃদয়ে যে ভাব ও বিষয় সত্য, সাহিত্যে তাই বাস্তব রূপে সমাদৃত হবার যোগ্য।

সাহিত্যে নবত্ব

‘সাহিত্যে নবত্ব’ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩ শে আগস্ট প্লানসিউজ জাহাজে বসে লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি পরে ‘সাহিত্যের পথে’ (১৯৩৬) গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত হয়েছে।

ইউরোপীয় অভিঘাতেই এই নবত্বের, সূচনা এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। ইংরেজি শিক্ষার গোড়াতেই আমরা যে সাহিত্যের পরিচয় পেয়েছি, তার মধ্যে বিশ্ব সাহিত্যের আদর্শ আছে। আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে বিদেশি সাহিতেÉl ¢hou একাত্ম না হলেও বক্তব্য উপস্থাপনের রীতি ও আদর্শ সর্বকালীন ও সর্বজনীন। কল্লোলযুগের তরুন লেখকেরা সেই আদর্শকে গ্রহন করে বাংলা সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কল্লোলযুগের সাহিত্যরচনার মধ্যে দুটি প্রবনতা লক্ষ করেছেন, a¡ qm - ১) দারিদ্র্যের আস্ফালন এবং ২)লালসার অসংযম। এই ধরনের প্রবনতাকে তিনি বলেছেন ‘রিয়ালিটির কারি পাউডার’। য়ুরোপীয় সাহিত্যের ওরিজিন্যালিটিকে নষ্ট করে সাবেকি মূল্যবোধ ও আদর্শকে বিকৃত করে ডাডায়িজম এর প্রতিষ্টা ঘটে। আধুনিক সাহিত্যে শিশিতে - সাজানো বাঁধা বুলি - অপটু লেখকদের সৃষ্টি। এদের মধ্যে রিয়ালিটির আস্ফালনকে রবী¥ce¡b খুব বিপজ্জনক বলে মনে করছেন। নতুন সাহিত্যে ঝাঁজ বাড়াবার জন্য সবসময় ভাবুকতার কারি পাউডার যোগে কৃত্রিম- pÙ¡ সাহিত্যে সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। বিনা প্রতিভায় এবং অল্প শক্তিতেই বাহবা পাওয়া যায়। তা আখেরে সস্তা ও সাহিত্যের স্বাস্থ্যহানি ঘটাচ্ছে। নব্য লেখকদের এই চিত্ত বিকারজনিত কারনে সাহিত্যিক কাপুরুষতা ফলাও করে প্রকাশ করেছে ।

তরুন লেখকেরা অনেকেই সাহিত্যে ‘সহজিয়া’ সাধন গ্রহন করেছেন। তারা বলতে চায় - ‘আমরা কিছু মানি নে’ - কারন অহংকার তারুন্যের বীরের ধর্ম অরন্যের এই অহংকারকে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাও করেন। আবার নবীন লেখকেরা সাহসী পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে শক্তির প্রকাশ ঘটান। তাই ‘সাহিত্যে নবত্ব’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যে এই সাহসিক সৃষ্টি - উৎসাহের যুগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

abÉ

১) ‘সাহিত্যে নবত্ব’ প্রবন্ধটির রচনাকাল -
f¡e¡pES S¡q¡S, 23 BNØV - 1927z

২) হোলরের মহাকাব্যের কাহিনীটা গ্রীক, কিন্তু তার মধ্যে কাব্যরচনার যে আদর্শটা আছে যেহেতু তা সর্বভৌমিক এই জন্যেই সাহিত্যপ্রিয় বাঙালিও সেই গ্রীক কাব্য পড়ে তার রস পায়।

৩) শরৎ চাটুজ্জের গল্পটা বাঙালির, কিন্তু গল্পবলাটা একান্ত বাঙালির নয়, সেইজন্য তাঁর গল্প- সাহিত্যের জগন্নাথ ক্ষেত্রে জাত বিচারের কথা উঠতেই পারে না।

৪) বড়ো সাহিত্যের একটা গুন হচ্ছে অপূর্বতা, ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন করে প্রকাশ করতে পারে ।

৫) ভাষাটাকে বেঁকিয়ে - চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে - অস্থানে ডিগবাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের উৎকর্ষ। চরম সন্দেহ নেই, সেই চরমের নমুনা য়ূরোপীয় সাহিত্যের ডাডায়িজম।

৬) অপটু কৃত্রিমতা দ্বারা নিজের অভাবপূরন করতে প্রানপনে চেষ্টা করে, যে রূঢ়তাকে
বলে শৌর্য নিলজ্জতাকে বলে পৌরুষ।

৭) আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে সাজানো বাঁধি বুলি আছে - অপুট লেখকদের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে ‘রিয়ালিটির L¡¢l - f¡EX¡l'z

BdeL LjhÉ

আধুনিক কাব্য প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়, ‘পরিচয়’ পত্রিকায় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায়। পরে ‘সাহিত্যের পথে’ (১৯৩৬) গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের আধুনিককালের গন্ডীতে বাঁধতে চাননি । নদী সামনের পথে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সোজা চলে না। যখন সে বাঁক ফেরে, সেই বাঁকটাকেই বলা যায় ‘মর্ডান’। এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয় মর্জি নিয়ে। অর্থাৎ আচার ভাঙা ব্যাক্তিগত মর্জি দিয়েই আধুনিকতার শুরু। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটসের মধ্যে তার পূর্ন fLjn z

জীবিকা জীবনের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। সময়ের গতিতে মানুষের মন বদলেছে। সচেতন প্রয়াসে সাবেকি মূলÉবোধ ও তার মোহ ভাঙবার আয়োজন চলেছে। উনিশ শতকীয় বিষয়ীকে ছাড়িয়ে, বিশ শতকে বিষয়ই প্রধান হয়ে উঠেছে। এজন্য পাউন্ড নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় সুন্দরী মেয়ে ও সাড্রিন মাছকে ‘কি সুন্দর’ বলে একই ভাষায় ব্যাক্ত করতে চেয়েRez thwn শতকের সাহিত্যে মনোহারিত্বের পরিবর্তে মনোজয়িতা, লালিত্যের পরিবর্তে যথার্থতা একান্ত কাম্য হয়ে ওঠে। সাহিত্যে সুন্দর অসুন্দরের কোনো ভেদাভেদ রইল না।

রবীন্দ্রনাথ তাই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন ‘‘আধুনিকতার যদি কোনো তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায়, তবে বলতেই হবে, বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টিও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিওবিকার’’। একেও রবীন্দ্রনাথ মোহ বলে জেনেছেন। বিশ্বকে নির্বিকার তদগতভাবে দেখার মধ্যে বিশুদ্ধ আনন্দ আছে। এই আনন্দের আস্বাদনই সাহিত্যের চরম অভিপ্রায়। একেই বলা kju nina BdeLz

abÉ

1) fhåVl fLjnLjm - °hnjM - 1339

2) jXje বিলিতি কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে কিছু লিখতে অনুরোধ করলে রবীন্দ্রনাথ ‘আধুনিক কাব্য’ প্রবন্ধটি লেখেন ।

৩) উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজি কাব্যে পরবর্তীকালে আচারের প্রাধান্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে বাঁক ফিরিয়েছিল, তখনকার কালে সেটাই হল আধুনিকতা ।

4) ‘একজন কবি লিখেছেন I am the greatest laughter of all বলেছেন --- “আমি সবার চেয়ে বড়ো হাসিয়ে, সূর্যের চেয়ে, অ্যাপলো দেবতার চেয়ে, Than the frog and Apollo - এটা হল ভাঙা কাঁচে’’ এখানে ব্যাঙকে আনা হয়েছে জোর করে মোহ ভাঙবার জন্যে।

5) "atj p¾cl£ Hhw atj hjtp'----- কবিতাটি লেখেন এমি লোয়েল ।

৬) এমি লোয়েল লাল চটিজুতোর দোকান নিয়ে একটি কবিতা লিখেছেন, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন নৈব্যক্তিক, impersonal

৭) উনিশ শতাব্দীতে কাব্য ছিল বিষয়ীর আত্মতা আর বিশ শতাব্দীতে ছিল বিষয়ের আত্মতা।

8) ‘‘আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা, তার লক্ষন লালিত্য নয় যথার্থ্য’’।

৯) ‘‘কেউ সুন্দর, কেউ অসুন্দর, কেউ কাজের, কেউ অকাজের, কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো ছুতোয় কাউকে বাতিল করে দেওয়া অসম্ভব / সাহিত্যে, চিত্রকলাতেও সেইরকম’’।

১০) এলিয়েটের কাব্য এইরকম হালের কাব্য, ব্রিজেসের LjhÉ aj eu''z

১১) রবীন্দ্রনাথের মতে আধুনিকতা -- ‘‘বিশ্বকে নির্বিকার তদগতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উ ‹ ল বিশুদ্ধ, এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষন করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে, এটিই শাশ্বতভাবে আধুeL''z

১২) সায়েন্সই হোক আর আiVp হোক, নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ট বাহন, য়ুরোপে সায়েন্স তা পেয়েছে কিন্তু সাহিত্যে f¡u¢ez

jeoÉ

রবীন্দ্রনাথের ‘মনুষ্য’ প্রবন্ধটি ১৩০০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় ‘সাধনা প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ‘ডায়ারি শিরোনামে পরে ‘মনুষ্য’ নামে পঞ্চভূত (১৮৯৭) গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হয়। পঞ্চভূতের অর্ন্তগত প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব সত্তাকে পাঁচটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে অভিহিত করেছেন। সত্তাপঞ্চকের কথোপকথন সূত্রে নিজে ভূতসভার সভাপতি ভূতনাথ রূপে আপন অভিমত ব্যাক্ত করেছেন। স্রোতস্বিনী সম্পর্কে ভূতনাথ বাবু যে মন্তব্য করেন সে বিষয়ে অভিযোগের সূত্র ধরে সাহিত্যে মনুষ্য চরিত্র কতখানি প্রতিফলিত হয় সে সম্পর্কে চরিত্রগুলির নিজস্ব অভিমত ফুটে ওঠে। বাস্তব চরিত্রের তথ্য ও তার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে সহিত্যের চরিত্র গড়ে ওঠে। সেই কল্পনার মধ্যে যদি ভালবাসার রঙ লাগে, তবে জীবের মধ্যে আমরা অনন্তকে অনুভব করি, তেমনি প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য সম্ভোগ। বৈষ্ণব ধর্মে প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরেক একান্ত আপনভাবে অনুভব করার কথা ব্যক্ত আছে। মানবীয় প্রেমের মধ্যে অর্থাৎ সীমার মধ্যে অনন্ত বা অসীমের উপলব্ধি ঘটে।

মানুষের জীবনে যদি শুধু সারটুকুকে গ্রহন করে বাকিটুকুকে বিসর্জন দিই, তবে মানুষটাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমের যে সুন্দর গন্ধ ও সুরূপ আকার আছে, আমসত্তে তাঁর আভাসটুকুও মেলে না। মানুষের জীবনটাও তেমনি। মানুষের সুমহান অন্তরাত্মাকে কিছু চিন্তাশীল মানুষ গ্রহন করেন, কিন্তু সাধারন মানবসমাজ ভালোমন্দ মেশানো গোটা মানুষটাকে চায়, সমীর স্পষ্টতই বলে ---

""B¢j c¡n¢eL aš eC , B¢j R¡f¡l h¢q eCz B মি তর্কের সুযুক্তি বা কুযুক্তি নই - আমার বন্ধুরা আমার আত্মীয়েরা আমাকে সর্বদা যাহা বলিয়া জানেন আমি তাহাই’’।

মানুষের মন ও চরিত্রের আকৃতিটাই সাহিত্যে স্টাইল বলে বিবেচিত। এই ব্যাক্তিত্ত্বের স্বাতন্ত্র্যের জন্য ভীষ্ম, দ্রোন। কৃষ্ণার্জুন প্রমুখ মহাকাব্যের নায়েকরা নব্যযুগের কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ন হয়েছেন। তাই আধুনিক সাহিত্যে অ‘াতনামা দীপ্তিহীন মানুষেরাও তাদের মনুষ্যত্ব নিয়ে সাহিত্যকাশো ভিড় জমিয়েছেন।

abÉ

১) স্রোতস্বিনীর মতে ‘সাহিত্যে বলবার বিষয়টা বেশি, না বলিবার ভঙ্গিটা বেশি’- এই ভঙ্গিই হলো স্টাইল।
২) বঙ্গসাহিত্যে বা সাহিত্যে দেখা গেছে, ‘যথার্থ মানুষগুলো উপন্যাস, নাটক এবং মহাকাশে আশ্রয় লইয়াছে।’
৩) প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্বাতন্ত্রতা আছে তবে তা দেখার চোখ সকলের নেই।
৪) বৈষ্ণবকাব্য ও তত্ত্বের অনুষঙ্গে ভূতনাথবাবুর মন্তব্য খুবই যথার্থ -‘‘যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমনকি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা।’’

eleál£

রবীন্দ্রনাথের ‘নরনারী’ প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় সাধনা প্রত্রিকায় চৈত্র ১২৯৯ সালে। পরবর্তীকালে চৈত্র ১৩৮২ সালে কিছু সংযোজন করেছিলেন। প্রবন্ধটি ‘পঞ্চভূত’ (১৮৯৭) গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের নরনারী প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হল সমাজ জীবনের নর নারী ও পুরুষের ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা। ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় সমীর সিদ্ধান্তে পৌছায় যে, ইংরেজি সাহিত্যের নায়ক নায়িকারা সামঞ্জস্যপূর্ন, কেউ কাউকে অতিক্রম করে যায়নি। বাংলা সাহিত্যে নায়িকারই প্রাধান্য। পুরুষেরা তুলনায় ম্লান। প্রবন্ধে পঞ্চভূত অbiৎ সমীর, ক্ষিতি দীপ্তি, স্রোতস্বিনী, ব্যোম এবং কথক নারী পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে তাদের মন্ব্য প্রকাশ করেছে। ক্ষিতি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে মানসপ্রধান বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু দীপ্তি এর প্রতিবাদ করে বলে যে, নারী কার্য জগতেও পুরুষের তুলনায় কম উপরে নয়। দুর্গেশনন্দিনীতে বিমলা, দেবী চৌধুরানীতে প্রফুল্ল কর্মজগতেও কর্তৃত্ব ফলিয়েছেন। আমদের দেশের নারীদের কর্মের মধ্যে কোনো বিভাজন করা যায় না। তবে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের কার্যের পরিসর সংকীর্ন। স্বামীসন্তান আত্বীয় পরিজনের সন্তুষ্টি বিধান করে নারী পরিতৃপ্ত। বৃহত্তর জগতে নারীর কর্মফল প্রত্যক্ষগোচর না হলেও তা অন্তঃসলিলার মতো ক্রিয়াশীল। ক্ষিতি স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, নারী স্বভাবপটুত্বের গুনে দৈব অভ্যাসের অনুগামী রূপে পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করে চলে। প্রকৃতিই নারীকে আদুরে করে গড়েছে, হৃদয়ালুতা গুনেই সে পুরুষকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে। কর্মে আর হৃদয়রাজ্যে মেয়েরা সর্বেসর্বা হলেও সমগ্র নারী জাতির কাছে শিক্ষার আলো পৌছায়নি ও হৃদয় দিয়ে মানুষকে ভালবাসতে শিখছে, তাই যুক্তি বুদ্ধির বিশ্লেষনে সব কিছু যাচাই না করার জন্য নারী সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পরেনি।

fõ£fL¢a - 1

শ্রীনিকেতনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত প্রবন্ধ ভাষন ও পত্রাদির সংকলন হল ‘পল্লীপ্রকৃতি’। পল্লীপ্রকৃতি প্রবন্ধটি ‘বিচিত্রা’ f¢œL¡u ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ‘বৈশাখ’ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে তেইশে (২৩) মাঘ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে ‘পল্লীপ্রকৃতি’ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত ‘পল্লীপ্রকৃতির’ প্রবন্ধসূচী -

fõ£l Eæ¢a	fh¡p£	°hn¡M	1322
i¢jmr£	i¢jmr£	B¢ne	1325
শ্রীনিকেতন	fh¡p£	°S£ø	1334
fõ£fL¢a	¢h¢Qœ¡	°hn¡M	1335
দেশের কাজ	fh¡p£	°Qœ	1338
উপেক্ষিতা পল্লী	fh¡p£	°Qœ	1340
অরন্য দেবত¡	fh¡p£	L¡¢aL	1345
A¢i i¡oe (শ্রীনিকেতন নামে মুদ্রিত)	¢h¢Qœ¡	পৌষ	1345
শ্রীনিকেতনের	fh¡p£	i¡â	1346
C¢aq¡p J Bcn	fh¡p£	B¢ne	1346
qmLoe পল্লীসেবা		g¡ÔNe	1346

রবীন্দ্রনাথ ‘পল্লীর উন্নতি’ প্রবন্ধে বলেছেন, পল্লীবাসীই পল্লীর উন্নতির প্রধান অন্তরায়। বাড়ীর মেয়েরা দুতিন মাইল হেঁটে জল আনতে যাবে। তাদের কুয়ো খোঁড়ার পরামর্শ দিলে তাদের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল - ‘মাছের তেলে মাছ ভাজা’। কিন্তু গ্রামীন মহিলাদের বিশ্বাস - কুয়োঁ যে বাঁধিয়ে দেবে তার পুন্য হবে। তারা কোনভাবে ঠকতে চাইছে না। বছরের পর বছর দুই - তিন মাইল দূর থেকে জল আনছে। নিজেদের দারিদ্র্য তাদের অহংকার। কিন্তু পরলৌকিক বিষয় বুদ্ধিকে উন্নতির ছাপিয়ে যখন বাস্তব বিষয়বুদ্ধি প্রবল হয়ে উঠল, তখন যারা পল্লীর উন্নতি করতে পারতো, তারা ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য অর্থ, জ্ঞান, বিদ্যা ¢Qকিৎসার লোভে শহরে শহরে ছড়িয়ে পড়ল। পল্লী রয়ে গেল সেই অন্ধকারে। রবীন্দ্রনাথ পল্লীর একটি গ্রামকে মডেলরূপে নির্বাচন করে তার রাস্তা, শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবসা, সাহিত্য, শিল্পচর্চা সঠিকভাবে উন্নতি বিধান করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছেন।

"itjmrt' একটি কৃষিপত্রিকা। এই পত্রিকার মাধ্যমে কৃষি বিকাশের পাঠ দান করে mr‡l সঙ্গে সরস্বতীর মেল বন্ধন ঘটানোর উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ হলেই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। দেশের চিত্তক্ষেত্রও এতে সমৃদ্ধ হবে।
''শ্রীনিকেতন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের তুলনা করেছেন।

'পল্লীপ্রকৃতি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন একদা গ্রামের মানুষেরা মিলিত হয়েছিল সকলে মিলে সঞ্চয়, সংগ্রহ ও ভোগ করবার জন্য। বিজ্ঞান মানুষকে যে মহাশক্তি দিয়েছে মানুষ যেন তা মঙ্গলের কাজে প্রয়োগ করে।

'দেশের কাজ' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন রিপু তাড়িত হয়ে কোন কাজ করা সম্ভব নয়। দেশের মতো বৃহত্তর ক্ষেত্রের কাজ তো একেবারেই সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ জাতিকে সাবধান করে বেলেছেন ''যারা নিজেদের রক্ষ করতে পারে না, দেবতা তাদের সহায়তা করেন না।'' সুতরাং, আত্মরক্ষায় ব্রত দেশের মানুষকে গ্রহন করতেই হবে। 'উপেক্ষিতা পল্লী' প্রবন্ধে বলেছেন সব কিছু কাজের মধ্যে পল্লীতে যেন সাম্য অবস্থা বর্তমান থাকে। 'অরন্যদেবতা' প্রবন্ধে মানুষ অরন্যকে ধ্বংস করেছে। তার ফলে নেমে এসেছে বিভিন্ন প্রকৃতিক বিপর্যয়। তাই অরন্যসম্পদ রক্ষা করা আজ মানুষের শুধু কর্তব্য নয়, অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

'অভিভাষন' প্রবন্ধটি শ্রীনিকেতনের শিল্পভান্ডার উদ্‌বোধন প্রসঙ্গে রচনা করেছিলেন। পল্লী বাংলায় রবীন্দ্রনাথ তাই কর্মমন্দিরের পাশাপাশি শিল্পমন্দির গড়ে তুলে জীবনের পূর্ণতাকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন।

'শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পদ্মাপারের পল্লীজীবনের অভিজ্ঞতা ও তার বির্বতনের সূত্রে শ্রীনিকেতনের পল্লীবাংলার পরিচয় তুলে ধরেছেন ।

'হলকর্ষন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একদা অরন্যচারী পশুশিকারী মানুষ পশুকেই বশ মানিয়ে কৃষিসভ্যতা গড়ে তুলেছে। কৃষির মধ্য দিয়েই প্রকৃতির সঙ্গে গড়েছে হার্দ্রিক সম্পর্ক।

'পল্লীসেবা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিলেত বাসের অভিজ্ঞতায় গ্রাম ও শহরের সুযোগ সুবিধার কথা ব্যক্ত করেছেন।

teachinns Text with Technology

মেঘদূত

1) ‘মেঘদূত’ প্রবন্ধের রচনাকাল ---?

L) ANq¡ue 1298 M) n¡he 1297
N) ANq¡ue 1297 O) n¡he 1298

2) ‘‘ সেই প্রাচীন ভারত খন্ডটুকুর নদী-¢N¢l-eNl£l e¡j...¢mC h¡ L£ p¾cl''----
এখানে কোন নদীর কথা বলা হয়েছে?

L) N‰¡-kje¡-ülüa£ M) ¢aÙ¡-তোর্সা-ejc¡
গ) রেবা-¢nf¡-বেত্রবতী O) AmL¡e¾c¡ - BL¡nN‰¡ qm¢c

3) ‘মেঘদূত’ প্রবন্ধে যে গিরির নাম নেই? ----

L) ¢hå£¢N¢l M) dhm¢N¢l
N) °Lm¡p¢N¢l ঘ) দেবগিরি

4) যে ছন্দে মেঘদূতের জীবন স্রোত প্রবাহিত ----

L) j¾c¡œ²¡¿¡ M) j¡¢me£
N) ¢lš²¡ ঘ) কোনটিই সঠিক নয়

5) ‘‘কোনো ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন, মানুষেরা এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অnmhe¡š² pjâ''--- এই ইংরেজ কবি কে?

L) L£Vp M) Ju¡XpJu¡b
N) j£¡bBeô ঘ) শেলি

6) ‘‘প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ’’ ----উক্তিটি কোন প্রবন্ধের

L) Lj¡l pñh J nL¿m¡ M) L¡cðl£¢Qœ
N) nL¿m¡ ঘ) মেঘদূত

7) ‘মেঘদূত’ প্রবন্ধে উল্লিখিত ---‘‘দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া’--- এই বৈষ্ণব গানটি কোন কবির রচিত?

L) ‘¡ec¡p M) hml¡jc¡p
গ) গোবিন্দদাস O) Qä£c¡p

8) ‘‘বৈষ্ণব কবি বলেন তোমার হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির ’’--- এখানে কোন বৈষ্ণব কবির কথা বলা হয়েছে।

ক) গোবিন্দদাস M) Qä£c¡p
N) ‘¡ec¡p O) hml¡jc¡p

teachinns Text with Technology

Answer Table

Sl. No.	Answer
1.	L
2.	N
3.	M
4.	L
5.	N
6.	O
7.	O
8.	O

teachinns Text with Technology

ছেলেভুলানো ছড়া - 1

1) ‘যমুনাবতী সরস্বতী’ কাল যমুনার বিয়ে’ ছড়াটিতে যমুনা যেখানে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবেন --

ক) বকুলতলা দিয়ে খ) কাকিতলা দিয়ে
গ) দিগ্‌নগর দিয়ে O) বাঘ্‌নাপাড়া দিয়ে

2) Rs¡ J Rs¡l A¿Na OVe¡hm£l p¡j”p£ ¢hd¡e Ll¡e

L Ùñ	M Ùñ
a) যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে	i) সীতারামের খেলা ও ত্রিপূর্নির ঘাট
b) এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা মধ্যখানে চর	ii) শালিধানের চিঁড়ে ও বিন্নিধানের খই
c) নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন রেখেছে	iii) সীতানাথের খেলা ও চিৎপুরের মাঠ
d) ওপারে জন্তি গাছটি, জন্তি বড়ো ফলে।	iv) হরগৌরীর মাঠ ও দিগনগরের মেয়ে।

সংকেত :-

	a	b	c	d
L)	i	ii	iii	iv
M)	ii	i	iv	iii
N)	iii	i	iv	ii
O)	iv	iii	i	ii

3) ‘ওপারে জন্তি গাছটি, জন্তি বড়ো ফলে --
ছড়ায় যেখানকার মেয়েগুলো নাইতে বসেছে-

L) h¡Oe¡f¡s¡l M) h¡N¢cf¡s¡l
গ) দিগ্‌নগরের ঘ) চিৎপুরের

4) ‘উলু উলু মাদারের ফুল’ ছাড়ায় বর যেখান দিয়ে আসছে’ -

ক) দিগ্‌নগর দিয়ে খ) বাগদিপাড়া দিয়ে
গ) বাঘনাপাড়া দিয়ে ঘ) কাজিতলা দিয়ে

5) যে ছড়ায় কন্যা চার হিমের নমুনা জানতে চেয়েছে -

ক) জাদু এতো বড় রঙ্গ জাদু, এ তো hs l‰ খ) আয়রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে k¡C
গ) ও পারেতে কালো রং ঘ) তালগাছ কাটম বোসের বাটম গৌরী এল ঝি

6) “প্রবল যুক্তি দ্বারা সত্যকে অস্বীকার করা সহজ, কিন্তু স্বপ্নকে অস্বীকার করিবার জো e¡C''- উক্তিটি কোন্ প্রবন্ধের

L) ab£ J pa£ M) h¡Ùh
গ) সাহিত্যের পথে ঘ) ছেলে ভুলানো ছড়া -1

7) ‘ছেলে ভুলানো ছড়া’ :১ প্রবন্ধে কোন বিবাহ রীতির উল্লেখ আছে?

L) °nh£ ¢hh¡q M) N¡efa£ ¢hh¡q
N) N¡åh ¢hh¡q O) p¡j¡¢SL ¢hh¡q

8) ‘ভালোবাসার মতো এমন সৃষ্টিছাড়া পদার্থ আর কিছুই নাই’ - উদ্ধৃতিটি যে প্রবন্ধের অন্তর্গত

ক) মেঘদূত খ) ছেলেভুলানো ছড়া-1
M) ab£ J pa£ ঘ) সাহিত্যের তাৎপর্য

9) ক স্তম্ভ ও খ স্তম্ভের সাম"pÉ thdje LI

L Ùñ	M Ùñ
a) আয়রে আয়টিয়ে	i) বোয়াল মাছ
b) খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে	ii) কোলা ব্যাঙ
c) জাদু এতো বড় রঙ্গ বড়ো রঙ্গ	iii) কোলা ফিঁড়ের বেশ
d) Bu Bu Qicj¡j¡ টী দিয়ে যায়	iv) কালো গোরুর দুধ

সংকেত :-

	a	b	c	d
L)	IV	III	I	II
M)	II	IV	III	I
N)	I	II	III	IV
O)	III	I	IV	II

10) 'উলু উলু মাদারের ফুল' ছড়ায় যে বউকে রান্না চড়াতে বলা হয়েছে -

ক) ছোট বৌ খ) মেজ বৌ

গ) সেজ বৌ ঘ) বড় বৌ

teachinns Text with Technology

Answer Table

Sl. No.	Answer
1.	M
2.	L
3.	N
4.	N
5.	L
6.	M
7.	N
8.	M
9.	N
10.	O

h¢^jQ¾c

1) ‘‘বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল’’।

L) h¢^jQ¾c M) BdteL L¡hÉ
গ) সাহিত্যের নবত্ব ঘ) সাহিত্যের তাৎপর্য

2) বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোন কোন প্রাচীন সাহিত্যের নামোল্লেখ করেছেন?

ক) বিজয় বসন্ত ও গোলেবকাওলি M) Qk¡fc J n£Lo·L£ae
N) L¢hN¡e J BlhÉlSe£ O) l¡j¡ue J jq¡i¡la

3) বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ অবলম্বনে নিম্নলিখিত মন্তhÉ...¢ml öÜ - অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো -

a) দীনবন্ধু সর্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেনীতে উন্নীত করেছেন।
b) বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম দেখান যে প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নয়।
c) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিমন্ত্রনে বঙ্কিমচন্দ্র জোড়াপাকোর ঠাকুর বাড়িতে কলেজ রিয়্যুনিয়নের মিলন সভায় এসেছিলেন।
d) এই মিলন সভায় বঙ্কিমকে দেখে লেখকের মনে হয়েছে - তিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত।

সংকেত :-

	a	b	c	d
L)	öÜ	öÜ	öÜ	öÜ
M)	AöÜ	AöÜ	AöÜ	AöÜ
N)	öÜ	AöÜ	öÜ	AöÜ
O)	AöÜ	öÜ	AöÜ	öÜ

4) ‘‘কন্টক যতই ক্ষুদ্র হউক তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে’’- মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ কোন প্রবন্ধে করেছেন?

L) BdteL L¡hÉ M) h¡Ùh
N) abÉ J paÉ O) h¢^jQ¾c

5) রবীন্দ্রনাথ ‘বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধটি যেখানে পাঠ করেন -

ক) অশোক লাইব্রেরিতে খ) প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যে সম্মেলন
গ) প্যারিমোহন লাইব্রেরির বঙ্কিম স্মৃতি সভায় ঘ) চৈতন্য লাইব্রেরির বঙ্কিম স্মৃতি সভায়

Answer Table

Sl. No.	Answer
1.	L
2.	L
3.	M
4.	O
5.	O

teachinns
Text with Technology

সাহিত্যের তাৎপর্য

1) ‘সাহিত্যের তাৎপর্য’ প্রবন্ধটি যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় -

L) h‰cne M) ehfk¡u h‰cne
N) i¡la¢ O) p¡de¡

2) ‘দেখিবারে আঁখি-f¡¢M d¡u'- সাহিত্যের তাৎপর্য প্রবন্ধের অন্তর্গত এই চরনটির রচয়িতা কে?

L) hml¡j c¡p খ) গোবিন্দদাস
N) ‘¡ec¡p O) Qä¢c¡p

3) ‘সাহিত্যের তাৎপর্য’ প্রবন্ধ অবলম্বনে নিন্মলিখিত মন্তব্যগুলির শুদ্ধ - অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক EšÍ ¢ehÙ¡Qe করো -

a) ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে, চিত্র এবং pwN¢az

b) ছন্দে, শব্দে বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যকে সংগীতের আশ্রয় কখনোই নিতে হয় না।

c) চিত্র ভাবকে আকার দেয়।

d) সংগীত ভাবকে প্রকাশ করে।

সংকেত :-

	a	b	c	d
L)	öÜ	AöÜ	AöÜ	öÜ
M)	AöÜ	AöÜ	AöÜ	öÜ
N)	öÜ	öÜ	öÜ	AöÜ
O)	öÜ	AöÜ	öÜ	AöÜ

teachinns Text with Technology

Answer Table

Sl. No.	Answer
1.	M
2.	L
3.	O

teachinns
Text with Technology

abÉ J paÉ

1) ‘ তথ্য ও সত্য’ প্রবন্ধে উল্লিখিত গৌতম বুদ্ধের একজন শিষ্যের নাম হল -

L) Ae¡b ¢fäc M) Ae¡b ¢fä
N) Ae¡b Lñ O) Ae¡bLñL

2) “Thou silent from, dost tease
us out of throught,
As doth eternity”

উপরিউক্ত লাইনগুলি কোন কবির লেখা?

L) L£Vp M) ¢V. Hp. H¢muV
N) Ju¡XbJu¡b গ) শেলি

3) ‘তথ্য ও সত্য প্রবন্ধ অবলম্বনে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলির যথার্থতা বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো -

a) সব গোধূলিসময় বেলি - fc¢V ¢hcÉ¡f¢al

b) হে নীরব মূর্তি, তুমি আমাদের মনকে ব্যাকুল করে সকল চিন্তার বাইরে নিয়ে যাও, যেমন নিয়ে যায় অসীম - j¿hÉ¢V উপনিষদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

c) রূপের পাথরে আঁখি ডুবিয়া রহিল - পদটি চন্ডীদাসের

d) এক জার্মান চিত্রকরের ছবিতে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন - একটি মূর্তির সামনে সূর্য কিন্তু পিছনে ছায়া নেই ।

সংকেত :-

	a	b	c	d
L)	öÜ	öÜ	öÜ	AöÜ
M)	AöÜ	AöÜ	AöÜ	öÜ
N)	öÜ	AöÜ	AöÜ	AöÜ
O)	öÜ	AöÜ	öÜ	AöÜ

4) ‘তথ্য ও সত্য’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে ছড়াটির কথা বলেছেন -

ক) খোকা যাবে শ্বশুরবাড়ি খ) দোল দোল দোলনি
গ) খোকা এল নায়ে ঘ) খোকা যাবে মাছ ধরতে

5) ‘তথ্য ও সত্য’ প্রবন্ধে উল্লিখিত ‘‘রূপের পাথরের আঁখি ডুবিয়া রহিল/যৌবনের বনে পথ হারাইল’'---fw¢š² c¢Vl pø¡ কে?

ক) গোবিন্দ দাস M) cä£c¡p
N) hml¡j c¡p O) ‘¡e c¡p

Answer Table

Sl. No.	Answer
1.	L
2.	L
3.	N
4.	N
5.	O

teachinns
Text with Technology

h¡Ùh

1) রবীন্দ্রনাথের ‘বাস্তব’ প্রবন্ধে যে সঙ্গীতজ্ঞের নাম অছে -

L) I¢hnwLI M) JÙ¡c EjS¡c B¢m
N) তানসেন O) eSI¦m

2) c¢ÕQ¿¡ -- আগুনটা শীতের আগুনের মতো উপাদেয়, যদি সেটা পাশে থাকে কিন্তু নিজের গায়ে না লাগে’’---- Ih¾ce¡b কোন প্রবন্ধে মন্তব্যটি করেছেন ।

L) h¡Ùh M) Bd¢eL L¡hÉ
N) abÉ J paÉ ঘ) সাহিত্যের তাৎপর্য

3) ‘h¡Ùh’ প্রবন্ধ থেকে গৃহীত নিম্নলিখিত মন্তhÉ...¢mI öÜ AöÜ ¢eeu LI?

a) সাহিত্য সমালোচনায় বিনয় নাই।
b) রসের একটা আধার আছে।
c) রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে।
d) কালিদাসকে আমরা ভালো বলি, কেননা তাঁহার কাব্যে হিন্দুত্ব আছে।

সংকেত :-

	a	b	c	d
L)	AöÜ	AöÜ	AöÜ	AöÜ
M)	öÜ	öÜ	öÜ	öÜ
N)	AöÜ	öÜ	AöÜ	öÜ
O)	öÜ	AöÜ	öÜ	AöÜ

4) “কামার্তা হি প্রকৃতি কৃপনাশ্চেতনা চেতনেষু’’ - উক্তিটির রচয়িতা কে?

L) öâL M) i h i ¢a
N) i ¡p O) L¡¢mc¡p

5) ‘h¡Ùh’ প্রবন্ধ অবলম্বনে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলির যথার্থতা বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো -

a) কবিদের অবলম্বন হল অন্তরের অনুভূতি Hhw BaÉfp¡cz
b) কবির অন্তরের মধ্যে যে ধ্রুব আদর্শ আছে তার ওপর নির্ভর না করলেও চলে।
c) কবির অন্তরের আদর্শ লোকহিতের আদর্শ।
d) কবির অন্তরের আদর্শ আনন্দময় এবং অনির্বাচনীয়

সংকেত :-

	a	b	c	d
L)	öÜ	AöÜ	AöÜ	öÜ
M)	AöÜ	AöÜ	öÜ	öÜ
N)	öÜ	öÜ	AöÜ	AöÜ
O)	AöÜ	öÜ	AöÜ	öÜ

Answer Table

Sl. No.	Answer
1.	N
2.	L
3.	M
4.	M
5.	L

teachinns
Text with Technology

সাহিত্যে নবত্ব

1) ‘সাহিত্যে নবত্ব’ প্রবন্ধটির রচনা স্থান -

L) S¡f¡ekাত্রার পথে
খ) শান্তিনিকেতনে
N) f¡e¢pES S¡q¡S
ঘ) শিলাইদহের পথে

2) ‘সাহিত্যে নবত্ব’প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোন দর্শনের কথা বলেছেন?

L) Q¡h¡L cne
M) j£j¡wn cne
N) f¡a‘m cne
O) pwMÉ¡ cne

3) ‘ও জিনিসটা সাহিত্যের পক্ষে বিপদজনক’।
- যে জিনিসের কথা বলা হয়েছে -

ক) দারিদ্র্যের আস্ফালন
M) m¡mp¡l Apwkj
N) LÒfe¡l h¡s¡h¡¢s
ঘ) সত্যকে অস্বীকার করার প্রবনতা

4) আধুনিক সাহিত্যে অপটু লেখকদের শিশিতে সাজানো বাঁধি বুলিকে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছে -

L) ¢lu¡¢m¢Vl L¡¢l f¡EX¡l
M) X¡X¡¢uSj
N) J¢l¢SeÉ¡¢m¢V
O) Cúm j¡ØV¡l£ ...¢m

5) ‘সাহিত্যে নবত্ব’ প্রবন্ধ অবলম্বনে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলির öদ্ধ অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করে¡ -

a) সকল দেশের সাহিত্যের প্রধান কাজ হচ্ছে শোনবার লোকের আসনটি ছোট করে দেখা।
b) শরৎ চাটুজ্জের গল্পটা বাঙালির, কিন্তু গল্প বলাটা একান্ত বাঙালির নয়।
c) শরৎ চাটুজ্জের গল্প - সাহিত্যের জগন্নাথ ক্ষেত্রে জাত - বিচারের কথাও ওঠে।
d) বড় সাহিত্যের একটা গুন হচ্ছে অপূর্বতা, ও রিজিন্যালিটিz

সংকেত :-

	a	b	c	d
L)	öÜ	öÜ	AöÜ	AöÜ
M)	AöÜ	öÜ	AöÜ	öÜ
N)	öÜ	AöÜ	öÜ	AöÜ
O)	AöÜ	AöÜ	öÜ	öÜ

Answer Table

Sl. No.	Answer
1.	N
2.	N
3.	M
4.	L
5.	M

teachinns
Text with Technology

BdeL L¡hÉ

1) ইংরেজি কাব্য সাহিত্যে আধুনিকতার বাঁকের সূত্রপাত হয়েছে যার সময় থেকে ---

L) h¡lep খ) মলিসের
N) h¡ule O) L£Vp

2) ""a¢j p¾cl£ Hhw a¢j h¡¢p
যেন পুরোনো একটা যাত্রার সুর
বাজছে সেকেলের একটা সারিন্দি যন্ত্রে''।---
- রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে উদ্ধৃত কবিতাটির রচয়িতা কে?

L) H¢j লয়েল খ) এমিল জোলা
N) HSl¡ f¡Eä ঘ) রমা র‍্যোলা

3) ''তিনি ছিলেন আধুনিক, তাঁর ছিল বিশ্বকে সদ্য-দেখা চোখ'' । ---কোন কবির সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্যটি করেছেন?

L) ¢m-পো M) HSl¡ f¡Eä
গ) এমিল জোলা O) Ju¡Xp Ju¡b

4) ¢m-পো কোন দেশের কবি

L) l¡¢nu¡ M) ¢Qe
N) S¡f¡e O) é¡¾p

5) উনিশ শতাব্দীতে কাব্যের মূল বিষয় ছিল ---

ক) বিষয়ের আত্মতা M) ¢hou£l Ba£a¡
N) L¢hl Ba£a¡ ঘ) সময়ের আত্মতা

6) 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধ অবলম্বনের নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলির শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ---

a) আর্টের কাজ মনোজয়িতা নয় ; মনোহারিতা ।
b) আর্টের লক্ষন লালিত্য, যথার্থ্য নয় ।
c) ¢m-পোর চিনে কবিতার পাশে বিলিতি কবিদের আধুনিকতা সহজে ঠেকে না। সে আবিল।
d) সায়েন্সেই বল, আর আর্টেই বল, নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন ।

সংকেত :-

	a	b	c	d
L)	öÜ	öÜ	öÜ	öÜ
M)	AöÜ	AöÜ	öÜ	öÜ
N)	AöÜ	AöÜ	öÜ	öÜ
O)	öÜ	öÜ	AöÜ	AöÜ

7) lh¤¢c- প্রবন্ধগুলির মূলনাম ও প্রবন্ধনাম যথাক্রমে প্রথম স্তম্ভ ও দ্বিতীয় স্তম্ভে প্রদত্ত হল। সংকেতানুসারে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো।

fbj Ùñ	**tàatu Ùñ**
a) লোকসাহিত্য	i) সাহিত্যে নবত্ব
b) fQ¢e p¡¢qaÉ	ii) ছেলে ভুলানো ছড়া
c) সাহিত্যের পথে	iii) মেঘদূত
d) Bd¢eL p¡¢qaÉ	iv) h¢^jQ¤c

সংকেত :-

	a	**b**	**c**	**d**
L)	i	ii	iv	iii
M)	iv	iii	ii	i
N)	i	ii	iii	iv
O)	ii	iii	i	iv

teachinns Text with Technology

Answer Table

Sl. No.	Answer
1.	L
2.	L
3.	L
4.	M
5.	M
6.	M
7.	O

teachinns
Text with Technology

jeoÉ

1) প্রকৃতির মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার নাম ---

ক) পরমপ্রেম খ) ভালোবাসা
গ) সৌন্দর্যসম্ভোগ O) Ae¿ Apÿj

2) "f¢bh£তে জহরের তত অভাব নাই যত জহরির '---বক্তা হলেন

L) pj£l M) c¢ç
গ) স্রোতস্বিনী O) ¢r¢a

3) ""L- E‚Q¡le মাত্র কৃষ্ণকে স্মরন করিয়া প্রহলাদ কাঁদিয়া উঠে, তাহার আর বর্নমালা শেখা হয় না ''---
মনুষ্য প্রবন্ধে কথাটি কে বলেছে?

L) pj£l M) ¢r¢a
গ) ব্যোম ঘ) স্রোতস্বিনী

4) লোকালয়ে মানুষ ঢের আছে, কিন্তু 'ভোলা মন ও ভোলা মন, মানুষ কেন চিনলি না'।
--- মনুষ্য প্রবন্ধে মন্তব্যটি কে করেছে ?

L) c¢ç খ) স্রোতস্বিনী
N) pj£l ঘ) ব্যোম

5) 'মনুষ্য' প্রবন্ধ অবলম্বনে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলির শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো।
a) যাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তার মধ্যেই অনন্তের পরিচয় পাই।
b) জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসাz
c) প্রকৃতির মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ।
d) বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করতে চেষ্টা করেছে।
সংকেত :-

	a	b	c	d
L)	öÜ	AöÜ	AöÜ	öÜ
M)	AöÜ	öÜ	öÜ	AöÜ
N)	öÜ	öÜ	öÜ	öÜ
O)	öÜ	AöÜ	öÜ	öÜ

6) মন্তব্য : স্রোতস্বিনী কহিল, 'এসব তুমি কী লিখিয়াছ'!
k¢š² :- কারন যে কথা সে বলেনি তবু সেই কথা কেন তার মুখে লেখার সময় প্রকাশ পেয়েছে।
সংকেত :-

L) j¿hÉ öÜ, k¢š² AöÜ M) j¿hÉ J k¢š² EiuC AöÜ
N) j¿hÉ J k¢š² EiuC öÜ O) j¿hÉ AöÜ, k¢š² öÜ

Answer Table

Answer Table

Sl. No.	Answer
1.	N
2.	L
3.	M
4.	N
5.	N
6.	N

teachinns
Text with Technology

ele¡l£

1) ‘বঙ্গ সাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের ন্যায় নিশ্চলভাবে ধূলিশয়ান এবং রমনী তাহার বক্ষের উপর জাগ্রত জীবন্তভাবে বিরাজমান’-
-- E£Š²¢Vl hš²¡ ---

L) c£¢ç খ) স্রোতস্বিনী
N) pj£l 0) £r£a

2) ইংরেজি সাহিত্যে নায়ক ও নায়িকার মাহাত্ম্য সমানভাবে পরিস্ফুট একথা বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক শেক্সপীয়রের কোন কোন নাটকের উদাহরন দিয়েছেন
ক) ম্যাকবেথ এবং মিডসামার নাইটস ড্রিম
খ) ওথেলা এবং অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রা
গ) রোমিও জুলিয়েট এবং জুলিয়াস সিজার
ঘ) কমেডি অফ এররস এবং হ্যামলেট

3) ‘স্রোতস্বিনীর মতে হৃদয়মাহাত্ম্যে যদি নারী শ্রেষ্ঠ হয়’ তবে পু¡ষ যে মাহাত্ম্যে শ্রেষ্ঠ তা হল ---

L) jeo£a খ) দেবত্ব
গ) মনোমাহাত্ম্য 0) j¡e£hLa

teachinns
Text with Technology

Answer Table

Sl. No.	Answer
1.	L
2.	M
3.	N

teachinns
Text with Technology

S¡f¡e k¡œ£

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের জাপান যাত্রা ও বাস কালে জাপানযাত্রীর নিবন্ধগুলি ‘জাপানযাত্রীর পত্র’ ‘জাপানের পত্র’, জাপানের কথা ইত্যাদি নামে ‘সবুজ পত্র’ পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩২৩ - বৈশাখ ১৩২৪) প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ৬ই শ্রাবন ‘জাপানযাত্রী’ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চ–োপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছিলেন। এ. ই. সি. এফ অ্যান্ডজ, উইলি পিয়র্সন এবং শ্রী মুকুলচন্দ্র দে ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাহাজ থেকে ও জাপানে বসবাসকালে যে বৃত্তান্ত চিঠিতে লিখে পাঠান, সেই ১৫টি চিঠি রবীন্দ্রনাথের ‘জাপানযাত্রী’ ভ্রমনগ্রন্থের মূলবিষয়। রবীন্দ্রনাথ তোসামারু জাহাজে চড়ে বসেন জাপান যাত্রার উদ্দেশ্যে ১৯১২ সালের ১লা মে। রেঙ্গুন সিঙ্গাপুর হয়ে ২৯শে মে রবীন্দ্রনাথ সূর্যোদয়ের দেশ জাপানের প্রধান বন্দর কোবেতে পৌছান। কবিকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত হন য়োকায়ামা টাইকান ও কাটসুদা শেকিন নামে কবির পূর্ব পরিচিত দুই চিত্রশিল্পী, পরিব্রাজক কাওয়াগুচি H,¡C ছাড়াও জাপানের প্রবাসী ভারতীয়রা। তিনি প্রবাসী ভারতীয় বনিক মোররজীর গৃহে আতিথ্য গ্রহন করেন।

কোবেল ওরিয়েন্টাল ক্লাবে ৩১ শে মে প্রবাসী ভারতীয়রা রবীন্দ্রনাথকে প্রথম সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ১৩ জুন কানেজি বৌদ্ধ মন্দিরে বৌদ্ধদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট ওকুমা, শিক্ষামন্ত্রী ড তাকাদা, বৌÜ °Sন সম্প্রদায়ের প্রধান হিকি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ইংরেজি ভাষা, জাপানী ও ভারতীয় উভয়েরই বিদেশি ভাষা হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ সেই অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষাতেই তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।

রবীন্দ্রনাথ রেঙ্গুনে পৌছে বর্মী মেয়েদের দেখে বোলপুরের সাঁওতাল রমনীদের কথা স্মরন করেছেন। ব্রহ্মদেশের নারীরা কঠিন শ্রমের মধ্য দিয়ে মুক্তির স্বাদ পায়। সিঙ্গাপুরে এক জাপানি মহিলার সান্নিধ্যে এসে রবীন্দ্রনাথ জেনেছেন, নারী পুরুষের শুধু প্রেরনাদাত্রী নয়, কর্মসঙ্গিনী রূপেও কত সফল জুতে পারে, এই মহিলা তার উদাহরন। তার আইন ব্যবসায়ী স্বামী জাপানে পসার জমাতে ব্যর্থ হলে যৌথ উদ্যোগে তারা সিঙ্গাপুরে এসে ব্যবসা শুরু করে। ব্যবসাক্ষেত্রে যে প্রানের প্রাচুর্য আছে, কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ, পটুতা, পরিশ্রম এবং মানুষের সঙ্গে ব্যবহারই যে সমস্ত কাজে সাফল্যের চাবিকাঠি, সে কাজে নারী স্বয়ংসিদ্ধা, তা তিনি অনুভব করেন।

Text with Technology

জাপান শিল্পীর দেশ। আতিথেয়তা ও আন্তরিকতা অনন্য। নৈঃশব্দ ও নিস্তব্ধতার সম্মোহনে আমন্ত্রিতের মনকে তারা সম্মোহিত করে তোলে। তারপর নমস্কারের দ্বারা গৃহকর্তা আমন্ত্রিতকে অভ্যর্থনা জানান। জাপানি ঘর আসবাব শূন্য। দেওয়ালে থাকে একটি মাত্র ছবি। বহু ছবির উপস্থাপনায় তারা অতিথির চিত্তকে তারা বিচলিত করে না। জাপানি শিল্প জাপানিদের জীবনের মতোই অবকাশ ও বিরলতার উপযোগিতাকে গভীরভাবে আয়ত্ত করেছে।

জাপান ঠান্ডা মাথার দেশ। জাপানিরা প্রয়োজনের বাইরে কথা বলে না। সহিষ্ণুতাই তাদের নিজস্ব জাতীয় সাধনা। রবীন্দ্রনাথ "S¡f¡e k¡œ£’ প্রবন্ধে বলেছেন - ‘‘লোকে বলে জাপানের ছেলেরা যুদ্ধে কাঁদে না। আমি এ পর্যন্ত একটি ছেলেকেও কাঁদতে দেখিনি’’। সহিষ্ণুতা জাপানিদের অশৈশব সাধনা। মানবিক মূল্যবোধের প্রতি দায়hÜতাই তাদের অমন সহিষ্ণু করে তুলেছে।

জাপানি সাহিত্য জাপানি জীবনেরই দর্পন। শান্ত, সংযম, সহিষ্ণু জীবনের ছাপ জাপানি সাহিত্যে মেলে। রবীন্দ্রনাথ আবাক বিস্ময়ে লিখেছেRe ___ ""¢ae m¡Cনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই ওদের কবি, পাঠক উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট।” হৃদয় নিঙড়ানো ব্যথা বেদনায় জেগে থেকে এরা প্রানের অপচয় করে না। জীবনের উচ্ছলতায় গান গেয়ে ওঠে না। জাপানিদের জীবন সরোবরের মতো শান্ত, নিস্তব্ধ, গভীর-Nñ£Iz Ih¾ceib S¡f¡e L¢haiI HL¢V cø¡¿ তুলে ধরে বলেছেন-

‘পুরোনো পুকুর
ব্যাঙের লাফ
জলের শব্দ’।

আমাদের সাহিত্যের বিচারে একে কবিতা বলতে দ্বিধা হতে পারে। জাপানিদের এটাই কবিতা। এ তো ভাষায় আঁকা ছবি। জাপানি পাঠকের মন আসলে চোখ ভরা।

জাপানিরা দেহ ও মনকে সংযত করে নিরাসক্ত মনে সৌন্দর্যকে আপন অন্তরে গ্রহন করে। সৌন্দর্যরে গভীরতায় জাপানিরা আত্মসমাহিত হতে পারে। জাপানি নারী পুরুষের মধ্যে তাই লজ্জা সংকোচের কোন আবিলতা নেই। জাপানিদের দৃষ্টি এতটাই মোহমুক্ত আবিলতাহীন নারী পুরুষ বিবস্ত্র হয়ে একত্রে স্নান করতে কোনো বাধা আনুভব করে না। জাপানি ছবিতে উলঙ্গ নারীমূর্তির আবেদন নেই। স্বল্পবাস পরিহিতা নারী নিজেকে বিজ্ঞাপিত করে না। কি কঠোর সাধনা ও শক্তি বলে জাপান এই নিরাসক্ত দৃষ্টি আয়ত্ত করেছে। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন ভারতবর্ষ যদি জাপানকে গ্রহন করার উদারতা দেখাতে পারতো, তাহলে আমাদের অনেক বিশ্রীতা, অশুচিতা ও অসংযম দৃঢ়হতে পারত।

'জাপানযাত্রী' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ অকপটভাবে 'দ্রষ্ট' আমির উপলব্ধিকে মেলে ধরেছেন।
জাপানি সভ্যতা, সংস্কৃতির পরিচয় দানের পাশাপাশি 'আমি'র মিলনজাত রসের উপলব্ধিই ভ্রমন সাহিত্যের সামগ্রী। সমুদ্র ঝড়ের বর্ণনায় জল বাতাসের মাতামাতিকে বাংলা, অন্তস্থ বর্ণের
c¡f¡c¡পি তথা চন্ডী পাঠের উপমাচিত্রে নিসর্গের মধ্যে প্রাণ প্রাচুর্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন আমাদের সঙ্গে uরোপের কোথাও মিল থাক না থাক, এক জায়গায় মিল আছে। আমরা 'অন্তরতর' মানুষকে মানি। বাইরের মানুষের থেকে বেশি মানি। এই অন্তরমহলে মানুষের যে মিলন সেই মিলনই সত্য মিলন, এই মিলনের দ্বার উদ্‌ঘাটনের কাজে বাঙালির আহ্বান আছে, তার চিহ্ন অনেকদিন থেকে দেখা যাচ্ছে।

teachinns
Text with Technology

abÉ

১. জাপান যাত্রী, প্রবন্ধটির পরিচ্ছেদ সংখ্যা -15

২. জাপানযাত্রী প্রবন্ধটি উৎসর্গ করা হয়েছে রামানন্দ চ–োপাধ্যায়কে।

3. S¡f¡ek¡œ¢ N¿¢V গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয় শ্রাবন ১৩২৬ বঙ্গাব্দে বা ১৯১৯ সালে ।

৫. পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো রহস্য-দেখবার বস্তুটি নয়, যে দেখে সেই মানুষটি।

৬. রুশ জাপান যুদ্ধে জয়লাভের পর রবীন্দ্রনাথ জাপানের চরিএ বল ও বীর্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে জাপানী ছন্দে ৩টি কবিতা লেখেন। এই কবিতা তিনটি আষাঢ় ১৩১২ বঙ্গাব্দে
i¡ä¡l f¢œL¡u fL¡¢na quz

৭. কবিতা তিনটি যথাক্রমে সেদোকা ছন্দ, চোকা ছন্দে, ও ইমায়ো ছন্দে লেখা।

৮.রবীন্দ্রনাথ জাপান যাত্রার আগে, যাত্রার পরিকল্পনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমথ চৌধুরী ও মীরা দেবীকে চিঠি লেখেন।

৯. ১৯৬১ সালে জাপান যাত্রী প্রবন্ধের ইংরেজি তর্জমা করেন শকুন্তলা রাওশাস্ত্রী। এই তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে নিউইয়র্ক ইস্ট ওয়েষ্ট ইনস্টিটিউট থেকে - A Visit to Japan, Mrs Shakuntala Rao Sastri, Ed Walter Donald King.

১০. আচারকে শক্ত করে তুললে বিচারকে ঢিলে করতেই হয়। বাইরে থেকে মানুষকে বাঁধলে মানুষ আপনাকে আপনি বাঁধবার n¢Š² q¡l¡uz

১১.রবীন্দ্রনাথের মতে, বাণিজ্য মানুষকে প্রকাশ করেনা, মানুষকে প্রচ্ছন্ন করে।

১২. রমনীর লাবন্য যেমন তারা প্রেয়সী, শক্তির মুক্তিগৌরবে তেমনি তারা মহীয়সী - রেঙ্গুনে মেয়েদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

13 "j¡u¡ju¢jcj¢Mmw ¢qa¡
h r fcw f¢hn¡ö ¢h¢ca¡'--- উদ্ধৃতিটি রয়েছে সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

14. ‘Book of Tea’ hC¢V JL¡Ll¡l lQe¡z

১৫. বিদায় মাত্রেরই একটা ব্যথা আছে ; সে ব্যথাটার প্রধান কারন এই, জীবনে যা কিছুকে সবচেয়ে নির্দ্দিষ্ট করে পাওয়া গেছে তাকে অনির্দ্দিষ্টের আড়ালে সমর্পণ করে যাওয়া’’।

১৬. কবি কীটস বলেছেন, ‘সত্যই সুন্দর। অর্থাৎ সত্যের বাধা মুক্ত সুসম্পর্নতাতেই সৌন্দর্য। সত্য মুক্তি লাভ করলেই আপনিই সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। প্রকাশের পূর্নতাই সৌন্দর্য’।

১৭. রবীন্দ্রনাথের শিল্পীবন্ধু টাইকানের বাড়ি টোকিওতে।

১৮. ‘অল্প করে না দেখলে পূর্ণ পরিমানে দেখা হয় না’।

১৯. ‘‘ছবি জিনিসটা হচ্ছে অবনীর, গান জিনিসটা গগনের। ------- ।পরাজ্যের কলা ছবি, অপরূপ রাজ্যের কলা গান। ------ -কবিতার উপকরন হচ্ছে ভাষা’’।

২০. প্রবন্ধের কথা যেখানে থামে সেখানে কেবলমাত্র ফাঁকা। গানে কথা যেখানে থামে সেখানে সুরে ভরাট। গায়কের সার্থকতা কথার ফাঁকে, লেখকের সার্থকতা কথার ঝাঁকে।

২১. ‘‘ধ্যানের যুগ, সংযমের সাধনা, সমস্ত পৃথিবী থেকেই আজ তিরস্কৃত হচ্ছে’’।

teachinns Text with Technology

SUB UNIT- VI

S¡f¡e k¡œ£

1) ‘জাপানযাত্রী’ গ্রন্থটি গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় কবে?
L) n¡he 1326 M) i¡â 1326
N) Bo¡t 1326 O) °SùÉ 1326

2) ‘জাপানযাত্রী’ গ্রন্থে কটি চিঠি আছে?
L) 12 ¢V M) 14 ¢V
N) 15 ¢V O) 10 ¢V

3) ‘জাপান যাত্রী’ প্রবন্ধে পরবর্তী যে রচনাটি সংযোজিত হয়েছে ---
L) dÉ¡e£ S¡f¡e M) To the India community in Japan
N) The Soul of the East O) ph...¢mC p¢WL

4) নিম্নলিখিত তালিকা দুটির মধ্যে সাম”স্যবিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো ---

fbj a¡¢mL¡	**¢àa£u a¡¢mL¡**
a) চীন সমুদ্র, তোসামারু	i) ৫ম পরিচ্ছেদ
b) পিনাঙ বন্দর, তোসামারু	ii) ১২ম পরিচ্ছেদ
c) কোবে	iii) ১১ম পরিচ্ছেদ
d) চীন সমুদ্র, তোসামারু	iv) ৭ম পরিচ্ছেদ

সংকেত :-

	a	**b**	**c**	**d**
L)	iv	i	ii	iii
M)	iv	iii	i	ii
N)	iii	i	iv	ii
O)	i	ii	iii	iv

5) এন্ড্রুজের কোন বন্দরে পাহাড় ও ঝরনা দেখে পাহাড় ঘেরা স্কটল্যান্ডের হ্রদের কথা মনে পরেছে?
L) ¢fe¡w h¾cl M) qwLw h¾cl
N) p¡´O¡C h¾cl O) ¢p‰¡fl h¾cl

6) কবি ‘লোহার জাপান’ বলেছেন কোন শহরকে?
L) ¢fe¡w nql খ) কোবে শহর
N) ¢p‰¡fl O) qwLw nql

7) ¢ee¡¢m¢Ma j¿hÉ...¢ml öÜ - অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো -

a) প্রবন্ধে কথা যেখানে থামে সেখানে কেবলমাত্র ফাঁকা।

b) গানে কথা যেখানে থামে সেখানে সুরে ভরাট

c) গায়কের সার্থকতা কথার ফাঁকে ।

d) গায়কের সার্থকতা কথার ঝাঁকে ।

সংকেত :-

	a	b	c	d
L)	AöÜ	öÜ	öÜ	AöÜ
M)	öÜ	AöÜ	AöÜ	öÜ
N)	öÜ	öÜ	öÜ	öÜ
O)	AöÜ	AöÜ	AöÜ	AöÜ

8) ¢ee¡¢m¢Ma j¿hÉ...¢ml öÜ - অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো -

a) অসীম যেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি।

b) অসীম যেখানে সীমাহীন সেখানে গান।

c) Afl¡f - রাজ্যের কলা ছবি।

d) l¡f - রাজ্যের কলা গান।

সংকেত :-

	a	b	c	d
L)	AöÜ	öÜ	öÜ	AöÜ
M)	öÜ	AöÜ	AöÜ	öÜ
N)	öÜ	öÜ	AöÜ	AöÜ
O)	öÜ	öÜ	öÜ	öÜ

teachinns Text with Technology

9) প্রাবন্ধিক ‘ধ্যানী জাপান’ প্রবন্ধটি লিখেছেন -

L) i¡â 1334 p¡m M) j¡O 1334 p¡m

N) i¡â 1336 p¡m O) j¡O 1336 p¡m

10) তোসামারু জাহাজে রবীন্দ্রনাথ ক্রমানুসারে যে বন্দর ছুঁইয়ে জাপানে গিয়েছিলেন

ক) কোবে - ¢p‰¡fl - ¢fe¡P - রেঙ্গুন M) ¢p‰¡fl - ¢fe¡P - রেঙ্গুন - কোবে

M) ¢fe¡P - রেঙ্গুন - কোবে - ¢p‰¡fl ঘ) রেঙ্গুন - ¢fe¡P - ¢p‰¡fl - কোবে

Answer Table

Sl. No.	Answer
1.	L
2.	N
3.	O
4.	L
5.	M
6.	M
7.	N
8.	N
9.	N
10.	M

SUB UNIT- VII

S¦heØj¦a (1912)

‘জীবনস্মৃতি’ প্রবাসী পত্রিকায় ভাদ্র ১৩১৮ সাল থেকে শ্রাবন ১৩১৯ সালের শ্রাবন পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, পরে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে জুলাই মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত চব্বিশটি চিত্রে শোভিত হয়ে ‘জীবনস্মৃতি’ র প্রথম সংস্করন প্রকাশিত হয়।

‘জীবনস্মৃতি’ (১৯১২) ‘ছেলেবেলা’ (১৯৪০) ও ‘আত্মপরিচয়’ (১৯৪৩) রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয়মূলক তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যে আত্মকাহিনী হিসেবে ‘জীবনস্মৃতি’ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। আত্মপ্রসঙ্গ অবলম্বনে করে এইরূপ অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি রবীন্দ্র পূর্ব বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় না। শুধু আত্মজীবনী বলে নয় সাহিত্য শিল্পরূপেও জীবনস্মৃতি অনুপম রচনা। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম পঁচিশ বছরের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। বইটি পড়বার pju Bমরা যেন সেকালের গন্ধ দৃশ্য স্পর্শের স্বাদ পেতে থাকি। বাংলা সাহিত্যে এক বিচিত্র অভিনব আত্মজীবনী। জীবনস্মৃতি গ্রন্থের সূচনাতে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য থেকে এর স্বাতন্ত্র্য ও স্বরূপ রহস্য উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি-ভাষনের সূচনায় লিখেছেন -

‘‘জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে - তাহা কোনো এক অদৃশ্য চিত্রকরে স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রং পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে, সে রং তাহার নিজের ভান্ডারের, সে রং তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে ।’’ এ জীবন অবশ্য ব্যক্তিজীবন নয়, কবিজীবন। ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের প্রাথমিক পর্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভবতোষ দত্ত ‘জীবনস্মৃতি’ প্রবন্ধে এই মর্মে লিখেছেন যে ---- "S¦heØj¦a ödC ¦exp‰ L¦hL¦qe¦ eu,'' উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালির সংস্কৃতির পটভূমিতে ‘জীবনস্মৃতি’ একটি কবি মানসের উৎকর্ষের ইতিহাস।’’

জীবনস্মৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জীবনের কোন আনুপার্বিক ইতিহাস বর্ণিত হয়নি। ভৃত্যের শাসনাধীন বাল্যজীবন, বিবিধ বিদ্যাশিক্ষার উপযোগী আয়োজন, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে বিস্ময়বিহলতা, বৌ ঠাকুরানীর স্নেহনির্ঝর ধারায় অভিষিক্ত শৈশবের সোনালী মূহুর্ত, স্বাদেশিকতার মোহময় এক গভীর উদ্বেল উত্তেজনা, বর্ষা ও শরতের অনন্ত অসীম মেঘালোকে কবিমনের নিরুদ্দেশ যাত্রা প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের শৈশবের বিচিত্র রসমধুর চিত্র, অনুপম রঙে ও রেখায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

আত্মপরিচয়মুখর ‘জীবনস্মৃতি’র একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ কাহিনীর সর্বত্র লেখকের নিরাষক্ত দৃষ্টি ও সচেতন Ba¦pwkj haj¦ez ‘জীবনস্মৃতি’র মুখ্য অংশই কবির শৈশবের বিচিত্র স্মৃতিকথায় পূর্ণ। বিবিধ প্রানবন্ত চিত্রের মধ্য দিয়ে শৈশবকালীন আমিত্বের স্বরূপ বা প্রকৃতি অপূর্ব সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অতীতকালের বিচিত্র ঘটনা কোথাও পরিহাস রসিকতায় কৌতুক মুখর কোথাও বা করুনর সে বেদনাবিধুর হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবন ও কবিমানস ক্ষেত্র যে সকল বিশিষ্ট মনীষী ও আত্মীয় পরিজনের প্রভাব গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল তাদের চরিত্র চিত্রও ‘জীবনস্মৃতি’তে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত। কাদম্বরী দেবী (অর্থাৎ বৌঠান) মিস আন্না, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এদের প্রভাব রবীন্দ্র শৈশব জীবনে খুব সর্বাপেক্ষা গভীর ছিল। ঋতুর আর্বতনে বিশ্বপ্রকৃতির যে মোহময় বিচিত্র লীলাভিসার ও তার রূপময় অভিব্যক্তি তা ‘জীবনস্মৃতি’তে রবীন্দ্রনাথের অনিন্দ্য চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে সুপরিস্ফুট আছে। স্মৃতি-চিত্র প্রধান জীবনস্মৃতি বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের একক ও অনন্য সাধারন সৃষ্টি। বিশ্বজননী সাহিত্যে এক আশ্চর্য ব্যতিক্র²jz

রবীন্দ্রনাথের আড়ম্বরবর্জিত অনবদ্য সুমধুর ভাষা জীবস্মৃতির এক দুর্লভ ঐশ্বর্য। অপরূপ রচনারীতির অনুকরনীয় কৌশলে ও ভাষানৈপুন্যে জীবনস্মৃতি রবীন্দ্র প্রতিভার এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

abÉ

1. S¢heØj¢al lQe¡ pwMÉ¡ - ৪৫ যথাক্রমে সূচনা শিক্ষারম্ভ, ঘর ও বাহির , ভূত্যরাজকতন্ত্র, নর্মাল úm, L¢ha¡lQe¡lñ নানা বিদ্যার আয়োজন, বাহিরে যাত্রা, কাব্যরচনাচর্চা, শ্রীকণ্ঠবাবু, বাংলা শিক্ষার অবসান, পিতৃদেব, হিমালয় যাত্রা, প্রত্যাবর্তন ঘরের পড়া, বাড়ির আবহাওয়া, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, গীতচর্চা, সাহিত্যের সঙ্গী, রচনাপ্রকাশ, ভানুসিংহের কবিতা, স্বাদেশিকতা, ভারতী, আমেদাবাদ, বিলাতি সংগীত, বাল্মিকী প্রতিভা, সন্ধ্যাসংগীত, গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ, গঙ্গাতীর, প্রিয়বাবু, প্রভাত সংগীত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, করোয়ার, প্রকৃতির প্রতিশোধ, ছবি ও গান, বালক, বঙ্কিমচন্দ্র, জাহাজের খোল, মৃত্যুশোক, বর্ষা ও শরৎ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, কড়ি ও কোমল।

২. ‘জীবনস্মৃতি’র প্রচ্ছদে ছিল নন্দলাল বসুর আকাঁ পদ্মফুল পাপড়ি খসার ছবি। এই ছবিটি ‘ছিন্নপত্র’র প্রচ্ছদেও মুদ্রিত হয়। f¡Rcpq "S¢heØj¢a’র মোট ছবির সংখ্যা ২৫।

৩. আশ্বিন ১৩১৯ (বুধবার ৮ সেপ্টেম্বর ১৯১২) লন্ডন থেকে রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে জীবনস্মৃতির ছবিগুলি সম্পর্কে লিখেছেন - ‘‘জীবনস্মৃতিতে’’ গগনের ছবিগুলি ভারি চমৎকার হয়েছে। এরা (য়েটস, রাথেনস্টাইন) প্রমুখ বিদেশি বন্ধুরা সেগুলোর খুব প্রশংসা করেছেন ।

৪. ‘জীবনস্মৃতি’র প্রচ্ছদে ছিল নন্দলাল বসুর আকাঁ পদ্মফুল পাপড়ি খসার ছবি। এই ছবিটি ‘ছিন্নপত্র’র প্রচ্ছদেও মুদ্রিত হয়। f¡Rcpq "S¢heØj¢a’র মোট ছবির সংখ্যা ২৫।

5. S¢heØj¢তির ইংরেজি তজর্মা করেন কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১৬ সালে ‘The ModernRelience' f¢œL¡u জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ‘My Reminiscences’ নামে প্রকাশিত হতে থাকে।

৬. ‘‘স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত তাহার কাজই ছবি আকাঁ, ইতিহাস লেখা নয়।’’

(pQe¡ Awn)

৭. ‘‘জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে তাহা কোন এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।’’

(pQe¡)

৮. ‘‘সেদিন পড়িতেছি, ‘জল পড়ে পাতা নড়ে’। আমার জীবনের এটিই আদি কবির প্রথম কবিতা।’’

(¢nr¡lñ)

9. ""B j¡দের একটি অনেক কালের খাজাঞ্চি ছিল, কৈলাস মুখুজ্যে তাহার নাম। সে আমাদের ঘরের আত্মীয়েরই মতো।’’

(¢nr¡lñ)

১০. ‘‘শিশুকালের সাহিত্যের রসভোগের এই দুটো স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে - আর মনে পড়ে ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।’ এ ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।’’

(¢nr¡lñ)

১১. ‘‘চাকরদের মহলে যে সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়া আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চানক্যশ্লোকের h¡wm¡ Aeh¡c J L¢šh¡p l¡j¡ueC fd¡ez''

(¢nr¡lñ)

১২. ‘সেদিকে বন্ধন যতই কঠিন থাক্ , অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা - সেই স্বাধীনতায় আমাদের মন মুক্ত ছিল। খাওয়ানো পরানো সাজানো গোছানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে চারিদিক হইতে একেবারে ঠাসিয়া ধর হয় নাই।

(0l J h¡¢ql)

১৩. ‘‘বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনোদিন কোনো কারনেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ইহাতে কোনোদিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই।’’

(0l J h¡¢ql)

১৪. ‘‘পুষ্করিনী নির্জন ইহয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। ----- এই বটকেই উদ্দেশ্য করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম -
‘‘নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছে মাথায় লয়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট।’’

15. ""h¡¢ql h¢mu¡ HL¢V Ae¿ fp¡¢la fc¡b ¢Rm k¡q¡ Bj¡l Aa£a, AbQ k¡q¡l l¡f në Nå à¡l S¡e¡m¡l e¡e¡ ফাঁক ফুকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত’’

(0l J h¡¢ql)

১৬. ‘‘সংসারের ধর্মই এই বড়ো যে সে মারে, ছোটো যে সে মার খায়। ইহার বিপরীত কথাটা অর্থাৎ ছোটো যে সেই মারে, বড়ো যে সেই মার খায় - শিখিতে বিস্তর বিলম্ব হইয়াছে।’’

(i a£l¡SL a¿)

১৭. ‘‘কেবল একটা লাইন মনে পড়িতেছে - কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলানিং’’

(ej¡m úm)

18. ""k¡q¡ L¢We a¡q¡ L¢WeC kIহা দুঃসাধ্যই, ইহাতে কিছু অসুবিধা আছে বটে কিন্তু সহজ করিবার চেষ্টা করিলেও অসুবিধা আরো সাতগুন বাড়িয়া উঠে।’’

(ej¡m úm)

১৯. ‘‘চারুপাঠ, বস্তুবিচার, প্রানিবৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ ইহার কাছে পড়া ’’

(নানা বিদ্যার আয়োজন)

20. ""L¢s-বরগা দেয়ালের জঠরের মধ্য হিতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম’’

(বাহিরে যাত্রা)

২১. ‘‘এই ঢাকা, ঘেরা, ছায়া করা, সংকুচিত একটুখানি খিড়কির বাগানের ঘোমটা পরা সৌন্দর্য আমার কাছে ভারি মনোহর ছিল। সম্মুখের উদার গঙ্গাতীরের সঙ্গে এর কতই তফাত এ যেন ঘরের বধু।’’

(বাহিরে যাত্রা)

২২. প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবা মাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি পাড় দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইমাল’’।

(বাহিরে যাত্রা)

২৩. ‘‘সেই নীল খাতাটি ক্রমেই বাঁকা বাঁকা লাইনে ও সরু-মোটা অক্ষরে কীটের বাসার মতো ভরিয়া উঠিতে চলিল।’’

(L¡hÉlQe¡ QQ¡)

২৪. ‘‘ঝরনার ধারা যেমন একটুকরা নুড়ি পাইলেও তাহাকে ঘিরিয়া নাচিয়া মাত করিয়া দেয়, তিনিও তেমনি যে - কোন একটা উপলক্ষ পাইলেই আপন উল্লাসে উদ্‌বেল হইয়া উঠিতেন’’।

(n¢Lã hjh)

২৫. ‘‘শিক্ষা জিনিসটা যথা সম্ভব তাহার ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবা মাত্রেই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়, পেট ভরাবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুশি হইয়া জাগিয়া উঠে - তাহাতে তাহার জারক রসগুলির আলস্য দূর qCuj kju''z

(hjwmj tn r jl Ahpje)

২৬. ‘অপরাধ করা ছাত্রদের এক ক্ষমা না করা শিক্ষকদের ধর্ম’

(hjwmj tn r jl Ahpje)

27. ""শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা - বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া’

(পিতৃদেব)

২৮. ‘‘জগতে না - বুঝিয়া পাইবার রাস্তায় সকল সময়েই সকলের চেয়ে বড়ো রাস্তা। সেই রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে সংসারের পাড়ায় হাটবাজার বন্ধ হয় না বটে কিন্তু সমুদ্রের ধারে যাইবার উপায় আর থাকে নে, পর্বতের শিখরে চড়াও অসম্ভব হইয়া উঠে।’’

(পিতৃদেব)

২৯. ‘‘অন্তরের অন্ত:পুরে যে কাজ - চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌছায় না’’।

(পিতৃদেব)

30 "Qj¡C' HC Lbj¡Vj¡ k¢c Q¢vLj¡l L¢lu¡ BLjn gjVjCu¡ বলিতে পারিতাম, তবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত। কোথায় বেঙ্গল একাডেমি আর কোথায় হিমালয়’’।

(¢qj¡mu kjœj)

teachinns Text with Technology

S¢heØj¢a

1) ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের যে জীবনকালের স্মৃতিকথা -
L) h¡mÉL¡m খ) কৈশোর কাল
গ) যৌবনকাল 0) ph...¢mC p¢WL

2) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জীবনস্মৃতি’র প্রথম অধ্যায় ‘শিক্ষারম্ভ’ - এ লেখক তাদের কজন বালকের একসঙ্গে মানুষ হওয়ার কথা বলেছেন -
L) ¢ae Se M) Q¡l Se
N) Ru Se 0) cn Se

3) ‘‘এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে’’। - E¢Š¾V L¡l -
L) paÉ খ) লেখক
N) ¢n r L jq¡nu 0) °Lm¡p

4) লেখকের দিদিমা কোন বই পড়তেন?
ক) কাশীরাম দাসের মহাভারত খ) কৃত্তিবাসের রামায়ন
গ) মেঘদূত 0) Lj¡l pñh

5) লেখকদের চাকর শ্যামা এর বাড়ি ছিল -
ক) যশোর CSm¡ খ) ফরিদপুর জেলা
গ) খুলনা জেলা ঘ) শান্তিপুর জেলা

৬) ‘আকাশের ওই নীল গোলকটি একটা বাধা মাত্র নহে’ কথাটি পণ্ডিতমশায় কী পড়বার সময় বলেছিলেন -
L) Lb¡j¡m¡ খ) বোধদয়
গ) মেঘদূত 0) Lj¡l pñh

7) ¢eeÉfcš a¡¢mL¡ c¢Vl p¡j”স্যবিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো -

fbj a¡¢mL¡	**¢àa£u a¡¢mL¡**
a) কেবল মনে পড়ে ‘জল পড়ে পাতা নড়ে’	i) h¡wm¡ ¢n r¡l Ahp¡e
b) কালো ছাতাটি দেখা দিয়েছে	ii) n¢L¾Wh¡h
c) paÉ fp¡c	iii) নানাবিদ্যার আয়োজন
d) বৃদ্ধ একেবারে সুপক্ক বোম্বাই আমটির মতো	iv) ¢n r¡lñ

সংকেত :-

	a	b	c	d
L)	i	iv	ii	iii
M)	iii	i	ii	iv
N)	iv	iii	i	ii
0)	ii	iv	i	iii

৮) রবির কবিতায় নবগোপালবাবুর বুঝতে না পারা ‘দ্বিরেক’ শব্দটির অর্থ কী -
L) fc£ M) jd
N) f×f O) ïjl

9) "f¡¢ehš¡¿’ নামক বইটির লেখক -
L) lh£%ce¡b M) দ্বিজেন্দ্রনাথ
N) p¡aL¢s cš O) e£mL,W h¡h

১০) ‘‘রবি করে জ্বালাতন আছিল সবাই
hlo¡ ilp¡ ¢cm Bl iu e¡C''-
সাতকড়ি দত্তের লেখা এই লাইন দুটির পরের লাইন রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন -
ক) মাছ সব হীন হয়েছিল যারো বারে খ) মাছ সব হীন হয়ে ছিল সরোবরে,
গ) মীনগন হীন হয়ে ছিল সরোবারে ঘ) মীনগন হীন হয়ে ছিল সরোবারে
হাঁসগন সুখে জলক্রীড়া করে এখন তাহার সুখে জলক্রীড়া করে

১১) ‘ময় ছোড়ো ব্রজকি বাসরী’ গানটি কার -
L) lh£%ce¡b W¡Ll M) n£L¾Wh¡h
N) ¢ho·h¡h ঘ) গোবিন্দ বাবু

১২) ‘তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে,
কে সহায় ih - অন্ধকারে’ -
গানটি লেখক যে রাগে গেয়েছেন -
L) m¢ma M) °ilh£
গ) বেহাগ O) Bn¡hl£

১৩) বেঙ্গল একাডেমী থেকে লেখক কোথায় ভরতি হন -
ক) সেন্ট টমাস খ) সেন্ট পাল
গ) সেন্ট মলিয়ার ঘ) সেন্ট জেভিয়ার্স

১৪) ‘বিবিধার্যসংগ্রহ’ নামক ছবিওয়ালা মাসিক পত্রটি বের করতেন -
ক) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় খ) রাজেন্দ্র লাল মিত্র
N) c£ehå ¢jœ O) lh£%ce¡b

১৫) রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনস্মৃতি’র ‘ঘরের পড়া’ অধ্যায়ে দীনবন্ধু মিত্রের যে প্রহসনটির কথা আছে সেটি হল -
L) pdh¡l HL¡cn£ M) e£mcfe
N) S¡j¡Ch¡¢lL O) n£jdpce

১৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কবিতা এবং গদ্য প্রবন্ধ যে পত্রিকায় ছাপা হয় -
L) h‰cne M) p¡de¡
N) i¡la£ O) ‘¡e¡^l

১৭) ‘‘একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্র মন,
এক কার্যে সাঁপিয়াছি সহস্র জীবন’’- কে গানটি গেয়েছেন?
L) hSh¡h খ) জ্যো¢a¢hc£¡
N) lh£%ce¡b O) l¡Se¡l¡ue h¡h

১৮) ‘‘সেই বিয়ের বোঝা সুদীর্ঘকাল দোকানের শেলফ্ এবং তাঁহার চিত্তকে ভারতুর করিয়া অক্ষত হইয়া বিরাজ করিতেছি’’ - কোন বই-এর কথা বলা হয়েছে -

L) f i¡a pwN£a M) L¢hL¡¢qe£
N) pÅ£¡pwN£a ঘ) সোনারতরী

১৯) ডাক্তার স্কটের বাড়িতে থাকার সময় লেখক কোন ইউনিভা¢pটিতে ভরতি হয়েছিলেন -

ক) কেমব্রিজ CE¢e i¡p¢V M) mäe CE¢e i¡p¢V
গ) অক্সফোর্ড ইউনিভা¢p¢V ঘ) কোনটিই না

২০) লোকেন পালিত লেখকের চেয়ে কত ছোট -

ক) ১০ বছরের খ) ৫ বছরের
গ) ৪ বছরের ঘ) ৮ বছরের

২১) কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘ভগ্নহৃদয়’ নামক কাব্যটি রচনা করেছিলেন -

ক) বিলাতে খ) বিলাত থেকে ফেরার পথে
গ) বিলাত থেকে 0) phL¢V p¢WL

২২) ‘‘তাঁহার কাব্যেও সেই হৃদয়াবেগের উদ্দামতা আমাদের এই ভালোমানুষ সমাজের ঘোমটা পরা হৃদয়টিকে, এই কনে বউকে উতলা করিয়া তুলিয়াছিল’’ - কার সম্পর্কে উক্তিটি করা হয়েছে --

L) h¡ule M) ¢jmVe
গ) শেলী 0) L£Vp

২৩) ‘‘হৃদয় নামতে এক বিশাল অরন্য আছে
দিশে দিশে নাহিক কিনারা ....’’
চরনদুটি ‘প্রভাতসংগীতে’র কোন কবিতায় আছে-

L) fe¢jme M) feh¡l
N) q¡cu cfe ঘ) কোনটিই না

২৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘আমি চিনিগো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী’- এই গানের একই গান লেখক যেটি বোলপুরের রাস্তায় শুনেছিলেন সেটি হল -

ক) খাঁচার মাঝে অচিন পাখি কেমনে আসে যায় খ) গোপন কথাটি রবে না গোপনে
N) L J M p¢WL ঘ) কোনটিই না

২৫) ‘তাঁহার যে কেবলমাত্র বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব তাহা নহে, তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল’- L¡l pÇপর্কে বলা হয়েছে -

L) h¢^jQ¾c M) lh£¾ce¡b
N) ¢hcÉ¡p¡Nl 0) ¢hq¡l£m¡m

Answer Table

Sl. No.	Answer
1.	M
2.	L
3.	N
4.	M
5.	N
6.	M
7.	N
8.	O
9.	N
10.	M
11.	M
12.	N
13.	O
14.	M
15.	N
16.	M
17.	O
18.	M

19.	M
20.	M
21.	O
22.	L
23.	L
24.	L
25.	L

teachinns
Text with Technology

Previous Year Question

JUNE – 2019

1) ‘আধুনিক সাহিত্যে’ গ্রন্থের ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ প্রবন্ধ অবলম্বনে একটি মন্ব্য ও তার সাপেক্ষে যুক্তি² দেওয়া হল। এর শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত কর?

j¿hÉ :- কল্পনা ও কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে।

k¢š² :- কেননা যথার্থ কল্পনা সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকার বদ্ধ আর কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র।

সংকেত :-

L) j¿hÉ öÜ, ¢L¿ k¢š² AöÜ
M) j¿hÉ¢V AöÜ ¢L¿ k¢š² öÜ
N) j¿hÉ J k¢š² cCC AöÜ
O) j¿hÉ J k¢š² cCC öÜ

2) ‘‘একেই বলা যায় নৈর্ব্যক্তিক impersonal ‘আধুনিক কাব্য’ প্রবন্ধে যে কাি। lQe¡l দৃষ্টান্ত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেছেন তিনি হলেন :

L) T.S.Eliot
M) Ezra Pound
N) Amy Lowell
O) Orriek Johns

3) "S¡f¡ek¡œ£’ অবলম্বনে কয়েকটি মন্তব্য দেওয়া হল। শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উওর নির্দেশ কর?

a) lh¢ce¡b "S¡f¡ek¡œ£’ উৎসর্গ করেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে।
b)"S¡f¡ek¡œ£’ "phSfœ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখ ১২৩৪ থেকে বৈশাখ ১৩২৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত।
c) "S¡f¡ek¡œ£’ গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায়ে জাপানী কবিতার আলোচনা রয়েছে।
d)"S¡f¡ek¡œ£’ গ্রন্থে প্রকাশের কাল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে।

সংকেত :-

	a	b	c	d
L)	öÜ	AöÜ	AöÜ	öÜ
M)	AöÜ	öÜ	öÜ	AöÜ
N)	AöÜ	AöÜ	öÜ	öÜ
O)	AöÜ	öÜ	öÜ	öÜ

4) "S¡heØj¢a'-র চারটি অধ্যায় ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করে সংকেত থেকে ঠিক উওরটি নির্দেশ কর :

a) i¡la£
b)ভানুসিংহের কবিতা
c) আমেদাবাদ
d) স্বাদেশিকতা

সংকেত

L) b, d, a, c
M) a, c, d, b
N) b, d, c, a
O) d, c, a, b

Answer Table

Sl. No.	Answer
1.	O
2.	N
3.	O
4.	L

teachinns
Text with Technology

DEC- 2019

1) রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘মেঘদূত’ প্রবন্ধে অনন্ত বিরহের কথা বলতে গিয়ে কালিদাসের ‘মেঘদুত’ ও বৈষ্ণব পদাবলী থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি ব্যাবহার করেছেন:

a) ‘দুহুঁ কোড়ে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া’

b) ‘তেই বলরামের, পহু চিত নহে স্থির’।

c) ‘ভিত্ত্বা সদ্য; কিশলয়পুটান দেবদারুদ্রমানং যে তৎক্ষীরশ্রুতিসুরভয়ো দক্ষিনেন প্রবৃত্তা’।

d) "¢qu¡l ভিতর হইতে কে কৈল বাহির ।

প্রদত্ত উদ্ধৃতি গুলি ‘মেঘদূত’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে ক্রম অনুসারে সাজিয়েছেন সংকেত থেকে সেই ক্রমটি চিহ্নিত করুন :

L) c , d, a, b M) a, c, b, d

N) c, a, d, b O) b, c,a, d

2) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পল্লীপ্রকৃতি’ অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সাপেক্ষে যুক্তি দেওয়া হল:-

j¿hÉ - প্রকৃতির দান এবং মানুষের জ্ঞান এই দুইয়ে মিলেই মানবসভ্যতার বিকাশ সাধিত হয়েছে।

k¢š² - বিজ্ঞানের বলে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করেছে।

Hl öÜ - অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন :

L) j¿hÉ J k¢š² cCC öÜ

M) j¿hÉ J k¢š² cCC AöÜ

N) j¿hÉ AöÜ ¢L¿ k¢š² öÜ

O) j¿hÉ öÜ ¢L¿ k¢š² AöÜ

3) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সাহিত্যে নবত্ব’ প্রবন্ধ অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সাপেক্ষে যুক্তি দেওয়া হল :

মন্তব্য নূতনত্বের ঝাঁজ বাড়াবার জন্যে দেশের দারিদ্রকে সর্বদাই ঝাল মশলার মতো ব্যাবহার করেন।

k¢š² : Hl jdÉ দিয়ে তাঁদের লেখক শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায় এবং ‘ভাবুকতার কারি -পাউডারের যোগে একটা কৃত্রিম সস্তা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।

Hl öÜ -অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন :-

L) j¿hÉ öÜ, k¢š² AöÜ

M) j¿hÉ J k¢š² cCC AöÜ

N) j¿hÉ J k¢š² cCC AöÜ

O) j¿hÉ AöÜ ¢L¿ k¢š² öÜ

Answer Table

Sl. No.	Answer
1.	N
2.	O
3.	N

teachinns
Text with Technology